NARSINGHA

ই-পেপার: www.ekdin-epaper.com

একদিন

EKDIN

এগিয়ে চলার সঙ্গী

সপ্তাহ জুড়ে শেষের পাতায়

এখন বিভিন্ন মাধ্যমে উপলব্ধ

৩ এসআইআর প্রক্রিয়ায় আরও কড়া নজর

ঋণ পাইয়ে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়ে প্রতারণা ৩

কলকাতা ১১ জানুয়ারি ২০২৬ ২৬ পৌষ ১৪৩২ রবিবার উনবিংশ বর্ষ ২০৮ সংখ্যা ৮ পাতা ৩.০০ টাকা ■ Kolkata 11.01.2026, Vol.19, Issue No. 208, 8 Pages, Price 3.00

ফের বাজি কারখানায় বিস্ফোরণ

নিজস্ব প্রতিবেদন: ফের বাজি কারখানায় বিস্ফোরণ। এবার ঘটনাস্থল সেই দক্ষিণ ২৪ পরগনার চম্পাহাটি। শনিবার সকালে বিস্ফোরণের ঘটনায় অন্তত চার জনের জখম হয়েছেন। তাঁদের মধ্যে একজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক। ঘটনাস্থলে পুলিশ এবং দমকল।

বিস্ফোরণের খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে গিয়েছে বারুইপুর থানার পুলিশ। তারা গোটা এলাকা ঘিরে তদন্ত শুরু হয়েছে। খতিয়ে দেখা হচ্ছে, ওই বাজি কারখানার লাইসেন্স ছিল কি না। কী কারণে বিস্ফোরণ ঘটল, কোথা থেকে বিস্ফোরক এল, সব দিক খতিয়ে দেখছে পুলিশ।

স্থানীয় সূত্রে খবর, শনিবার সকালে বিকট শব্দে কেঁপে ওঠে হাড়াল এলাকায়। পর পর তিন বার বিস্ফোরণ হয়। বিস্ফোরণের উৎপত্তিস্থল খুঁজতে গিয়ে দেখা যায়, একটি বাজি কারখানায় বিস্ফোরণ হয়েছে। বিস্ফোরণের অভিঘাতে অ্যাসবেস্টসের ছাউনি উড়ে গিয়েছে। পাশের একটি বাড়িও ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। ভস্মীভূত হয়ে গিয়েছে একটি বড় গাছ। ঘটনাস্থল থেকে চার জনকে গুরুতর আহত অবস্থায় উদ্ধার করা হয়। তাঁরা

চম্পাহাটি

সকলেই বাজি বানাচ্ছিলেন বলে খবর। জখম চার জনকে প্রথমে স্থানীয় হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। সেখান থেকে কলকাতায় স্থানান্তর করা হয়েছে। দমকলের একটি ইঞ্জিন আগুন নিভিয়েছে।

আগেও চম্পাহাটিতে একই রকম ঘটনা ঘটেছে। মৃত্যুর হয়েছে। দত্তপুকুর, এগরা, বজবজ, ঢোলাহাট-সাম্প্রতিক সময়ে রাজ্যের একের পর এক অবৈধ বাজি কারখানায় প্রাণহানির ঘটনা ঘটেছে।

বিস্ফোরণের অভিঘাতে অ্যাসবেস্টসের ছাউনি উড়ে গিয়েছে। ভস্মীভূত হয়ে গিয়েছে একটি বড় গাছ।

এসআইআর নিয়ে আবার জ্ঞানেশকে চিঠি মুখ্যমন্ত্রীর

নিজস্ব প্রতিবেদন: রাজ্যে চলতি এসআইআর প্রক্রিয়া নিয়ে নির্বাচন কমিশনের বিরুদ্ধে 'হয়রানি', 'সংবেদনহীনতা' এবং 'রাজনৈতিক পক্ষপাতের' অভিযোগ তুলে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ফের মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারকে চিঠি লিখেছেন। ওই চিঠিতে এসআইআর প্রক্রিয়াকে গণতন্ত্র ও সংবিধানের মূল ভিত্তির উপর আঘাত বলে চিঠিতে তিনি অভিযোগ করেছেন। নবান্ন সূত্রে জানা গিয়েছে, মুখ্যমন্ত্রীর অভিযোগ, এসআইআর প্রক্রিয়া এখন আর গঠনমূলক বা সংশোধনমূলক নেই, বরং তা শুধুই নাম বাদ দেওয়া ও ভোটার বঞ্চনার অস্ত্রে পরিণত হয়েছে। চিঠিতে দাবি করা হয়েছে, এই প্রক্রিয়ার জেরে ইতিমধ্যেই ৭৭ জনের মৃত্যু হয়েছে, ৪ জন আত্মহত্যার চেষ্টা করেছেন এবং ১৭ জন অসুস্থ হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন। ভয়, ভীতি ও অযাচিত কাজের চাপ থেকেই এই পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে বলে দাবি মুখ্যমন্ত্রীর।

চিঠিতে উল্লেখ করা হয়েছে, নোবেলজয়ী অমর্ত্য সেনের মতো বর্ষীয়ান ও আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন ব্যক্তিকেও পরিচয় প্রমাণের জন্য নির্বাচন কমিশনের আধিকারিকদের সামনে হাজির হতে বলা হয়েছে। পাশাপাশি কবি জয় গোস্বামী, সাংসদ ও অভিনেতা দীপক অধিকারী, ক্রিকেটার মহম্মদ শামি ও ভারত সেবাশ্রম সংঘের মহারাজের মতো বিশিষ্ট ব্যক্তিদেরও একই প্রক্রিয়ার মুখোমুখি হতে হয়েছে বলে অভিযোগ। মুখ্যমন্ত্রীর প্রশ্ন, এ কি নির্বাচন কমিশনের 'দুঃসাহসী ঔদ্ধত্য' নয়?

রাজ্যের বাইরে থাকা পরিযায়ী শ্রমিকদের ক্ষেত্রেও সমান সংবেদনহীনতার অভিযোগ উঠেছে। চিঠিতে বলা হয়েছে, বহু অনুরোধের পর কমিশন পরিবারের মাধ্যমে শুনানির অনুমতি দিলেও পরিযায়ী শ্রমিকদের জন্য সেই সুযোগ দেওয়া হয়নি। এতে বাস্তব পরিস্থিতি সম্পর্কে কমিশনের অনুধাবনের অভাব স্পষ্ট বলে মত নবান্নের।

পর্যবেক্ষক ও মাইক্রো অবজার্ভার নিয়োগ নিয়েও প্রশ্ন তুলেছেন মুখ্যমন্ত্রী। অভিযোগ, যথাযথ প্রশিক্ষণ ছাড়াই তাঁদের কাজে নামানো হয়েছে। কোথাও কোথাও সাধারণ নাগরিকদের 'দেশদ্রোহী' বলে গালিগালাজ করার অভিযোগও উঠেছে। এর পাশাপাশি পশ্চিমবঙ্গে ব্যবহৃত এসআইআর পোর্টাল অন্য রাজ্যের তুলনায় ভিন্ন এবং পিছন দিক থেকে অপশন বদলে দেওয়ায় প্রশাসনিক স্তরে বিভ্রান্তি তৈরি হচ্ছে বলেও দাবি করা হয়েছে।

শুভেন্দুর কনভয়ে 'হামলা'

■ শনিবার সন্ধ্যায় পুরুলিয়া থেকে জনসভা সেরে ফিরছিলেন নন্দীগ্রামের বিধায়ক। শুভেন্দুকে অভ্যর্থনা জানানোর জন্য আগে থেকেই দাঁড়িয়ে ছিলেন বিজেপি কর্মীরা। পথে গড়বেতা থানার অন্তর্গত চন্দ্রকোনা রোড বাজারের কাছে হঠাৎ বিপত্তি বাধে। চন্দ্রকোনায় রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীর কনভয়ে হামলার অভিযোগ উঠল তৃণমূলের বিরুদ্ধে। শনিবার রাত প্রায় সাড়ে ৮টা নাগাদ ঘটনাটি ঘটেছে। বিজেপি নেতার দাবি, বাঁশ, লাঠি নিয়ে তাঁর গাড়ির উপর চড়াও হয়েছেন একদল তৃণমূল কর্মী ও সমর্থক। এ সব প্রায় ঘণ্টাখানেক ধরে চললেও পুলিশ এগিয়ে আসেনি বলে দাবি। চন্দ্রকোনা রোড পুলিশ ফাঁড়িতে ঢুকে অবস্থানে বসেন শুভেন্দু।

গোটা দেশ গেরুয়া হলেও এরাজ্য রুখবে: অভিষেক

নিজস্ব প্রতিবেদন: প্রতি নির্বাচনের আগেই রাজনৈতিক দলগুলির নজর থাকে জঙ্গলমহলে। গত লোকসভা, বিধানসভা ভোটে জঙ্গলমহলের এসব জেলায় বিজেপি আসনপ্রাপ্তিতে তৃণমূলের চেয়ে কিছুটা এগিয়ে ছিল। তবে ছাব্বিশের বিধানসভা নির্বাচনের আগে সেখানকার হাওয়া ঘুরছে। শনিবার বাঁকুড়া শালতোড়ায় তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক তথা সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সভায় তৃণমূলে যোগ দিলেন সেখানকার ২ বিজেপি নেতা। তাঁদের সঙ্গে নিয়ে আসন্ন বিধানসভা ভোটে বাঁকুড়াকে ১২-০ করার ডাক দিলেন অভিষেক। এই মুহূর্তে বাঁকুড়ার ১২ টি বিধানসভা কেন্দ্রের মধ্যে ৫টি তৃণমূলের, বাকি সাতটিই বিজেপির দখলে।

ছাব্বিশের বিধানসভা ভোটের আগে 'আবার জিতবে বাংলা' কর্মসূচির আওতায় জেলায় জেলায় রণসংকল্প সভা করছেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। শনিবার বাঁকুড়ার শালতোড়ায় তাঁর জনসভা ছিল। সেখানেই দেখা গেল, অভিষেকের হাত ধরে বিজেপি থেকে তৃণমূলে ফিরলেন প্রাক্তন ব্লক সভাপতি কালীপদ রায়। তুলে নিলেন দলীয় পতাকা। একইসঙ্গে এদিন তৃণমূলের পতাকা হাতে তুলে দলে যোগ দিতে দেখা যায় বাঁকুড়া পুরসভার ৭ নম্বর ওয়ার্ডের নির্দল কাউন্সিলর দিলীপ আগরওয়ালকে। সরাসরি তাঁদের নিয়ে না বললেও জনসভায় অভিষেকের বক্তব্য, 'কোনও ভদ্রলোক, ভালো লোক, শিক্ষিত লোক, মার্জিত লোক, সভ্য লোক বিজেপি করে না।'

ব্রিগেডে প্যাটিস বিক্রেতাকে মারধরের প্রসঙ্গে অভিষেক বলেন, 'এই রাজ্যে কে কী করবে বিজেপির নেতা ঠিক করবে? আমরা করতে দেব না। সারা দেশও যদি গেরুয়াময় হয়ে যায়, এই রাজ্য রুখবে। এই দেশকে পশ্চিমবঙ্গ পথ দেখাবে। আপনার যত ক্ষমতা আছে ব্যবহার করুন। ইডি, সিবিআই, আয়কর দপ্তর, কেন্দ্রীয় বাহিনী, নির্বাচন কমিশনকে ব্যবহার করুন, যত অর্থবল আছে প্রয়োগ করুন। আর এক দিকে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং রাজ্যের ১০ কোটি মানুষ। এদের কাছে সব আছে, শুধু মানুষ নেই। সব বিজেপির, শুধু মানুষগুলো তৃণমূলের।'

গ্রিনল্যান্ড দখলে ট্রাম্পকে হুঁশিয়ারি ডেনমার্কের

কোপেনহেগেন, ১০ জানুয়ারি: ডোনাল্ড ট্রাম্প গ্রিনল্যান্ডে হামলা চালানোর সিদ্ধান্ত নিলে ডেনমার্কও প্রতিরোধ গড়ে তুলবে। সেই যুদ্ধের পরিণতি হবে ভয়াবহ। ন্যাটো চুক্তি মনে করিয়ে একপ্রকাশ হুঁশিয়ারি দিলেন গ্রিনল্যান্ডের 'নিয়ন্ত্রক' ডেনমার্কের এমপি এবং সে দেশের প্রতিরক্ষা কমিটির চেয়ারপার্সন রাসমুস জারলভ।

জাতীয় নিরাপত্তার কথা বলে ট্রাম্প গ্রিনল্যান্ড অধিগ্রহণের কথা বললেও, মার্কিন প্রেসিডেন্টের এই দাবির কোনও সারবত্তা নেই বলেই জানিয়েছেন জারলভ। তাঁর মত, আমেরিকা চাইলেই গ্রিনল্যান্ডে প্রবেশ করতে পারে। দু'দেশের মধ্যে যে প্রতিরক্ষা সংক্রান্ত চুক্তি রয়েছে, তার ভিত্তিতে গ্রিনল্যান্ডে খননকাজ করতেই পারে আমেরিকা।

হোয়াইট হাউস অবশ্য আগেই ইঙ্গিত দিয়ে রেখেছে, বিষয়টি শান্তিপূর্ণ ভাবে না মিটলে তারা প্রয়োজনে সামরিক অভিযান চালাবে। বিষয়টি নিয়ে আগামী সপ্তাহেই ডেনমার্কের প্রশাসনিক আধিকারিকদের সঙ্গে বৈঠকে বসার কথা মার্কিন বিদেশ সচিব মার্কো রুবিও-র। এর প্রেক্ষিতে জারলভ বলেন, 'এ রকম কিছু ঘটলে ন্যাটো ভেঙে যাবে। কারণ ন্যাটো চুক্তির অনুচ্ছেদ ৫ অনুযায়ী, শরিক দেশগুলিকে ডেনমার্কের পাশে দাঁড়াতে হবে। তাতে স্বাভাবিক ভাবেই ভেটো দেবে আমেরিকা। তার ফলে ন্যাটো ভেঙে যাবে।'

আমেরিকা হামলা চালালে তা হয়তো প্রতিরোধ করা সম্ভব হবে না ডেনমার্কের সেনার পক্ষে, সে কথা স্বীকার করেই জারলভ বলেন, 'আমেরিকা সামরিক অভিযান চালালে তা একেবারেই মনে নেওয়া সম্ভব নয়। ন্যাটো গোষ্ঠীর দুই দেশের মধ্যে যুদ্ধ একেবারেই বোকামি ও অপ্রয়োজনীয় এবং এর পরিণতিও ভয়াবহ হতে চলেছে।' ডেনমার্কের এমপি বলেন, 'যুদ্ধের কোনও প্রয়োজন নেই। আশা করছি, এটা আর বেশি দূর গড়াবে না। আবার আমরা একসঙ্গে কাজ করতে পারব।'

প্রেসিডেন্ট পদে প্রথম দফাতেই গ্রিনল্যান্ড কেনার কথা বলেছিলেন ট্রাম্প। যদিও সে সময় ডেনমার্ক স্পষ্ট জানিয়ে দেয়, গ্রিনল্যান্ড তারা বিক্রি করবে না। তখনকার মতো বিষয়টি সেখানে থেমে গেলেও, দ্বিতীয় দফায় আবার গ্রিনল্যান্ড অধিগ্রহণের কথা বলতে শুরু করেন ট্রাম্প। ভেনেজুলেয়ার প্রেসিডেন্ট নিকোলাস মাদুরোকে আমেরিকা অপহরণ এবং বন্দি করার পরেই ট্রাম্প আবার গ্রিনল্যান্ড দখলের কথা বলায় বিষয়টিতে নতুন মাত্রা যোগ হয়। জারলভ আবার স্পষ্ট করে দিয়েছেন, গ্রিনল্যান্ড তাঁরা বিক্রি করতে আগ্রহী নন।

আইপ্যাক অভিযানে তাল ঠুকছে দু'পক্ষই

সুপ্রিমে ক্যাভিয়েট রাজ্যের

নিজস্ব প্রতিবেদন: সুপ্রিম কোর্টে ক্যাভিয়েট দাখিল করল পশ্চিমবঙ্গ সরকার। আইপ্যাক-কাণ্ডে কলকাতা হাইকোর্টে মামলা করেছে ইডি। সেই মামলার শুনানি ১৪ জানুয়ারি পর্যন্ত মুলতুবি করা হয়েছে। রাজ্য সরকারের আশঙ্কা, ইডি ওই মামলা নিয়ে সুপ্রিম কোর্টে যেতে পারে। সে কারণে সুপ্রিম কোর্টে ক্যাভিয়েট দাখিল করল রাজ্য, যাতে সেখানে ইডির বক্তব্য একতরফা ভাবে না শোনা হয়। যদি ইডি মামলা করে, তা হলে দুই পক্ষের বক্তব্য যেন শোনা হয়, সেই জন্য দাখিল করা হল ক্যাভিয়েট।

শনিবার ক্যাভিয়েট দাখিল করে তাদের আর্জি, আইপ্যাকের দপ্তর এবং সংস্থার কর্ণধার প্রতীক জৈনের বাড়িতে এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি)-এর তল্লাশির ঘটনায় ইডি সুপ্রিম কোর্টে মামলা করলে তাদের জানাতে হবে। এই মামলায় কোনও নির্দেশ দেওয়ার আগে রাজ্যের বক্তব্যও শুনতে হবে সুপ্রিম কোর্টকে। প্রসঙ্গত, অনেক মামলার ক্ষেত্রে এক পক্ষের বক্তব্য শুনেই সুপ্রিম কোর্ট নির্দেশ দেয়। কিন্তু ক্যাভিয়েট দাখিল হলে সে ক্ষেত্রে উভয় পক্ষের বক্তব্যই শুনতে হবে সুপ্রিম কোর্টকে।

কয়লাকাণ্ডে বৃহস্পতিবার আইপ্যাক কর্তা প্রতীকের বাড়ি এবং সংস্থার দপ্তরে তল্লাশি চালায় ইডি। ইডির দাবি, তাদের অনুমোদিত তল্লাশির সময় পুলিশের সাহায্য নিয়ে তাদের হেপাজত থেকে 'অপরাধ সংক্রান্ত নথি' নিয়ে বেরিয়ে গিয়েছেন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তল্লাশি চলার সময় ডিজিটাল ডিভাইস (ল্যাপটপ, মোবাইল, হার্ডডিস্ক), গুরুত্বপূর্ণ নথিপত্র জোর করে পুলিশ দিয়ে নিয়ে যাওয়া হয় বলেও দাবি ইডির। ইডির মতে, এতে তাদের তদন্ত 'বাধাপ্রাপ্ত' হয়। ডিজিটাল ফরেন্সিক কাজ মাঝপথে বন্ধ হয়ে যায়। ইডির আরও দাবি, তারা আইপ্যাকের দপ্তরে ঢুকে তল্লাশি শুরু করলেও রাজ্য পুলিশের বাধায় কাজ করা যায়নি।

এই নিয়ে শুক্রবার কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয় ইডি। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর বিরুদ্ধে সিবিআই তদন্ত চায় তারা। পাল্টা হাইকোর্টে মামলা করে রাজ্য সরকারও। তৃণমূলের মামলা এবং ইডির মামলা, দু'টিই পিছিয়ে দিয়েছে হাইকোর্ট।

সদর দপ্তরে ইডি রিপোর্ট

নিজস্ব প্রতিবেদন: বেআইনি কয়লা পাচার-কাণ্ডের তদন্তে কলকাতায় তল্লাশির সময় কী কী ঘটেছিল, বিস্তারিত জানতে চেয়ে শুক্রবারই ইডির কাছে রিপোর্ট চেয়েছিল কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক। শনিবার দিনই বিস্তারিত রিপোর্ট চলে গেল দিল্লিতে ইডির সদর দপ্তরে। সল্টলেক সেক্টর ফাইভে আইপ্যাক দপ্তর এবং লাউডন স্ট্রিটে সংস্থার কর্ণধার প্রতীক জৈনের বাড়িতে ইডির যে আধিকারিকেরা তল্লাশি চালিয়েছেন, তাঁরা ঘটনাপরম্পরার বিস্তারিত বর্ণনা দিয়ে একটি রিপোর্ট তৈরি করেছেন। সেটি দিল্লির দপ্তরে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। সেখান থেকে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের দপ্তরে পাঠানো হতে পারে রিপোর্টটি।

ইডির রিপোর্টে দাবি, 'সমস্ত আইন ভেঙে ইডি আধিকারিক প্রশান্ত চান্ডিলার কাছ থেকে মুখ্যমন্ত্রী জোর করে ডিজিটাল নথি কেড়ে নেন। ১২টা ১৫ মিনিট নাগাদ তিনি ঘটনাস্থল থেকে বেরিয়ে যান।' এই বর্ণনাই দিল্লিতে রিপোর্ট আকারেও পাঠানো হয়েছে।

বেআইনি কয়লা পাচার মামলায় পশ্চিমবঙ্গ ও দিল্লির ১০টি জায়গায় বৃহস্পতিবার ইডির তল্লাশি অভিযান চলেছে। তার মধ্যে কলকাতার দু'টি জায়গায় তদন্তে বাধার অভিযোগ তুলেছে তারা। অভিযোগ, সাংবিধানিক ক্ষমতার অপব্যবহার করে তল্লাশি চলাকালীন গুরুত্বপূর্ণ নথিপত্র ছিনিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। এই অভিযোগের ভিত্তিতেই মামলা করেছে কেন্দ্রীয় সংস্থা। ইডি সূত্রে খবর, বৃহস্পতিবারের ঘটনায় কেন্দ্রীয় বাহিনীর ভূমিকা, কলকাতা পুলিশের ভূমিকা এবং রাজ্য প্রশাসনের ভূমিকা বিশদে জানতে চেয়েছে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক। তার পরেই প্রত্যক্ষদর্শী আধিকারিকদের বয়ান-সহ রিপোর্ট প্রস্তুত করানো হয়েছে। যদিও সে দিন কী কী ঘটেছিল, তা এর আগে প্রেস বিজ্ঞপ্তি দিয়ে জানিয়েছিল ইডি। কলকাতা হাইকোর্টে মামলার নথিতেও তার উল্লেখ রয়েছে। কেন্দ্রীয় সংস্থার দাবি, তল্লাশি চলাকালীন জোর করে গুরুত্বপূর্ণ নথি কেড়ে নিয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী। দিল্লির দপ্তরে পাঠানো রিপোর্টেও তার উল্লেখ রয়েছে।

ইডি আদালতে জানিয়েছে, প্রতীকের বাড়ি থেকে তল্লাশির সময় একাধিক ডিজিটাল নথি সংগ্রহ করা হয়েছিল। বেলা ১১টা ১৫ মিনিট নাগাদ কলকাতা পুলিশের ডিসি (দক্ষিণ) প্রিয়ব্রত রায় লাউডন স্ট্রিটের ওই বাড়িতে যান এবং জানান, অনধিকার প্রবেশের একটি অভিযোগ তাঁরা পেয়েছেন। এর পর ইডির তরফে সকলের পরিচয়পত্র এবং তল্লাশির পরোয়ানা পুলিশকে দেখানো হয়েছিল। ঘটনাস্থলে আসেন পুলিশ কমিশনার মনোজ বর্মাও। তাঁর কাছে তল্লাশির বিষয়ে বিস্তারিত জানানো হচ্ছিল। ১২টা ৫ মিনিট নাগাদ ঘটনাস্থলে আসেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁকে তল্লাশি অভিযানে হস্তক্ষেপ না-করার অনুরোধ একাধিক বার করা হয়েছিল।

প্রতীকের বাড়িতে পুলিশ

নিজস্ব প্রতিবেদন: মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের অভিযোগের পরেই তদন্তে তৎপর কলকাতা পুলিশ। প্রতীক জৈনের বাড়ি ও আইপ্যাকের অফিস থেকে নথি চুরিতে 'অভিযুক্ত' ইডি আধিকারিকদের শনাক্তকরণ শুরু করল পুলিশ। দুই জায়গায় কেন্দ্রীয় বাহিনীর যে জওয়ান ও আধিকারিকরা ছিলেন, তাঁদেরও শনাক্ত করার চেষ্টা করা হচ্ছে। এরপরেই শনিবার সকালে আইপ্যাকের কর্ণধার প্রতীক জৈনের বাড়িতে যান শেক্সপিয়ার সরণি থানার পুলিশ আধিকারিকরা। বাড়ির যাবতীয় সিসিটিভি ক্যামেরার ফুটেজ এবং ডিভিআর সংগ্রহ করা হয়েছে। একইসঙ্গে প্রতীক জৈনের বাড়ির পরিচারিকা এবং নিরাপত্তার দায়িত্বে থাকা কর্মীদেরও বয়ান পুলিশের তরফে রেকর্ড করা হয়েছে বলে খবর। পুলিশ সূত্রে খবর, শনাক্তকরণের পর 'অভিযুক্ত'দের নোটিস পাঠানোর প্রক্রিয়া পুলিশ শুরু করবে বলেই খবর।

বৃহস্পতিবার ভোরে ইডির দু'টি দল লাউডন স্ট্রিট এবং সল্টলেকে পৌঁছে গিয়েছিল। বেআইনি কয়লা পাচার মামলায় শুরু হয়েছিল তল্লাশি অভিযান। পরে খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে যায়। কিন্তু অভিযোগ, পুলিশকে প্রতীকের বাড়ি বা আইপ্যাকের দপ্তরে ঢুকতেই দেওয়া হয়নি। বেলা ১২টা নাগাদ মুখ্যমন্ত্রী নিজে লাউডন স্ট্রিটে যান এবং ইডির তল্লাশি চলাকালীনই প্রতীকের বাড়ি থেকে নথিপত্র, ফাইল, ল্যাপটপ বার করে আনেন। দলের নির্বাচনী কৌশল চুরির অভিযোগ আনেন কেন্দ্রীয় সংস্থার বিরুদ্ধে। কাজে বাধা পেয়ে বৃহস্পতিবারই ইডির বিরুদ্ধে স্বতঃপ্রণোদিত অভিযোগ নথিভুক্ত করেছিল পুলিশ। শুক্রবার মুখ্যমন্ত্রীও অভিযোগ দায়ের করেন।

এর আগে সন্দেশখালিতে শাহজাহান শেখের বাড়িতে তল্লাশি চালাতে গিয়ে ইডি যখন মার খেয়েছিল, তখন সে বিষয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করতে কেন্দ্রীয় সংস্থার আধিকারিকদের থানায় তলব করেছিল পুলিশ। এ ক্ষেত্রেও তাঁদের ডাকা হতে পারে বলে অনেকে মনে করছেন। তবে সন্দেশখালির ঘটনায় আলাদা করে থানায় অভিযোগ করেছিল ইডি। এ ক্ষেত্রে তেমন কিছু হয়নি।

রামমন্দিরের অন্দরে নমাজ পড়ার চেষ্টা

লখনউ, ১০ জানুয়ারি: ভিড়ে মিশে রামমন্দিরের ভিতরে ঢুকে নমাজ পড়ার চেষ্টা প্রৌঢ়ের। ঘটনা নজরে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে ওই ব্যক্তিকে আটকালো পুলিশ। শুক্রবার দুপুর দুটো নাগাদ চাঞ্চল্যকর এই ঘটনা ঘটেছে অযোধ্যার রামমন্দিরে। বিষয়টি সামনে আসার পর নড়েচড়ে বসেছে প্রশাসন। বাড়ানো হয়েছে মন্দিরের নিরাপত্তা। জানা গিয়েছে, অভিযুক্ত ওই ব্যক্তির নাম আহমেদ শেখ। তিনি জম্মু ও কাশ্মীরের সোপিয়ান জেলার বাসিন্দা। আধিকারিকদের দাবি অনুযায়ী, শুক্রবার দুপুরে অন্যান্য পুন্যার্থীদের সঙ্গে মিশে রামমন্দিরে প্রবেশ করেন ৫৫ বছরের ওই প্রৌঢ়। প্রথমে মন্দিরে ঢুকে আশেপাশে ঘুরে দেখার পর তিনি সীতা রসোইয়ের কাছে গিয়ে বসেন। সেখানেই চাদর বিছিয়ে নমাজ পড়ার প্রস্তুতি নেন আহমেদ। ঘটনা নজরে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে সেখানে আসেন নিরাপত্তারক্ষীরা। তাঁকে আটক করা হয় নিরাপত্তারক্ষীদের তরফে। এর পর পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া হয়।

ভয়াবহ দাবানলে জ্বলছে অস্ট্রেলিয়ার অঙ্গরাজ্য ভিক্টোরিয়া। তীব্র তাপপ্রবাহ ও শুষ্ক আবহাওয়ার কারণে রাজ্যের বিভিন্ন এলাকায় আগুন দ্রুত ছড়িয়ে পড়েছে, শতাধিক ঘরবাড়ি ধ্বংস হয়েছে এবং লক্ষাধিক হেক্টর বনভূমি পুড়ে গিয়েছে। সরকার রাজ্যজুড়ে জরুরি অবস্থা জারি করেছে এবং বহু এলাকায় বাসিন্দাদের নিরাপদ স্থানে সরে যেতে বলা হয়েছে। দমকল বাহিনী ও জরুরি পরিষেবা আগুন নিয়ন্ত্রণে কাজ চালিয়ে যাচ্ছে।

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন

নাম-পদবী

গত ২০/০৮/২০২৫, S.D.E.M., সদর, হুগলী কোর্টে ৭১ নং এফিডেভিট বলে আমি Sudhil Kora ও Sudip Kora S/o. Nirmal Kora সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ০৯/০১/২০২৬, নোটারী পাবলিক, সদর, হুগলী, কোর্টে ৮২৮ নং এফিডেভিট বলে আমি Najibar Rahaman Layek @ Nazibar Rahaman Layek (old name), S/o. Abdul Sattar Layek R/o. Goula, Polba, Hooghly-712148, W.B. ঘোষণা করিয়াছি যে, আমি Najibar Rahaman Layek @ Nazibar Rahaman Layek নাম পরিবর্তন করিয়া সর্বত্র Najibar Rahman Layek (New Name) নামে পরিচিত হইয়াছি। আমি Najibar Rahaman Layek, Nazibar Rahaman Layek & Najibar Rahman Layek S/o. Abdul Sattar Layek সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি। আমার কন্যা Nurennesa Khatun.

AFFIDAVIT

আমি **Shymal Bej**, পিতা- Bonamali Bej, ঠিকানা- গ্রাম+পোস্ট- দশঘরা, থানা- ধনিয়াখালী, জেলা- হুগলী, রাজ্য- পশ্চিমবঙ্গ, অঙ্গীকার করিতেছি যে **Shymal Bej পিতা Bonamali Bej**, ও **Shyamal Bej, পিতা Banamali Bej** একই ব্যক্তি যাহা 1st Class Judicial Magistrate Hooghly at Chinsurah নিকট হইতে 30/12/2025 তারিখের Affidavit বলে ঘোষণা করা হইয়াছে।

Notice

I, Sucheta Singha, D/o Sukhamoy Chandra, residing at Akanksha Housing Complex, Elegant 102, Street No. 286, Action Area 1, Tank No. 8, New Town, Kolkata-700156 declare before Ld. 1st Class Judicial Magistrate at Kolkata that "Sucheta Singha" and "Sucheta Singha Chandra" is the same and one identical person.

আমমোক্তারনামা সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সকলকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে, **১)ডাঃ সন্ধ্যা মন্ডল ধাড়া** স্বামী শ্রী কাঞ্চন কুমার ধাড়া, সাকিম রবীন্দ্রনগর, মেদিনীপুর, পশ্চিম মেদিনীপুর-৭২১১০১, মহাশয়া বিগত ইং ২২/০৮/২০১৬ তারিখে এ.ডি.এস.আর., পশ্চিম মেদিনীপুর অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত IV-00104/2016 নং আমমোক্তারনামা দলিল বলে এবং **২)শ্রীমতী মহুয়া মন্ডল** স্বামী শ্রী প্রজ্জল প্রামানিক, সাকিম লেকটাউন, উঃ ২৪পরগণা-৭০০০৮৯, মহাশয়া বিগত ইং ২০/১২/২০১৭ তারিখে এ.ডি.এস.আর., চুঁচুড়া, হুগলী অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত IV-00363/2017 নং আমমোক্তারনামা দলিল বলে, একুনে দুইটি পৃথক আমমোক্তারনামা দলিল বলে আমাকে (**শ্রীমত্যা শঙ্করী মন্ডল** স্বামী ৺গোপাল চন্দ্র মন্ডল, সাকিম হুগলী স্টেশন রোড, চুঁচুড়া, হুগলী-৭১২১০৩), ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার নিযুক্ত করেন এবং উক্ত ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তারনামা ও স্বয়ং ক্ষমতা বলে আমি সম্পত্তির অপর শরিক **শ্রীমতী প্রতিমা দাস** স্বামী শ্রী অনুপ্রিয়া দাস মহাশয়ার সহিত যৌথ ভাবে নিম্নোক্ত তপশীল বর্ণিত সম্পত্তি বিগত ইং ১৪/০৫/২০২৫ তারিখে এ.ডি.এস.আর., চুঁচুড়া, হুগলী, অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত I-05881/2025 নং বিক্রয় কোবালা দলিল মূলে **সবনম খাতুন**, স্বামী সেখ আকবর, সাকিম দর্জিপাড়া, জগদ্দল, উত্তর ২৪ পরগনা-৭৪৩১২৭ মহাশয়াকে ০১ কাঠা ০৮ ছটাক সম্পত্তি বিক্রয় করিয়াছি। **তপশীল** - জেলা হুগলী, থানা চুঁচুড়া, মৌজা দেবানন্দপুর, ৩ নং জে.এল ভুক্ত, এল.আর. ১৫২ ও ৫১৪ নং খতিয়ানে, ১)আর.এস. তথা হাল এল.আর. ৩১ নং দাগে ভিটি/ইটখোলা জমি ষোল আনায় ৫২ শতকের মধ্যে ০১ কাঠা ০২ ছটাক ০৮ বর্গফুট, ও ২)আর.এস. তথা হাল এল.আর. ৩২ নং দাগে ভিটি/ইটখোলা জমি ষোল আনায় ১০৬ শতকের মধ্যে ০৫ ছটাক ৩৭ বর্গফুট, একুনে দুইটি দাগ ও দুইটি খতিয়ান হইতে মোট ০১ কাঠা ০৮ ছটাক সম্পত্তি অত্র দলিলে আমমোক্তারনামা বলে বিক্রয়কৃত সম্পত্তি হইতেছে। এতদ্বারা সকলকে অবগত করা যাইতেছে যে, বর্তমান ক্রেতা **সবনম খাতুন**, স্বামী সেখ আকবর, তাহার খরিদা সম্পত্তি নিজ নামে নাম পত্তন করিবার জন্য বি.এল এ্যান্ড এল.আর.ও মগরা-চুঁচুড়া ব্লক অফিসে আবেদন করিয়াছেন/করিতেছেন। ইহাতে কাহারও কোন আইনানুগ আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রচার হইবার আগামী ১ মাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ঠ অফিসে আপত্তি জানাইতে পারিবেন, অন্যথায় নিয়ম অনুসারে কার্য্য করা হইবে।

ইতি-**শ্রীমত্যা শঙ্করী মন্ডল (আমমোক্তার)**

AFFIDAVIT

I, **MD. TARIQUE AKHTAR** S/O Md. Nasim Akhtar residing at 3A, Bengali Shah Warshi Lane, P.O.-Khiddirpore, P.S.-Ekbalpore, Kolkata-700023 do hereby declare vide affidavit no. 1546 dated 06.01.2026 filed in the Court of the Ld. 1st Class Judicial Magistrate at Alipore that I am a permanent inhabitant of the above mentioned address but in my Son MD. HAMZA AKHTAR who was born on 11.12.2020 at Chittaranjan Seva Sadan, and birth certificate vide Regn. No. B-2021 : 19-90174-005774, date of registration : 19.08.2021, issued by the Hospital, my name has been recorded as MOHAMMAD TARIQUE AKHTAR and our address as 24/H/19, Dent Mission Road, P.S.-Ekbalpore, Khiddirpore, Kolkata- 700023 inadvertently. MD. TARIQUE AKHTAR and MOHAMMAD TARIQUE AKHTAR is the same and one identical person and my son resides with us at our permanent address.

নোটিশ

এতদ্বারা সাধারণের অবগতির জন্য বিজ্ঞাপিত হচ্ছে যে, আমি শ্রী শুভাশিস ঘোষ, পিতা শ্রী বিনোদ বিহারী ঘোষ, এবং পাওয়ার হোল্ডার এলআর দাগ নং ২০২৯ এবং ২০৩০, এলআর খতিয়ান নং ৪৩০, মৌজা - কোমোদ্দা হস্তান্তরিত সম্পত্তি পরিমাপ আনুমানিক ৫২ ডেসিমেল উক্ত দাগস্থিত অনুকূলে দেবাশিস ঘোষ বাংলা সাফ বিক্রয় কবলা অধীনে, দলিল নং ১-৮৯২৪/২০২৫, এডিএসআর পাঁচথুপি এবং উক্ত দেবাশিস ঘোষ আবেদন করেছেন বিএল এবং এলআরও নিকট মিউটেশনের জন্য উল্লেখ্য মামলা নং এমএন/২০২৬/১২০৮/৩০৪ এবং শুনানির তারিখ ১৩.০১.২০২৬।

যদি কোনও ব্যক্তি/গণ এর কোনও আপত্তি থাকে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে তবে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি/গণ শুনানির সময়ে আপত্তি জানাতে পারেন।

শ্রী শুভাশিস ঘোষ
যোগাযোগ নং : ৯৮৭৪২৪১৫১৫

BY NEWSPAPER PUBLICATION
IN THE COURT OF HON'BLE CIVIL JUDGE JUNIOR DIVISION AT VADGAON MAVAL

Regular Civil Suit No. 296/2022

Exh-93

Next Date-11/02/2026

Kantabai Walgude & Others .... **Plaintiff**

V/s

Baban Chavan & Others .... **Defendants**

To,
17) M/S. Dream Comdel Pvt. Ltd. Through Rajendra Kantilal Runawal and 18) M/S. Dream Comdel LLP Through Rajendra Kantilal Runawal. Both Address - Krushankunj, S/4, Narayanpur, Pio Rajrhat, Gopalpur, Kalkatta.

Whereas, Kantabai Gopal Walgude has instituted a suit against you and you are hereby summoned to appear in this court in person on this 11/02/2026 at 11:00 o'clock, to answer the claim; and you are directed to produce on that day all the documents upon which you intend to rely in support of your defence.

Take notice that, in default of your appearance of the day before mentioned, the suit will be heard and determined in your absence.

Given under my hand and the seal of the Court, this 09/12/2025.

Seal

Sd/-
Civil Court Junior Division
Vadgaon Maval, Pune
(07 JAN 2026)

আমমোক্তারনামা সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সকলকে জানানো যাইতেছে যে, জগন্নাথপুর ফুলেশ্বর হাওড়া নিবাসী **শ্রী বৃন্দাবন পাত্র**, পিতা – মৃত মন্মথ পাত্র মহাশয় বিগত ইং ৩১/১২/২০২৫ তারিখে (A.D.S.R. CHINSURAH) অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত I-১৫৯৪৬/২০২৫ নং আমমোক্তারনামা দলিলমুলে আমার মক্কেল **শ্রী হরিশঙ্কর পাল**, পিতা – হরি নারায়ন পাল, সাকিম – আদিসপ্তগ্রাম ডিঙ্গলহাট, মগরা, হুগলী, পিন – ৭১২১৪৮, মহাশয়কে নিম্ন তপশীল বর্ণিত সম্পত্তির ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার নিযুক্ত করেন। **তপশীল** – জেলা - হুগলী, থানা – মগরা, মৌজা – সপ্তগ্রাম, জে. এল. নং – ৪৫, হাল এল.আর. ৬৭ নং খতিয়ানভুক্ত, আর.এস. -১৩৯ ও হাল এল.আর ২৩৭ নং দাগে বাগান জমির পরিমান ৭৯ শতক সম্পত্তি আমমোক্তারকৃত সম্পত্তি হইতেছে। উক্ত ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তারনামা বলে আমার মক্কেলের প্রাপ্ত সম্পত্তিটি বিক্রয় করিবার ঘোষণা করিলে আদিসপ্তগ্রাম নিবাসী **শ্রী কমল কুমার দাস**, পিতা – মৃত প্রফুল্ল কুমার দাস মহাশয়াকে আমার মক্কেলের প্রাপ্ত ৭৯ শতক সম্পত্তি খরিদ করিতে ইচ্ছুক হন, আমার মক্কেল বিগত ইং ০২/০১/২০২৬ তারিখে (A.D.S.R. CHINSURAH) অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত I-১/২০২৬ নং সাফ বিক্রয় কোবালা দলিলে **কমল কুমার দাস** মহাশয়াকে বিক্রয় করেন। এতদ্বারা সকলকে অবগত করা যাইতেছে যে, বর্তমান ক্রেতা **কমল কুমার দাস** তাহার খরিদা সম্পত্তি নিজ নামে নাম পত্তন বা নাম খারিজ করিবার জন্য বি.এল. এ্যান্ড এল.আর.ও মগরা-চুঁচুড়া, ব্লক অফিসে আবেদন করিয়াছেন/করিতেছেন, ইহাতে কাহারও কোনও আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রচার হইবার ১ মাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ঠ অফিসে আপত্তি জানাইতে পারিবেন, অন্যথায় নিয়ম অনুসারে কার্য্য হইবে।

ইতি- **মীর মহঃ কলিমুদ্দিন** (উকিলবাবু),
চন্দননগর কোর্ট, হুগলী

AFFIDAVIT

আমি, **Karuna Sarkar**, পিতা-Sudhir Sarkar, বর্তমান ঠিকানা: গ্রাম: সুভাষ নগর, ১২ ফুট রোড, পোঃ এবং থানা: Naihati, জেলা: উত্তর ২৪ পরগণা, পিন- ৭৪৩১৬৫, এই মর্মে ঘোষণা করছি যে, আমার বিবাহের পর নাম পরিবর্তিত হয়ে Karuna Dawn স্বামী- Bhaskar Dawn হয়েছিল, যা আমার ভোটার কার্ড (নং- IUE2254324) এবং আধার কার্ডে (নং- ৮১৭৫ ১৩৩৫ ৫৮১৪) নথিভুক্ত আছে। বর্তমানে গত ১৯/১১/২০২৫ তারিখে ব্যারাকপুরের অতিরিক্ত জেলা জজ আদালতের এক আদেশ বলে (ম্যাট স্যুট নং- ৮১০/২৫) আমার স্বামী Bhaskar Dawn-এর সাথে বিবাহ বিচ্ছেদ সম্পন্ন হয়েছে। সেই হেতু, ব্যারাকপুর মহকুমা আদালতের বিজ্ঞ ৩য় জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট (১ম শ্রেণী) মহোদয়ের নিকট গত ১৬/১২/২০২৫ তারিখে সম্পাদিত এক হলফনামা বলে (নং- ২২৮) আমি আমার বৈবাহিক পদবি 'Dawn' ত্যাগ করে পুনরায় আমার পিতৃপ্রদত্ত নাম Karuna Sarkar গ্রহণ করলাম। এখন থেকে আমি সর্বক্ষেত্রে **Karuna Sarkar পিতা- Sudhir Sarkar** নামে পরিচিত হব।

NOTICE

To
1) **Ashish Taru Ghosh**, Asst. G.M. of M/S Dewar's Garage Ltd. 2) **Sonali Nandi**, CCM of M/S Dewar's Garage Ltd. 3) **Arijit Saha**, Sales Manager of M/S Dewar's Garage Ltd. 4) **Bijoyendra Chowdhury**, Executive of M/S Dewar's Garage Ltd.

All are employees and responsible designated officers of **'M/S Dewar's Garage Ltd'**, a dealer/distributor of Maruti Suzuki India Ltd. having Local office address at 83/1. Topsia Road, P.S.-Topsia, Kolkata -700046, West Bengal, and their Head Office at 4A, Council House Street, Kolkata-700001, but Respondents/Opposite party no. 5, did not contest the case and his against expert of the case.

5) **Maruti Suzuki India Ltd**, Manufacturer of Alto LXI & VXI cars, Head Office at 1, Nelson Mandela Road, Vasant Kunj, New Delhi-110070, but Respondents/Opposite party no. 6, did not contest the case and there against the expert of the case.

Whereas, **Uttam Kumar Halder** has instituted an Appeal **being No. SC/19/FA/1/2025** against you.

Therefore, you are hereby summoned to appear before the Hon'ble Bench-II of this Commission in person or by a pleader or by authorized representative on the **13th day of March, 2026 at 10:30 O'clock** in the forenoon failing which the case will be heard and considered in your absence.

Given under my hand and seal on behalf of the Commission, this 05th Day of January, 2026.

By Order
Sd/- Registrar-in-Change
State Commission, W.B.

আমমোক্তারনামা সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সকলকে জানানো যাইতেছে যে, **১)ফরিদা খাতুন** স্বামী মরহুম সেখ ফরহাদ আলি, সাকিম কৃষ্ণপুর, দেবানন্দপুর, চুঁচুড়া, হুগলী-৭১২১০২, **২)মনিরা খাতুন** স্বামী সেখ কালাম আলি, সাকিম বৈঁচী আলিপুর, বৈঁচীগ্রাম, পান্ডুয়া, হুগলী-৭১২১৩৫, **৩)নাজিরা খাতুন**, স্বামী সেখ হায়দার আলি, সাকিম নমাজগ্রাম, পান্ডুয়া, হুগলী-৭১২১৪৯, **৪)সামসুন্নাহার** স্বামী সেখ জালাল উদ্দিন, সাকিম সাইবোনা, পান্ডুয়া, হুগলী-৭১২১৪৯, **৫)সামিম সুলতানা** স্বামী সেখ খলিলুর রহমান, সাকিম নমাজগ্রাম, পান্ডুয়া, হুগলী-৭১২১৪৯, মহাশয়াগণ বিগত ইং ২১/১১/২০১৬ তারিখে ডি.এস.আর.-I, হুগলী, চুঁচুড়া, অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত IV-00485/2016 নং আমমোক্তারনামা দলিল মূলে আমাকে (**মহাম্মদ খুরশিদ আলম**, পিতা মহাম্মদ নূর ইসলাম, সাকিম পান্ডুয়া জয়পুর, পান্ডুয়া, হুগলী) ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার নিযুক্ত করেন এবং উক্ত আমমোক্তারনামা বলে আমি বিগত ইং ১১/১১/২০২৫ তারিখে এ.ডি.এস.আর., পান্ডুয়া, হুগলী, অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত I-06038/2025 নং বিক্রয় কোবালা দলিল মূলে সন্ধ্যা তুড়ি, পিতা দিয়াসী তুড়ি, সাকিম পান্ডুয়া জয়পুর, পান্ডুয়া, হুগলী মহাশয়াকে ১২.৩২ শতক সম্পত্তি বিক্রয় করিয়াছি। **তপশীল** – জেলা হুগলী, থানা পান্ডুয়া, মৌজা মটুকপুর, জে.এল. নং ১০৫, হাল এল. আর ৫৭৮, ৩১৫, ৩৯৬, ২৫১, ৫৯৪, ৫৯৫, ৮১, ৪০৫ ও ৬০৪ নং খতিয়ানে, আর.এস. তথা হাল এল. আর ৯৪৬ নং দাগে শালি জমি ষোল আনায় ২৮ শতক তন্মধ্যে ১২.৩২ শতক অত্র বিক্রয় কোবালা দলিলে আমমোক্তারনামা বলে বিক্রয়কৃত সম্পত্তি হইতেছে। এতদ্বারা সকলকে অবগত করা যাইতেছে যে, বর্তমান ক্রেতা **সন্ধ্যা তুড়ি**, পিতা দিয়াসী তুড়ি, মহাশয়া তাহার উক্ত খরিদা সম্পত্তি নিজ নামে নাম পত্তন করিবার জন্য বি.এল এ্যান্ড এল.আর.ও পান্ডুয়া ব্লক অফিসে আবেদন করিয়াছেন/ করিতেছেন। ইহাতে কাহারও কোন আইনানুগ আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রচার হইবার আগামী ১ মাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ঠ অফিসে আপত্তি জানাইতে পারিবেন, অন্যথায় নিয়ম অনুসারে কার্য্য করা হইবে।

ইতি-**মহাম্মদ খুরশিদ আলম (আমমোক্তার)**

আজকের দিনটি কেমন যাবে?

আজ ১১ ই জানুয়ারি, ২৬ শে পৌষ। রবি বার। অষ্টমী তিথি, জন্মে কন্যা রাশি, অষ্টোত্তরী বুধের ও বিংশোত্তরী মঙ্গল র মহাদশা। মৃতে একপাদ দোষ।

মেষ রাশি : নতুন তথ্য পাবেন, যা প্রচারের ফলে সামাজিক সম্মানবৃদ্ধি হবে। দিদি বা শালী সম্পর্কের স্বজন দ্বারা আনন্দবৃদ্ধি। পরিবারে বিবাহ বিষয়ে যে কথা আটকে ছিল, আজ তা পূর্ণতা পাবে। প্রতিবেশীর আচরনে সমস্যা মুক্তি। বিদ্যায় সফলতা। মন্ত্রঃ দেবী দূর্গা চন্ডি পাঠ।

বৃষ রাশি : যে কথাটা বোঝাতে পারেন নি, সেই কথাটা পুনরায় বোঝাতে গিয়েই সমস্যাটা তৈরী হবে। সতর্ক থাকা ভাল। প্রেমিক কিছুতেই আজ প্রেমিকার কথা মানবে না। এ বিষয়ে তার পরিবারের সদস্যদের কথাকেই গুরুত্ব দেবে। বিদ্যার্থীদের শুভ নয়। বাণিজ্যে দুঃশ্চিন্তা বৃদ্ধি। মন্ত্রঃ শিবমন্ত্র।

মিথুন রাশি : দিনটি শুভ হবে। দুই নারীর বুদ্ধির বলে, আপনার কৌশলে আজ সমস্যা মুক্তি। ধৈর্য্য ধরার ফল মিঠা হলো। প্রেমিকের বাড়ির স্বজনরা কথা পাকা করতে পারে। কোন বস্তু বা কৃষি জমি থেকে আয় বৃদ্ধি। মন্ত্রঃ আদ্যাশক্তি দূর্গা মন্ত্র।

কর্কট রাশি : অর্থ বৃদ্ধি হবে। দোকান ব্যাবসায়ীদের জন্যে নতুন পথের সন্ধান উচ্চবিদ্যাযোগে সফলতা। বিদ্যাযোগে শুভ। দেশের বাইরে কাজ করতে থাকা সন্তান বা স্বজনদের থেকে লাভ প্রাপ্তি। লেখক সাংবাদিকদের তথ্য সংগ্রহে প্রভাবশালী ব্যক্তির সহযোগিতা প্রাপ্ত মন্ত্রঃ দেবী কাত্যায়নী মন্ত্র।

সিংহ রাশি : মানুষের সেবা করা, সামাজিক অনুষ্ঠানে অংশ নেওয়া স্বজন পরিজন-বান্ধবদের নিয়ে শুভ চিন্তাকরার ফল আজ সম্মানপ্রাপ্তি শ্বশুর বাড়ির তিন সদস্য আপনার প্রসংশায় পঞ্চমুখ কোন বাস্তু বা কৃষিজমি ক্রয় বিক্রয়ে লাভ প্রাপ্তি। মন্ত্রঃ গণেশমন্ত্র।

কন্যা রাশি : সামাজিক বাতাবরনে আপনার সহযোগিতায় কোন শুভ কাজ সু-সম্পন্ন হবে। বিদ্যালয় নিয়ে সন্তানকে কেন্দ্র করে যে মানসিক দুঃশ্চিন্তা ছিল-তা আজ মিটে যাবে। প্রতিবেশী আচরনে যে মানসিক আঘাত পেয়েছিলেন-আজ আনন্দযুক্ত দিন। মন্ত্রঃ অদ্যাস্তোত্র পাঠ।

তুলা রাশি : সততা শুভত্ব। আনন্দ। বিদ্যাভাগ্য শুভ। অর্থ প্রাপ্তি। বিশেষত যারা পরামর্শদাতা তাদের ধনপ্রাপ্তি। যে ব্যবসায়িক চুক্তি হলে আপনি নিশ্চিন্ত হবেন আজ তার দিন। তবে ঐ বিরুদ্ধ মতের মহিলা থেকে সতর্ক থাকুন। মন্ত্রঃ কালীমন্ত্র।

বৃশ্চিক রাশি : ঘরদোর সাজানো হবে। পরিবারে নতুন গৃহসরঞ্জাম আসবে। ইলেকট্রিক্যাল দ্রব্য দ্বারা দাম্পত্যে খুশীর বাতাবরণ। যিনি পরিবারের বয়জ্যেষ্ঠ তাকে সম্মান প্রদর্শন করলে ঈশ্বর প্রীতি হবেন, তাই আজ আপনার অতীব শশুভ দিন।

ধনু রাশি : বাণিজ্যে অর্থ লাভ। কোন পোষ্য থাকে এতোদিন নিজের সন্তানের মতো ভালবেসে এসেছেন, আজ তার জন্যে সামাজিক সম্মান বৃদ্ধি। বিদ্যার্থীদের জন্যে সুখবর, যারা কর্ম উদ্দেশ্যে প্রতিযোগিতা মূলক পরীক্ষা দিয়েছিলেন-কোন সুখবর প্রাপ্তির দিন আজ মন্ত্রঃ দেবী দূর্গা মন্ত্র।

মকর রাশি : ধৈর্য্য ধরতে হবে-আজ দিনটি মিশ্রনিদ, শুভাশুভ মিত্র। বাড়ি-জমি-বাস্তু কৃষিজমি বিষয়ে কিছু ভাবছেন-তা থেকে ক্ষতির সম্ভাবনা। দাম্পত্যে অশান্তির কারন-তৃতীয় ব্যক্তি। বিদ্যায় অশুভ। মন্ত্রঃ দুর্গামন্ত্র।

কুম্ভ রাশি : প্রতিযোগীতা মূলক পরীক্ষাতে সাফল্য। কর্মের অনুসন্ধানে নতুন রাস্তা। গৃহশান্তি। বাণিজ্যে লাভ। দাম্পত্যে সুখ। মন্ত্রঃ কালীমন্ত্র। অবিবাহিত র বৈবাহিক সম্পর্কের উন্নতি।

মীন রাশি : প্রতাবিত হওয়ার সম্ভাবনা। ইলেকট্রিক্যাল বা মেকানিক্যাল বিষয়ে যারা এক্সপার্ট তাদের যে কাজের গতি এসেছিল আজ তা সমস্যা যুক্ত। যারা মাছের ব্যবসা করেন-তাদের দুঃশ্চিন্তা। মন্ত্রঃ দেবী দুর্গা মন্ত্র।

(লালবাহাদুর শাস্ত্রী র প্রয়াণ দিবস।)

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন গ্রহণ কেন্দ্র

<u>উত্তর ২৪ পরগনা</u>

<u>অ্যাড কানেক্সন</u>

সন্তোষ কুমার সিং
হোম নং -৩, বিএল নং-১৮, মেঘনা মোড়, পোস্ট ও থানা-জগদ্দল, উত্তর ২৪ পরগনা,
ফোন- ৮৩৩৬০ ৮৮৭২১
ইমেইল- adconnexon@gmail.com

<u>এ.এন. বিজ্ঞাপন গ্রহনকেন্দ্র</u>

সেখ আজাহার উদ্দিন, বারাসাত, জেলা- উত্তর ২৪ পরগনা, কলকাতা-৭০০১২৪, **মোঃ- ৯৭৩৩৬৫২৬৩৬**

<u>হুগলি</u>

<u>মা লক্ষ্মী জেরক্স সেন্টার,</u>

সর্বাণী চ্যাটার্জি, ঠিকানা কোটের ধার ওল্ড জেলা পরিষদ, চুঁচুড়া, জেলা হুগলি, পিন: ৭১২১০১, মোঃ ৯৪৩৩১৬৮৯১৮।

<u>জিৎ অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সি,</u>

প্রসেনজিৎ সামন্ত, ঠিকানা- দলুইগাছা, সিঙ্গুর, বন্ধন ব্যাঙ্কের পাশে, জেলা- হুগলী, পশ্চিমবঙ্গ, **মোঃ ৯৮৩১৬৯৯২৪৪**

<u>নদিয়া</u>

<u>টাইপ কর্ণার,</u>

নিরঞ্জন পাল, ঠিকানা : কালেক্টরি মোড়, এসপি বাংলোর বিপরীতে, পোঃ কৃষ্ণনগর, জেলাঃ নদিয়া, পিন: ৭৪১১০১, **মোঃ ৯৪৭৪৩৩৪৯৭৮**

<u>রাজ টেলিকম,</u>

অমিতাভ বিশ্বাস, ঠিকানা: করিমপুর, জেলা নদিয়া, **মোঃ ৯৪৩৪৪২০৬৮৬/ ৯০৯৩৬৮৮৫৩০।**

<u>সুজয়া উদ্যোগ সমুহ,</u>

শ্রীধর অঙ্গন, বাজার রোড, নবদ্বীপ, নদিয়া-৭৪১৩০২, **মোঃ ৯৩৩৩২২০৬৫৯।**

<u>অবসর,</u>

ডি. বালা, চাকদহ, নদিয়া। **মোঃ ৭৪০৭৪৮০১০৮।**

<u>সবিতা কমিউনিকেশন,</u>

প্রোঃ- রুমা দেবনাথ মজুমদার, ৪/১ প্রাচীন মায়াপুর ৩য় লেন, পোস্ট ও থানা- নবদ্বীপ, জেলা- নদীয়া, পিন-৭৪১৩০২, **মো-৮১০১৩ ৭৩৫৮১**

<u>পূর্ব মেদিনীপুর</u>

<u>আইনক্স অ্যাড এজেন্সি</u>

সুরজিৎ মাইতি, পিটপুর, কেশপাট, পূর্ব মেদিনীপুর-৭২১১৩৯, **মোঃ ৯৭৩২৬৬৬০৫২**

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন গ্রহণ কেন্দ্র

উত্তর ২৪ পরগনা
অ্যাড কানেক্সন
সন্তোষ কুমার সিং
হোম নং -৩, বিএল নং-১৮, মেঘনা মোড়, পোস্ট ও থানা-জগদ্দল, উত্তর ২৪ পরগনা,
ফোন- ৮৩৩৬০ ৮৮৭২১
ইমেইল- adconnexon@gmail.com

My client, Shri Biswajit Bairagi, S/o. Late Khokon Bairagi, resident of Vill - Bhatpara Colony, P.O. - Ranpur, P.S. - Sonamukhi, Dist. - Bankura, purchased a land situated in Mouza- Sonamukhi (J.L. No. 85) under Sonamukhi Block, on the basis of the Sale Deed No. 408 dated 15.02.2021, registered at the Sonamukhi A.D.S.R. Office. The land was purchased from the seller Shri Shantibrata Bandyopadhyay through duly appointed Power of Attorney holders Shri Abhisek Bandyopadhyay & Shri Arup Mukherjee under Power of Attorney Deed No. 17 dated 08.03.2016, registered at the Sonamukhi A.D.S.R. Office. The land was purchased in plot no 3695/3961 which is recorded under Khatian No. 2779. Shri Biswajit Bairagi intends to have the said purchased land mutated in his own name. If anyone has any objections regarding this matter, they are hereby requested to approach the Sonamukhi B.L.&L.R.O. Office with proper documents and evidence within 30 days.

ঘোষণা- এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের সত্যতা সম্পর্কে এজেন্ট বা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ কোনওভাবে দায়বদ্ধ নয়।

মাইক্রো অবজার্ভারদের একাংশের বিরুদ্ধে উঠল কাজে গাফিলতির অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: বিশেষ নিবিড় সংশোধনী প্রক্রিয়ায় নিযুক্ত মাইক্রো অবজারভারদের একাংশের বিরুদ্ধে কাজে গাফিলতির অভিযোগ ওঠায় কড়া বার্তা দিল রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের দপ্তর। শনিবার মাইক্রো অবজারভারদের উদ্দেশে জারি করা নির্দেশিকায় বলা হয়েছে, দায়িত্ব পালনে গাফিলতি বরদাস্ত করা হবে না এবং কর্তব্যে অবহেলা প্রমাণিত হলে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

নির্বাচন কমিশনের নির্দেশ অনুযায়ী মাইক্রো অবজারভারদের মূল দায়িত্ব হল; এনুমারেশন ফর্মে ডিজিটাইজড এন্ট্রি যাচাই, ভোটার তালিকার সঙ্গে জন্ম-মৃত্যু নথির তুলনা, যাঁদের নোটিস পাঠানো হয়েছে তাঁদের জমা দেওয়া নথি পরীক্ষা, দাবিদাওয়া ও আপত্তির ক্ষেত্রে দাখিল হওয়া কাগজপত্র যাচাই এবং শুনানির সময় ইলেক্টরের সঙ্গে ইআরও/এইআরও-র যৌথ ছবি তুলে তা নির্দিষ্ট সময়ে আপলোড করা। পাশাপাশি ভোটার তালিকা সংশোধনের সময় কোনও বিচ্যুতি বা অসঙ্গতি ধরা পড়লে তা রিপোর্ট করাও তাঁদের দায়িত্ব বলে জানানো হয়েছে।

কিন্তু নির্বাচন কমিশনের টিম রাজ্যের বিভিন্ন শুনানি কেন্দ্র পরিদর্শনে গিয়ে দেখতে পেয়েছে, বহু জায়গায় মাইক্রো অবজারভাররা নির্ধারিত দায়িত্ব ঠিকভাবে পালন করছেন না। এমনকী শুনানিতে আসা ভোটারদের স্বাক্ষরও যথাযথভাবে যাচাই করা হচ্ছে না বলে রিপোর্ট পাওয়া গিয়েছে বলে বার্তায় উল্লেখ।

এই প্রেক্ষিতে স্পষ্ট নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, মাইক্রো অবজারভারদের তাঁদের নির্ধারিত কাজ অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে পালন করতে হবে। কোনও ধরনের গাফিলতি বা দায়িত্বে অবহেলা ধরা পড়লে শৃঙ্খলামূলক পদক্ষেপ নেওয়া হবে বলেও সতর্ক করা হয়েছে।

প্রশাসনিক মহলের মতে, পশ্চিমবঙ্গে এসআইআর প্রক্রিয়া ঘিরে ইতিমধ্যেই রাজনৈতিক চাপানউতোরের আবহে এই নির্দেশ বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। কমিশনের নির্দেশ মেনে যাচাই ও নজরদারির কাজ 'নিখুঁতভাবে' সম্পন্ন করার বার্তাই দেওয়া হল বলে মনে করছে সংশ্লিষ্ট মহল।

১৬ নম্বর জাতীয় সড়কে তেল ট্যাঙ্কারের লিক থেকে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাগনান: ১৬ নম্বর জাতীয় সড়কের সার্ভিস রোডে শুক্রবার রাতে ভয়ংকর অগ্নিকাণ্ডে তটস্থ ধূলাগড় এলাকা। আচমকাই আগুনের লেলিহান শিখায় ঢেকে যায় গোটা রাস্তা। মুহূর্তের মধ্যে একের পর এক যানবাহন দাউদাউ করে জ্বলতে শুরু করে। প্রত্যক্ষদর্শীদের বর্ণনায়, এ যেন চোখের সামনে আগুনের নদী বয়ে যাচ্ছিল।

স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, বাগনানগামী একটি তেলবাহী ট্যাঙ্কার থেকেই বিপত্তির শুরু। সার্ভিস রোড ধরে যাওয়ার সময় হঠাৎ ট্যাঙ্কার থেকে তেল চুঁইয়ে পড়তে থাকে। সেই লিক হওয়া তেলেই আগুন ধরে যায়। আরও ভয়াবহ হয়ে ওঠে পরিস্থিতি, যখন আগুন লাগার পরও ট্যাঙ্কারটি কিছুটা পথ এগিয়ে যায়। জ্বলন্ত তেল ছড়িয়ে পড়ে রাস্তার উপর, আর তাতেই আগুন গ্রাস করে আশপাশে চলাচল করা গাড়িগুলিকে।

ঠিক সেই সময় রাস্তায় চলছিল একাধিক লরি ও একটি যাত্রীবাহী বাস। আগুনে পুড়ে যায় চারটি লরি এবং একটি বাস। কয়েক মিনিটের মধ্যেই কালো ধোঁয়ায় ঢেকে যায় এলাকা। স্থানীয়দের দাবি, রাত আনুমানিক ন'টা নাগাদ এই ঘটনা ঘটে। আগুনের তীব্রতায় আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে আশপাশের বাড়ি ও দোকানপাটে। মানুষজন ঘর ছেড়ে রাস্তায় বেরিয়ে আসেন।

খবর পেয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছয় সাঁকরাইল থানার পুলিশ ও ট্রাফিক বিভাগ। কিছুক্ষণের মধ্যেই হাজির হয় দমকল বাহিনীর চারটি ইঞ্জিন। দমকল কর্মীরা পরিস্থিতির গুরুত্ব বুঝে একযোগে আগুন নেভানোর কাজে নামেন। প্রায় দেড় ঘণ্টার লড়াইয়ের পর নিয়ন্ত্রণে আসে আগুন। তবে ততক্ষণে বাস ও লরিগুলি সম্পূর্ণ ভস্মীভূত হয়ে যায়।

সৌভাগ্যবশত, এই অগ্নিকাণ্ডে কোনও প্রাণহানির খবর নেই। তবে দীর্ঘক্ষণ সার্ভিস রোডে যান চলাচল সম্পূর্ণ বন্ধ থাকে। পোড়া যানবাহন সরানোর পর ধীরে ধীরে স্বাভাবিক হয় পরিস্থিতি।

স্থানীয় বাসিন্দা সুকান্ত আদর ও বিজলি আরি আতঙ্কের কথা জানিয়ে বলেন, বাইরে বেরিয়ে দেখি পুরো রাস্তা জ্বলছে। একটার পর একটা গাড়ি আগুনে পুড়ছিল। কী করব বুঝে উঠতে পারছিলাম না; ভয়ে বুক ধড়ফড় করছিল। হাওড়া সিটি পুলিশের কমিশনার প্রবীণ কুমার ত্রিপাঠি জানান, তঅয়েল ট্যাঙ্কার থেকেই এই বিপত্তি ঘটে। দ্রুত দমকল পৌঁছনোর ফলে বড় ক্ষতি এড়ানো গেছে। তবে এই ঘটনায় অগ্নি-নিরাপত্তা ব্যবস্থা ও বিপজ্জনক পণ্য পরিবহণের নিরাপত্তা নিয়ে নতুন করে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে।

হ্যালো হেরিটেজ এর কর্ণধার রেশমি চ্যাটার্জির উদ্যোগে আয়োজিত হল ব্লু ডিউস নামক চিত্র প্রদর্শনী। সেরা তিনজনের হাতে পুরস্কার তুলে দিলেন সাসটেক ইঞ্জিনিয়ারিং প্রাইভেট লিমিটেডের ডিরেক্টর শিখা রায়, কল্যাণী মেমোরিয়াল ট্রাস্টের কর্ণধার সুব্রত রায়।

স্বপন সমাদ্দারের নেতৃত্বে ৫৬ নম্বর ওয়ার্ডে বিক্ষোভ মিছিলের আয়োজন। কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার বিরুদ্ধে এক রাশ ক্ষোভ উগরে দিলেন তিনি। শতাধিক মানুষ এই মিছিলে অংশগ্রহণ করেন। উপস্থিত ছিলেন ৫৬ নম্বর ওয়ার্ডের তৃণমুল কংগ্রেস সভাপতি মুকেশ রাউত সহ শতাধিক তৃণমুল কর্মী-সমর্থকরা। স্বপন সমাদ্দারের সঙ্গে কেন্দ্রীয় এজেন্সির বিরুদ্ধে সোচ্চার হন তাঁরাও।

ব্যারাকপুর ক্যান্টনমেন্টে ধোবিঘাট ফেরি পয়েন্টটি নিত্যযাত্রী যেমন পড়ুয়া, চাকরিজীবী ও বয়স্ক মানুষদের জন্য নিত্যদিনের যাতায়তকে মসৃণ করে তুলেছে বহু বছর ধরে। কিন্তু, জেটির পরিকাঠামোর অব্যবস্থা, উন্মুক্ত প্রাপ্ত ও নানা কারণে দুর্ঘটনার ভয় লেগে থাকে নিত্য যাত্রীদের মধ্যে। এরপরই অব্যবস্থার প্রতি ব্যবস্থা নিতে তৎপর প্রশাসন। ৮ জানুয়ারি ২০২৬ সালে ধোবি ঘাট আলিপুরের কলকাতা সার্কেলের প্রতিরক্ষা কর্মকর্তার কার্যালয়ে হস্তান্তর হল। কাজটি সম্পন্ন হয় সৌরভ রায়, প্রিন্সিপাল ডিরেক্টর ডিফেন্স এস্টেট, ইস্টার্ন কমান্ড ও কে ভি নাগী রেড্ডি, ডিরেক্টর ডিফেন্স এস্টেট, ইস্টার্ন কমান্ডের উপস্থিতিতে। পরবর্তীকালে, ৯ জানুয়ারি জেটির চাবি আনুষ্ঠানিকভাবে ব্যারাকপুরের ক্যান্টনমেন্ট বোর্ডের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা মিসেস জ্যোতি কাপুর, আইডিইএস, ডব্লিউবিটিআইডিসির অনুমোদিত প্রতিনিধিদের হাতে তুলে দেন। খুব তাড়াতাড়ি মেরামতি ও সংস্কার করে ব্যারাকপুরের ধোবিঘাট জেটি একটি নিরাপদ, কার্যকরী এবং যাত্রী-বান্ধব অবস্থায় পরিণত করা হবে, যা ফেরি ব্যবহারকারীদের জন্য অত্যন্ত প্রয়োজনীয়।

ভক্তদের ভিড়ে বেলুড় মঠে পালিত বিবেকানন্দের ১৬৪তম জন্মজয়ন্তী

নিজস্ব প্রতিবেদন, বেলুড়: শনিবার, বেলুড় মঠে পালিত হল মহান শান্তি ও প্রেরণার প্রতীক স্বামী বিবেকানন্দের ১৬৪তম জন্মজয়ন্তী। ভক্ত ও সাধকদের উপস্থিতিতে মঠ চত্বরে সকাল থেকে ভিড় লেগেছিল, সবাই শ্রদ্ধা ও অনুপ্রেরণায় আত্মবিস্মৃত হয়ে অনুষ্ঠানকে উপভোগ করছিলেন। সকালে ৮টা থেকে শুরু হয় 'বিবেকানন্দ গীতি' পরিবেশন। মঠের সন্ন্যাসী ও ব্রহ্মচারীরা গান পরিবেশন করলে ভক্তরা হাত জোড় করে শ্রদ্ধা জানান। ৯০৫-৯৫০ পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হয় 'কঠোপনিষদ' পাঠ। ১০টা থেকে 'গীতি-আলেখ্য' অনুষ্ঠান বন্ধু বিবেকানন্দ-এ ডঃ উৎসব দাসের কণ্ঠে সঙ্গীত পরিবেশন এবং শ্রী কোরক বসুর ব্যাখ্যা ভক্তদের হৃদয় স্পর্শ করে।

সকাল ১১টা থেকে তাবলা রসিক পরিবেশন, ১২২০-১২০ পর্যন্ত ক্লাসিক্যাল গান এবং ১৩০, ২৫০ পর্যন্ত গ্রোড রসিক পরিবেশনে ভক্তেরা আত্মরসের আনন্দ উপভোগ করেন। বিকেল ৩টায় ধর্মসভা অনুষ্ঠিত হয়, আলোচনার বিষয় বিবেকানন্দের জীবন ও শিক্ষন, বক্তৃতা দেন স্বামী সুপর্ণানন্দ ও স্বামী কৃষ্ণনাথানন্দ।

সন্ধ্যায় শ্রী শ্রী গুরুমহারাজ মন্দিরে আরতি হয়। ভক্তরা প্রদীপ হাতে দাঁড়িয়ে প্রার্থনা করেন। ৬৬৷ ৩০ থেকে স্বামীজির মন্দিরে অনুষ্ঠিত হয় ভজন, যেখানে সবাই একসঙ্গে গান গেয়ে আত্মার মিলন ঘটান। এই জন্মতিথি কেবল উদযাপন নয়;ভক্তদের উপস্থিতি ও আন্তরিক শ্রদ্ধায় বেলুড় মঠের পরিবেশ আলোকিত হয়ে উঠল এবং বাংলার মননে উজ্জ্বল হল বিবেকানন্দের অমর প্রেরণা।

পরিচ্ছন্নতাই আমাদের প্রাধান্য—ছবির মাধ্যমে ময়দান পরিষ্কার রাখার বার্তা।

শ্যামনগর পিনকলে আগুনে ভস্মীভূত দোকান-সহ একটি বাস: বিধ্বংসী আগুনে ভস্মীভূত হয়ে গেল একটি দোকান-সহ একটি বাসও। শনিবার সন্ধেতে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডের ঘটনাটি ঘটেছে নোয়াপাড়া থানার গারুলিয়া পুরসভার ১২ নম্বর ওয়ার্ডের শ্যামনগর পিনকল এলাকায়। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, ঘোষপাড়া রোডের ধারে থাকা গাড়ির সিট কভার তৈরির একটি দোকানে আচমকা আগুন লাগে।আগুনের তীব্রতা এতটাই ছিল, সেই আগুন মুহূর্তের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে। দোকানের পাশে দাঁড়িয়ে থাকা একটি বাসেও আগুন ধরে যায়। দাউদাউ করে দোকান ও বাস জ্বলতে থাকে।

পেটের দায়ে ভিন রাজ্যে, ভোটাধিকার কেড়ে নেওয়া চলবে না, কমিশনে দাবি তৃণমূলের

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: রাজ্যের পরিযায়ী শ্রমিকদের হয়ে দৃঢ় প্রতিবাদের সুর তুলে আজ পশ্চিমবঙ্গের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের দপ্তরে হাজির হল শাসকদলের এক প্রতিনিধি দল। দৈনিক মজুরিতে কাজ করা নির্মাণশ্রমিক, কারখানার সহকারী, গৃহকর্মী; যাঁরা জীবিকার তাগিদে ঘরছাড়া, তাঁদের সমস্যার কথা স্পষ্ট ভাষায় তুলে ধরা হয়।

প্রতিনিধি দলের বক্তব্য, এই শ্রমিকরা স্বেচ্ছায় রাজ্যের বাইরে যাননি। বেঁচে থাকার লড়াই-ই তাঁদের বাধ্য করেছে। অথচ এসআইআর শুনানির জন্য গ্রামে ফিরতে বলা মানে তাঁদের জীবনে নেমে আসছে চরম বিপর্যয়। কয়েক দিনের অনুপস্থিতিতে মজুরি বন্ধ, কাজ হারানোর আশঙ্কা, পরিবারের উপর বাড়তি আর্থিক চাপ; সব মিলিয়ে তাঁদের অস্তিত্বই বিপন্ন হচ্ছে।

এই বাস্তবতার কারণেই বহু শ্রমিক শুনানিতে হাজির হতে পারছেন না। কিন্তু সেই অনুপস্থিতিকেই অজুহাত করে তাঁদের ভোটার তালিকা থেকে বাদ দেওয়ার চেষ্টা হচ্ছে বলে অভিযোগ। প্রতিনিধি দলের স্পষ্ট বার্তা, সৎ উপার্জনের শাস্তি কখনও ভোটাধিকার কেড়ে নেওয়া হতে পারে না।

নেতৃত্বের প্রসঙ্গ টেনে জানানো হয়, মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশে এই লড়াই চলবে আইনি পথে, রাজনৈতিক ময়দানে ও নৈতিক অবস্থানে। তাঁদের দাবি, যে হাত দেশ গড়ে, সেই হাতের নাম ভোটার তালিকা থেকে মুছে যেতে দেওয়া হবে না।

একদিন আমার শহর

কলকাতা, ১১ জানুয়ারি ২০২৬, ২৬ পৌষ ১৪৩২, রবিবার

এসআইআর প্রক্রিয়ায় আরও কড়া নজর

ফের ৪ জন রোল অবজার্ভারকে নিয়োগ

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: এসআইআর নিয়ে কোনও ঢিলেমি নয়; এই বার্তাকেই সামনে রেখে পশ্চিমবঙ্গে স্পেশ্যাল ইনটেনসিভ রিভিশন প্রক্রিয়ার ওপর নজরদারি আরও শক্ত করল জাতীয় নির্বাচন কমিশন। কমিশনের সিদ্ধান্তে রাজ্যের জন্য চারজন সিনিয়র আইএএস আধিকারিককে 'বিশেষ রোল অবজারভার' হিসেবে নিয়োগ করা হয়েছে। প্রাথমিক ভাবে এই নিয়োগ শুধুমাত্র পশ্চিমবঙ্গকেন্দ্রিক বলেই কমিশন সূত্রে খবর।

বিশেষ রোল অবজারভার হিসেবে যাঁদের নিয়োগ করা হয়েছে, তাঁরা হলেন; যুব বিষয়ক ও ক্রীড়া মন্ত্রকের ডিরেক্টর সন্দীপ রেওয়াজি রাঠোর, ত্রিপুরার জনগণনা অধিকর্তা রতন বিশ্বাস, জাতীয় স্বাস্থ্য কর্তৃপক্ষের ডেপুটি সেক্রেটারি ড. শৈলেশ ও সামাজিক ন্যায় ও ক্ষমতায়ন মন্ত্রকের ডিরেক্টর বিকাশ সিং।

ইতিমধ্যেই রাজ্যে এসআইআর তদারকির দায়িত্বে রয়েছেন বিশেষ রোল অবজারভার সুব্রত গুপ্ত। তাঁর সঙ্গে সমন্বয় রেখে নতুন নিযুক্ত চার আধিকারিক এসআইআর-এর আওতায় জমা পড়া নথিপত্রের খুঁটিনাটি যাচাইয়ের দায়িত্ব পালন

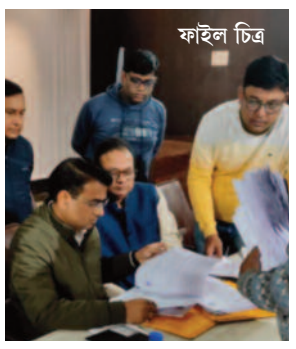

করবেন। কমিশন সূত্রের বক্তব্য, নথি যাচাইই এই পর্যায়ের সবচেয়ে সংবেদনশীল দিক।

জানা যাচ্ছে, সামাজিক সুরক্ষা মন্ত্রক, ক্রীড়া মন্ত্রক, ত্রিপুরার সেন্সাস অপারেশন ডিরেক্টরের দপ্তর এবং জাতীয় স্বাস্থ্য কর্তৃপক্ষ; এই চার কেন্দ্রীয় সংস্থা থেকে আধিকারিকদের আনা হয়েছে। বিশেষজ্ঞদের মতে, এসআইআর প্রক্রিয়ায় যে নথিগুলি যাচাই হচ্ছে, তার বড় অংশই এই দপ্তরগুলির সঙ্গে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভাবে যুক্ত। তাঁরা পশ্চিমবঙ্গের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের দপ্তরে অবস্থান করবেন এবং দাবিদাওয়া ও আপত্তি নিষ্পত্তি থেকে শুরু করে চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশ পর্যন্ত পুরো প্রক্রিয়া নজরদারি করবেন বলে নির্দেশে জানানো হয়েছে। এর আগে দফায় দফায় পশ্চিমবঙ্গে এসআইআর প্রক্রিয়ার উপর নজরদারি চালানোর জন্য একজন বিশেষ রোল অবজারভার সহ ১৮ জন রোল অবজারভারকে নিয়োগ করা হয়েছিল।

কমিশন সূত্রের ব্যাখ্যা, অভিজ্ঞতা ও দপ্তরগত দক্ষতাকে কাজে লাগিয়েই নথি পরীক্ষায় স্বচ্ছতা নিশ্চিত করাই লক্ষ্য। প্রশাসনিক মহলের মতে, এই নিয়োগ স্পষ্ট করছে; পশ্চিমবঙ্গে এসআইআর নিয়ে নির্বাচন কমিশন এবার এক চুলও ছাড় দিতে নারাজ।

ঋণ পাইয়ে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়ে প্রতারণা, যাদবপুরে গ্রেপ্তার ভিনরাজ্যের ৫

নিজস্ব প্রতিবেদন, যাদবপুর: প্রধানমন্ত্রী মুদ্রা যোজনা (পিএমএমওয়াই)-র অধীনে ঋণ পাইয়ে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়ে প্রতারণার অভিযোগ উঠল। এই ঘটনায় পূর্ব যাদবপুরে পাঁচ জনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, ধৃতেরা কর্নাটক এবং বিহার থেকে এসেছেন। পূর্ব যাদবপুরের নিতাইনগরের একটি আবাসনে তল্লাশি চালিয়ে শুক্রবার তাঁদের গ্রেপ্তার করা হয়েছে। শনিবার তাঁদের আদালতে হাজির করানো হয়েছে।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, ধৃতদের নাম অমিত খান, রথীন সিডি, মহম্মদ নাজিমুদ্দিন সিদ্দিকি, বিশাল শিন্দে, মধুসূদন এইচআর। অমিত বিহারের বাসিন্দা। বাকি চার জন কর্নাটকের বাসিন্দা। তাঁরা পূর্ব যাদবপুরের এক আবাসনে থাকছিলেন। সেখান থেকে তাঁদের গ্রেপ্তার করার পাশাপাশি আটটি স্মার্টফোন এবং ছ'টি কিপ্যাড মোবাইল বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। অভিযুক্তদের শনিবার আদালতে পেশ করা হয়। ধৃতদের বিরুদ্ধে তথ্যপ্রযুক্তি আইন ও ভারতীয় ন্যায় সংহিতার বিভিন্ন ধারা যুক্ত করে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

ধৃতদের নিশানা ছিল মূলত ছোট ব্যবসায়ীরা। পুলিশ জানিয়েছে, ছোট ব্যবসায়ীদের কেন্দ্রীয় সরকারি যোজনায় ঋণ পাইয়ে দেওয়ার নামে প্রতারণা করতেন। ৭ জানুয়ারি পূর্ব যাদবপুর থানায় একটি অভিযোগ দায়ের হয়। তার তদন্তে নেমে পুলিশ পাঁচজনকে গ্রেপ্তার করে।

প্রধানমন্ত্রী মুদ্রা যোজনায় উদ্যোক্তারা ২০ লক্ষ টাকা পর্যন্ত ঋণ পেতে পারেন। তবে শর্ত হল, সেই উদ্যোক্তাকে 'তরুণ' ক্যাটাগরিতে নেওয়া পূর্বতন ঋণ শোধ করে দিতে হবে।

জগদ্দলের উচ্ছেগড়ে বিজেপি কর্মীর বাইকে আগুন

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: জগদ্দল বিধানসভা কেন্দ্রের কাউগাছি-২ গ্রাম পঞ্চায়েতের ১ নম্বর সংসদের উচ্ছেগড়ে ৭৭ নম্বর পার্টের বিজেপির বুথ সভাপতি সুজিত বিশ্বাসের বাড়িতে অগ্নিসংযোগের চেষ্টার অভিযোগ উঠেছে। এমনকী বিজেপির বুথ সভাপতি তথা বুথ লেভেল এজেন্ট সুজিত বিশ্বাসের মোটর বাইকেও আগুন লাগানো হয়েছে। অভিযোগের তির তৃণমূল আশ্রিত দুষ্কৃতীদের দিকেই। শুক্রবার মধ্যরাতের ঘটনা। দুষ্কৃতী তাণ্ডবে নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছেন ওই বিজেপি কর্মীর পরিবার। অভিযোগের ভিত্তিতে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে বাসুদেবপুর থানার পুলিশ। বিজেপির বুথ সভাপতি সুজিত বিশ্বাস জানান, তাঁর ভাইপো পাপাই বিশ্বাস রাত দুটো নাগাদ শৌচালয়ে যাওয়ার জন্য বাইরে বেরিয়েছিল। তখন ভাইপো দেখে মোটর বাইকটি দাউ দাউ জ্বলছে। তাছাড়া উঠোন-সহ একটা ঘরের চারপাশে পেট্রোল ছিটিয়ে আগুন লাগিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করা হয়। সেই ঘরে তাঁর বাবা-মা ও ভাই ঘুমিয়ে ছিলেন। সুজিত বাবুর অভিযোগ, স্থানীয় পঞ্চায়েত সদস্য শেখ বাবন তাঁদের জীবন্ত পুড়িয়ে মারার পরিকল্পনা করেছিল। কিন্তু ভাইপো বাইরে বেরনোয় তাঁরা প্রাণে বেঁচে গেছেন। সক্রিয় দলীয় কর্মীর বাইকে আগুন লাগানোর খবর পেয়ে শনিবার বেলায় তাঁর বাড়িতে আসেন বিজেপির ব্যারাকপুর জেলার সহ-সভাপতি প্রিয়াঙ্গু পান্ডে। তিনি বলেন, পরিকল্পনা মাফিক তাঁর দলের বুথ সভাপতির বাড়িতে আগুন লাগানোর চেষ্টা করা হয়েছে। যেহেতু সুজিত বিশ্বাস দলের সক্রিয় কর্মী। সেহেতু তাঁর বাড়িতে অগ্নিসংযোগের চেষ্টা করা হয়েছে। স্থানীয় পঞ্চায়েত সদস্য শেখ বাবন মাঝে-মধ্যেই ওকে ধমকাতো, চমকাতো। প্রিয়াঙ্গু জানান, প্রথমে ওর বাইকে আগুন লাগায়। তারপর বাইকের পেট্রোল বাড়ির চারপাশে ছিটিয়ে আগুন লাগানোর চেষ্টা করা হয়। তাঁর দাবি, বাংলাদেশের কায়দায় সনাতনীদের ওপর এখানেও আক্রমণ চলছে। পুরো পরিবারকে জ্বালিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করা হয়েছিল। যদিও জগদ্দলের বিধায়ক সোমনাথ শ্যামের দাবি, বিজেপির অভিযোগ ঠিক নয়।

নাবালক ভাইপোকে কুপিয়ে খুনের অভিযোগে ধৃত কাকা

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: নাবালক ভাইপোকে কুপিয়ে খুনের অভিযোগে ধৃত কাকা। চাঞ্চল্যকর ঘটনাটি ঘটেছে শুক্রবার গভীর রাতে মোহনপুর থানার শিউলি গ্রাম পঞ্চায়েতের ব্যারাকপুর দেবপুকুর নতুনপাড়া এলাকায়। নিহতের নাম ছট্টু বাল্মীকি (১৬)। মোহনপুর থানার পুলিশ পৌঁছে ভাইপো খুনে অভিযুক্ত সুন্দর বাল্মীকিকে গ্রেপ্তার করেছে। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, মদ্যপ অবস্থায় বাড়ি ফিরে প্রায়শই সুন্দর বাল্মীকি তাঁর স্ত্রীদ্দ সঙ্গে ঝামেলা করত। শুক্রবার রাতেও মদ্যপান করে বাড়িতে এসে স্ত্রীর সঙ্গে অশান্তি শুরু করে সুন্দর। কাকা-কাকিমার ঝামেলা ঠেকাতে আসরে নামে ভাইপো। অভিযোগ, সুন্দর ছুরি দিয়ে তাঁর ভাইপোকে এলোপাথাড়ি কোপ মারেন। রক্তাক্ত অবস্থায় ছট্টুকে উদ্ধার করে ব্যারাকপুর বিএন বোস হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসকরা মৃত বলে ঘোষণা করে। পুলিশ ভাইপো খুনে অভিযুক্ত সুন্দর বাল্মীকিকে গ্রেপ্তার করেছে। ধৃতের স্ত্রী পূজা বাল্মীকি জানান, মদ্যপ অবস্থায় ঘরে ঢুকে তাঁর স্বামী ঝামেলা করছিল। স্বামীর হাতে ধারালো ছুরি দেখে তিনি ভয়ে চিৎকার শুরু করেন। চিৎকার শুনে তাঁর জায়ের ছেলে ছট্টু ছুটে আসে। স্বামীর ছুরির আঘাতে ছট্টুর মৃত্যু হয়েছে। মৃতের পড়শি প্রমোদ শর্মা জানান, রাতে তাঁরা ঘুমিয়েছিলেন। চিৎকার, চেঁচামেচি শুনে তাঁর ছেলে ঘর থেকে বেরিয়ে দেখে ছট্টু রক্তাক্ত অবস্থায় লুটিয়ে পড়ে রয়েছে। তৎক্ষণাৎ ওঁকে টোটো করে হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসকরা মৃত বলে ঘোষণা করে। আর সুন্দর বাল্মীকিকে পুলিশ ধরে নিয়ে যায়।

বাগবাজারে আয়োজিত পৌষ কালীপুজোয় ৫৬৭ রকমের ভোগ পরিবেশন করা হল, যা এক কথায় রেকর্ড।
ছবি: অদিতি সাহা

'এ শুধু পশ্চিমবঙ্গ নয়, গোটা ভারতের ছবি'

তৃণমূলের শাসনে সংখ্যালঘু নিরাপত্তা নিয়ে তীব্র তোপ শমীকের

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: পশ্চিমবঙ্গের পরিস্থিতিকে সামনে রেখে তৃণমূল কংগ্রেসকে কড়া ভাষায় আক্রমণ করলেন বিজেপি সাংসদ শমীক ভট্টাচার্য। তাঁর দাবি, এটা শুধুই পশ্চিমবঙ্গের ছবি নয়, আজকের ভারতেরও প্রতিচ্ছবি। শমীক অভিযোগ করেন, রাজ্যে সংখ্যালঘুদের নিরাপত্তা ক্রমশ ভেঙে পড়ছে। তাঁর কথায়, যে নিরাপত্তা এক সময় ছিল, আজ তা নেই। মুসলিমদের জীবন-জীবিকা আজ অনিশ্চিত। সাম্প্রতিক রাজনৈতিক হত্যাকাণ্ডের পরিসংখ্যান তুলে ধরে তিনি বলেন, গত কয়েক বছরে রাজ্যে যেভাবে হিংসা বেড়েছে, তা গণতন্ত্রের পক্ষে ভয়াবহ সংকেত।

তাঁর বক্তব্যে উঠে আসে সিবিআই প্রসঙ্গও। শমীক বলেন, একদিকে সিবিআই তদন্ত বন্ধ করার কথা বলা হচ্ছে, অন্যদিকে অপরাধের দায় এড়াতে কেন্দ্রকে দোষারোপ করা হচ্ছে। তাঁর অভিযোগ, রাজ্য সরকার তদন্তে সহযোগিতা না করে পরিস্থিতিকে আরও জটিল করে তুলছে।

শাসকদলের বিরুদ্ধে আরও

এক ধাপ এগিয়ে শমীকের কটাক্ষ, মানুষ বলছে, মুসলিমদের খুন করা হচ্ছে, অথচ সরকার নির্বিকার। এই অবস্থাকে তিনি 'ভয় ও অনিশ্চয়তার রাজনীতি' বলে আখ্যা দেন।

সবশেষে শমীক ভট্টাচার্যের মন্তব্য, প্রতিটি পরিবার আজ নিজের ভবিষ্যৎ নিয়ে শঙ্কিত। রাজ্যের শাসনব্যবস্থা মানুষের হাতে নয়, ভাগ্যের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে। তাঁর এই বক্তব্য ঘিরে রাজনৈতিক মহলে নতুন করে বিতর্ক তীব্র হয়েছে।

ভোট নিজের বাড়িতেই, শহুরে অনীহা ভাঙতে হাইরাইজে বুথের ছক কমিশনের

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: বহু টালবাহানার অবসান ঘটিয়ে ২০২৬ সালের বিধানসভা নির্বাচনের আগেই রাজ্যের একাধিক বহুতল আবাসনে পোলিং বুথ বসানোর পথে হাঁটল নির্বাচন কমিশন। শহর ও শহরতলির ভোটারদের বুথমুখী করতেই এই অভিনব সিদ্ধান্ত বলে জানাচ্ছে মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের দপ্তর। সরকারি সূত্রের খবর, রাজ্যের সাতটি জেলায় মোট ৬৯টি হাইরাইজ আবাসনে ভোটকেন্দ্র তৈরি হবে, যেখানে প্রত্যেকটিতে ভোটারের সংখ্যা ৩০০-র বেশি।

দপ্তরের তালিকা অনুযায়ী, দক্ষিণ কলকাতায় মাত্র দু'টি, উত্তর কলকাতায় আটটি, দক্ষিণ ২৪ পরগনায় ২৫টি, উত্তর ২৪ পরগনায় ২২টি, হাওড়ায় চারটি, পূর্ব বর্ধমানে তিনটি এবং হুগলিতে পাঁচটি আবাসনে বুথ বসছে। কমিশনের এক আধিকারিকের কথায়, বহুতলে থাকা ভোটারদের সুবিধার জন্যই এই উদ্যোগ। অন্য বুথের মতোই পরিকাঠামো ও নিরাপত্তা থাকবে।

৩০ ডিসেম্বর ডেপুটি নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ ভারতীর নেতৃত্বে ডিইও-দের সঙ্গে বৈঠকে আবাসন কর্তৃপক্ষের সঙ্গে সমন্বয়ের নির্দেশ দেওয়া হয়। যদিও বহু আবাসন আগ্রহ দেখায়নি। দক্ষিণ কলকাতায় সবচেয়ে কম আবেদন ঘিরে প্রশ্ন উঠলেও কমিশনের বক্তব্য, আবেদন জানানোর সময় এখনও রয়েছে।

উল্লেখযোগ্যভাবে, শহর কলকাতায় ভোটের হার বরাবরই কম; প্রায় ৫৫ শতাংশের আশপাশে। প্রচারেও ফল মেলেনি। সেই ব্যর্থতার ছক ভাঙতেই এবার কমিশনের কৌশল;ভোট দিতে আর বেরোতে হবে না, বুথ আসবে ভোটারের আবাসনেই।

বিধাননগর পুলিশ কমিশনারেটের সামনে বিক্ষোভ বিজেপি যুব মোর্চার নেতা-কর্মীদের

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: আই প্যাকের অফিসে ইডির অভিযান ঘিরে বৃহস্পতিবার যে পরিস্থিতি তৈরি হয়েছিল, সেখানে বিধাননগর পুলিশের ভূমিকা নিয়ে সরব হলেন বিজেপির বিধাননগরের যুব মোর্চার নেতা-কর্মীরা। শনিবার বেলায় বিধাননগর পুলিশ কমিশনারেটের সামনে বিক্ষোভ দেখানো হয়। গঙ্গার জল ছিটিয়ে পুলিশ প্রশাসনের প্রতীকী শুদ্ধিকরণ করেন যুব মোর্চার কর্মীরা। এর পরে তাঁরা পুলিশের কাছে স্মারকলিপি জমা দেন। তাঁদের অভিযোগ, ইডি বৃহস্পতিবার যে তদন্তে আই প্যাকের অফিসে গিয়েছিল, সেখানে খোদ রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় চলে গিয়েছিলেন। যদিও তিনি জানিয়েছিলেন, দলের সুপ্রিমো হিসেবে তিনি সেখানে গিয়েছিলেন। তা হলে সেখানে বিধাননগর পুলিশ থেকে ডিজির কী কাজ ছিল। পুলিশ প্রশাসনের ভূমিকা নিয়ে সরব হয়ে তাঁরা শুদ্ধিকরণের ডাক দিয়েছেন।

'যতই হোক হামলা, আবার জিতবে বাংলা'

প্রতিরোধের সুরে প্রকাশ্যে এল নয়া প্রচারসংগীত

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: 'আবার জিতবে বাংলা', এই আহ্বানকে কেন্দ্র করেই প্রকাশ্যে এল শাসকদলের নতুন প্রচারসংগীত। গোটা বাংলার প্রতিটি প্রান্তে আগুন জ্বালাতে তৈরি এই গানকে ঘিরে রাজনৈতিক মহলে ইতিমধ্যেই শুরু হয়েছে চর্চা। প্রচার শিবিরের বক্তব্য, এই গান শুধু সুর বা শব্দের সমাহার নয়, এটাই বাংলার মাটির স্পন্দন, প্রতিবাদের হৃদস্পন্দন। গানের প্রতিটি লাইনে ধরা পড়েছে বাংলার অদম্য মনোবল, ষড়যন্ত্র ও আক্রমণের বিরুদ্ধে একসঙ্গে রুখে দাঁড়ানোর দৃঢ় প্রত্যয়।

দলের তরফে দাবি করা হয়েছে, এই সুরই লক্ষ লক্ষ কণ্ঠের আওয়াজ; যাদের চুপ করানো যায় না, ভাঙা যায় না। এটা অহংকারের সংগীত, লড়াইয়ের ঘোষণা, মা-মাটি-মানুষের কণ্ঠস্বর, বলেই তুলে ধরা হচ্ছে এই গানকে। গানের কেন্দ্রীয় বার্তা স্পষ্ট; যতই করো হামলা, আবার জিতবে বাংলা। রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে, ভোটের ময়দানে নামার আগে এই সংগীত শাসকদলের আবেগী ও আক্রমণাত্মক বার্তাকে আরও এক ধাপ এগিয়ে দিল। বাংলার আত্মসম্মান, প্রতিরোধ আর জয়ের প্রত্যয়; সবই এক সুতোয় বাঁধা এই প্রচারসংগীতে।

শীতে ভাটা পড়লেও তাপমাত্রা ১১ ডিগ্রির ঘরে

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: গত কয়েকদিনে যে হাড়কাঁপানো ঠান্ডা পেয়েছে শহরবাসী, তাতে যেন কিছুটা ভাটা পড়েছিল। শনিবার সকালে কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা রেকর্ড হয়েছে ১১.৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস। গত কয়েকদিনের থেকে তাপমাত্রা কিছুটা বৃদ্ধি পেলেও, এখনও স্বাভাবিকের তুলনায় ২.৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস কম রয়েছে সর্বনিম্ন তাপমাত্রা। তীব্রতা কমলেও এখনও শীতের আমেজ রয়েছে কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গে।

কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গের একাধিক জেলায় শনিবার সকালেও শীতের আমেজ বেশ ভালোই অনুভূত হয়েছে। পরে রোদ ঝলমলে পরিষ্কার আকাশের দেখা মিলেছে। উত্তরবঙ্গে আগামী কয়েকদিন শীতের অনুভূতি তীব্র থাকবে। কোচবিহার, উত্তর ও দক্ষিণ দিনাজপুরে ঠান্ডার অনুভূতি উল্লেখযোগ্য ভাবে কম থাকবে। দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি, কোচবিহার ও উত্তর দিনাজপুর-সহ উত্তরের ৪ জেলায় ঘন কুয়াশার সতর্কবার্তা রয়েছে। আলিপুর আবহাওয়া দপ্তর জানিয়েছে, আপাতত কয়েক দিন আবহাওয়া এমনই থাকবে। উত্তুরে হাওয়া অবাধে প্রবেশ করছে রাজ্যে। কোথাও বৃষ্টির সম্ভাবনাও নেই। ফলে জাঁকিয়ে শীত অনুভূত হচ্ছে সর্বত্র। সেই সঙ্গে রয়েছে কুয়াশার দাপট। গত মঙ্গলবার কলকাতায় তাপমাত্রা ১০ ডিগ্রির ঘরে নেমেছিল। তারপর পারদ কিছুটা চড়লেও শীতে ঘাটতি নেই। বৃহস্পতিবার ১১ ডিগ্রির ঘরে থাকার পর শুক্রবার কিছুটা বেড়ে শহরের সর্বনিম্ন তাপমাত্রা হয়েছিল ১২.১ ডিগ্রি সেলসিয়াস। তবে শনিবার ফের পারদ নিম্নমুখী হয়। শহরের সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ফের পৌঁছে গিয়েছে ১১.৫ ডিগ্রি সেলসিয়াসে, স্বাভাবিকের চেয়ে যা ২.৫ ডিগ্রি কম। এছাড়া, শুক্রবার শহরের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা হয়েছিল ২২.৬ ডিগ্রি সেলসিয়াস, স্বাভাবিকের চেয়ে ২.১ ডিগ্রি কম।

রাজ্যের সর্বত্র কুয়াশার সতর্কতা রয়েছে। দক্ষিণবঙ্গের জেলাগুলিতে সকালের দিকে হালকা থেকে মাঝারি কুয়াশা থাকতে পারে। তার জন্য দৃশ্যমানতা কমতে পারে ৯৯৯ মিটার

থেকে ২০০ মিটার পর্যন্ত। কোনও কোনও জেলায় বেলা পর্যন্ত কুয়াশার পূর্বাভাস রয়েছে। তবে উত্তরবঙ্গে ঘন কুয়াশার সতর্কতা জারি করা হয়েছে। হাওয়া অফিস জানিয়েছে, দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি, কোচবিহার এবং উত্তর দিনাজপুরে কুয়াশার কারণে দৃশ্যমানতা ১৯৯ মিটার থেকে ৫০ মিটারে নেমে আসতে পারে।

গত সপ্তাহেও দার্জিলিঙে হালকা বৃষ্টি এবং তুষারপাতের সম্ভাবনা ছিল। আপাতত তা নেই। রাজ্যের সর্বত্র শুকনো আবহাওয়া থাকবে। আগামী সাতদিন উত্তর বা দক্ষিণবঙ্গের কোথাও রাতের তাপমাত্রায় বড় কোনও পরিবর্তনের সম্ভাবনা নেই।

দক্ষিণ-পশ্চিম বঙ্গোপসাগরের উপর একটি গভীর নিম্নচাপ রয়েছে। তা গত ২৪ ঘণ্টায় ক্রমশ উত্তর-পশ্চিম দিকে এগিয়েছে। শনিবার বিকেলের দিকে এই নিম্নচাপ শ্রীলঙ্কার উপকূল দিয়ে স্থলভাগে প্রবেশ করবে। পশ্চিমবঙ্গের উপর তার সরাসরি কোনও প্রভাব পড়ছে না। হাওয়া অফিস জানিয়েছে, আগামী কয়েক দিন পশ্চিমবঙ্গের জেলাগুলিতে তাপমাত্রা স্বাভাবিকের চেয়ে দুই থেকে তিন ডিগ্রি নীচে থাকবে।

চলতি মরশুমে শুরু থেকেই শীতে দাপট দেখাচ্ছে দক্ষিণবঙ্গ। দক্ষিণের একাধিক জেলার তাপমাত্রা উত্তরবঙ্গের চেয়েও নেমে যাচ্ছে। দার্জিলিং ছাড়া উত্তরের বাকি সব শহরকেই টেক্কা দিচ্ছে দক্ষিণের ঠান্ডা। শনিবার দার্জিলিঙের সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ৩.২ ডিগ্রি সেলসিয়াস, রাজ্যে সর্বনিম্ন। তবে তার পরে সর্বনিম্ন তাপমাত্রার তালিকায় আর উত্তরের কেউ নেই। রয়েছে বীরভূমের শ্রীনিকেতন। শনিবার সেখানে পারদ নেমেছে ৬.৬ ডিগ্রিতে। এছাড়াও একাধিক জেলায় তাপমাত্রা ১০ ডিগ্রির নীচে রয়েছে। কল্যাণীতে ৭.৭ ডিগ্রি সেলসিয়াস, বাঁকুড়ায় ৭.২ ডিগ্রি সেলসিয়াস, বর্ধমানে ৮.৬ ডিগ্রি সেলসিয়াস, কলাইকুণ্ডায় ৮.৬ ডিগ্রি সেলসিয়াস, আসানসোলে ৮.৮ ডিগ্রি সেলসিয়াস, বহরমপুরে ৮.৬ ডিগ্রি সেলসিয়াস, সিউড়িতে ৮.২ ডিগ্রি সেলসিয়াস, উলুবেড়িয়ায় ৯ ডিগ্রি সেলসিয়াস, দিঘায় ৯ ডিগ্রি সেলসিয়াস, কাঁথিতে ৯ ডিগ্রি সেলসিয়াস, পানাগড়ে ৯.৪ ডিগ্রি সেলসিয়াস, পুরুলিয়ায় ৯.৪ ডিগ্রি সেলসিয়াস, ব্যারাকপুরে ৯.৮ ডিগ্রি সেলসিয়াস, ঝাড়গ্রামে ৯ ডিগ্রি সেলসিয়াস, ক্যানিংয়ে ১০.৪ ডিগ্রি সেলসিয়াস, কৃষ্ণনগরে ১০.২ ডিগ্রি সেলসিয়াস, ডায়মন্ড হারবারে ১০.৫ ডিগ্রি সেলসিয়াসে নেমেছে পারদ।

উত্তরবঙ্গের কালিম্পঙে সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ৮.৩ ডিগ্রি সেলসিয়াস। এছাড়া, মালদায় ৯.৭ ডিগ্রি সেলসিয়াস, জলপাইগুড়িতে ৯.৪ ডিগ্রি সেলসিয়াস, আলিপুরদুয়ার ও রায়গঞ্জে ৯ ডিগ্রি সেলসিয়াস এবং বালুরঘাটে ৯.৪ ডিগ্রি সেলসিয়াসে নেমেছে পারদ।

দুর্গার পর এখন বাগদেবীও বিশ্বমুখী, ব্যস্ততার ঢেউ কুমোরটুলিতে

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: দুর্গাপুজোর পর এবার সরস্বতী পুজোও ছাড়াল ভৌগোলিক সীমানা। ইউনেস্কোর স্বীকৃতির পরে যেভাবে বাংলার দুর্গাপুজো বিশ্বমঞ্চে জায়গা করে নিয়েছে, সেই একই স্রোত এখন বইছে বাগদেবীর আরাধনায়। কুমোরটুলি সূত্রে খবর, চলতি বছরে বিদেশে পাঠানো সরস্বতী মূর্তির সংখ্যা একশো ছাড়িয়েছে; যা অতীতের সমস্ত নজির ভেঙে দিয়েছে।

শুধু বিদেশ নয়, ভিনরাজ্য থেকেও বরাতের ঢল। এর ফলেই অফ-সিজনের অলসতা উধাও কুমোরটুলিতে। দুর্গা-কালী পুজোর আগের মতোই সরস্বতী পুজোর আগে কর্মব্যস্ত হয়ে উঠেছে পটুয়াপাড়া থেকে শুরু করে প্রতিটি অলিগলি। শিল্পীদের হাতে সময় নেই, চোখে-মুখে একটাই তাড়া; পুজোর আগেই ঠাকুর তুলে দিতে হবে। ফাইবারের হাত ধরে এই আন্তর্জাতিক যাত্রা আরও গতি পেয়েছে। দুর্গামূর্তির মতোই এবার ফাইবারের সরস্বতী মূর্তিও উড়ছে বিদেশে। বঙ্কিম পাল, প্রশান্ত পাল, কৌশিক ঘোষদের তৈরি বাগদেবী পৌঁছেছে ইউরোপ, মধ্যপ্রাচ্য থেকে আমেরিকার মাটিতে।

এক শিল্পীর কথায়, আগে প্রবাসীরা শুধু খবরেই পুজোর কথা জানত। এখন সোশ্যাল মিডিয়া আর সংবাদমাধ্যম দেখে সরাসরি বরাত দিচ্ছে। ওখানে মূর্তি পাওয়া যায় না, তাই চাহিদা হু হু করে বাড়ছে। তিনি আরও জানান, ডাকের সাজের সরস্বতীর দাম ২৫০০ থেকে ৩৭৫০ টাকা পর্যন্ত। এখনই ৬০ শতাংশ ঠাকুর বায়না হয়ে গেছে; শেষ মুহূর্তে চাইলে অনেকেই পাবেন না।

কুমোরটুলি মৃৎশিল্পী সংস্কৃতি সমিতির বক্তব্যও এই বদলের সাক্ষী। সমিতির এক সদস্য বলেন, এক সময় শুধু দুর্গা বিদেশে যেত। এখন সরস্বতী, কালী; সব ঠাকুরই যাচ্ছে। শিল্পীরা আর বসে থাকছেন না, সারা বছর কাজ পাচ্ছেন; এটাই আমাদের সবচেয়ে বড় প্রাপ্তি।

তিনি যোগ করেন, শোলার মূর্তি থেকে ফাইবারে আসার পর সংখ্যা হাজারে পৌঁছেছে। সরস্বতী ঠাকুরও সেই পথেই হাঁটছে। বিশ্বায়নের এই স্রোতে কুমোরটুলির মাটির ঘ্রাণ হারায়নি, বরং আরও ছড়িয়ে পড়েছে। বাগদেবীর বিদেশযাত্রা শুধু রপ্তানি নয়; এ এক সাংস্কৃতিক উত্তরণ, যেখানে বাংলার শিল্প, শ্রম আর ঐতিহ্য একসঙ্গে বিশ্ব দরবারে মাথা তুলে ধরেছে।

সম্পাদকীয়

নজিরবিহীন !

না, বহু খুঁজেও আর কোনও শব্দ পাওয়া যাচ্ছে না। একটি বেসরকারি নির্বাচনী পরামর্শদাতা সংস্থার অফিসে নিয়ম মেনে তল্লাশি চালাতে গিয়ে নজিরবিহীন বাধার মুখে পড়ল এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট বা ইডি। না, ইডি কোনও বেসরকারি সংস্থা নয়, কোনও পাড়ার সংগঠন নয়। তাঁরা হল দেশের সাংবিধানিক একটি সংস্থা, যাঁরা দেশের বড় বড় আর্থিক কেলেঙ্কারির তদন্তের দায়িত্ব পালন করে। এটাই তাঁদের দায়িত্ব। সেই দায়িত্ব পালনের তাগিদেই তাঁরা গিয়েছিল কলকাতায় আইপ্যাক সংস্থার অফিস ও কর্ণধারের বাড়িতে। কিন্তু তাঁরা যাওয়ার পর সেখানে যা ঘটল তার উদাহরণ দ্বিতীয়টি পাওয়া কঠিন। কী কী হল সেখানে? একটি সেন্ট্রাল এজেন্সির তল্লাশি চলাকালীন নিয়ম ভেঙে সেখানে ঢুকে পড়ল রাজ্য পুলিশ ও বাইরের লোকজন। শুধু ঢুকে পড়াই নয়, কিছুক্ষণের মধ্যে বেরিয়েও গেল। যাওয়ার সময় নিজেদের পছন্দ মতো ফাইল, হার্ড ডিস্ক, পেন ড্রাইভ সেখান থেকে নিয়ে গেল। এমনকী ইডির বাজেয়াপ্ত করা সামগ্রী থেকে তাঁরা তাঁদের পছন্দ মতো জিনিসপত্র নিয়ে গেল। আর দাঁড়িয়ে থেকে গোটা ঘটনায় নেতৃত্ব দিলেন স্বয়ং বাংলার মুখ্যমন্ত্রী। বিশেষ ক্ষেত্রে তিনিও নাকি ইডি আধিকারিকদের হেফাজত থেকে বাজেয়াপ্ত করা জিনিস পত্র ছিনিয়ে নেন। তবে ভিতরে কী ঘটেছে কেউ দেখেনি, তাই নিশ্চিত করে বলা সম্ভব নয়। তবে যেভাবে বীরদর্পে স্বয়ং মুখ্যমন্ত্রী ফাইল, হার্ডডিস্ক হাতে বেরিয়ে আসছেন এ ছবি আমরা সবাই দেখেছি। এখানেই শেষ নয়, তিনি সদম্ভে মিডিয়াকে বলেছেন। আমার দলের নথি আমি নিয়ে এসেছি। তাতে কার কী? না, এরপর আর কিছগ বলার থাকে না। এই নজিরবিহীন ঘটনায় স্তম্ভিত গোটা দেশ। একটি রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর এই ভূমিকা যদি হয়। তাহলে সে দেশে প্রশাসন কীভাবে কাজ করবে, প্রশ্নটা তো উঠবেই। তিনি বলছেন, যা করেছেন, ঠিক করেছেন, ভালো কথা, কিন্তু যে নজির তিনি রাঝলেন এরপর যদি উল্টো ঘটনা ঘটে তার দায় তিনি নেবেন তো? রাজ্যের কোনও তদন্তে বা কোনও এজেন্সির কাজে যদি কেউ এভাবে বাধা দেয় তখন সামলাতে পারবেন তো মাননীয়া, বলছি, কারণ, উদাহরণটা কিন্তু তিনিই তৈরি করে রাখলেন।

‘নররূপে নারায়ণ’ সেবাই ছিল স্বামী বিবেকানন্দের ঈশ্বর সাধনা

স্বপনকুমার মণ্ডল

উনিশ শতকে আকস্মিক ও আরোপিত কলকাতাকেন্দ্রিক নবজাগরণের ঢেউ স্বাভাবিকভাবেই আছড়ে পড়েছিল বাংলার ধর্মীয় মৌরসিপাট্টায় । পাশ্চাত্য শিক্ষা-সংস্কৃতির মাধ্যমে আধারিত সেই নবজাগরণ আদতে বাংলার নবচেতনার দ্বার উন্মুক্ত করে দেয় । সেই আধুনিক শিক্ষার সোপান বেয়ে আত্মবিশ্বাস ও যুক্তির মানবিক অভিমুখে ধর্মকেন্দ্রিক সমাজজীবনে আঘাত নেমে আসাটা ছিল সময়ের অপেক্ষামাত্র । সেদিক থেকে নবচেতনার আলোয় পাশ্চাত্য সংস্কৃতির ভোগারতিতে ‘বাবু’ বাঙালির আবির্ভাবের বিরূপতার পাশাপাশি বাংলা সাহিত্যের আধুনিক পরিসরের উৎকর্ষমুখর প্রকৃতি আপনাতেই সবুজ হয়ে উঠেছিল । সেক্ষেত্রে উনিশ শতকীয় নব্য সংস্কৃতিতে আধুনিক বাংলা সাহিত্যের নবদিগন্তই শুধু সূচিত হয়নি, সবচেয়ে বেশি সাফল্য তাতেই প্রস্ফুটিত । এই সাহিত্যের অভিমুখও ছিল মানবিকতায় পূর্ণ । পাশ্চাত্য শিক্ষা ও সংস্কৃতির তীব্র প্রভাবে বাংলার ঐতিহ্যবাহী ধর্মীয় আধিপত্যের প্রতি অন্ধ আনুগত্য ও নিঃশর্ত আত্মনিবেদনে প্রশ্নাতুর মনে সন্দেহ ও অবিশ্বাস জেগে ওঠে । সেখানে সমাজমানসে ধর্মীয় অস্তিত্বই শুধু প্রশ্নের সামনে আসেনি, ধর্মীয় সংস্কারে মানবিক অস্তিত্বের বিপন্ন প্রকৃতিও সরবতা লাভ করে । তার ফলে সমাজসংস্কারের সোপানে মানবিক আবেদন মুখর হলেও তার ধর্মীয় পরিসরে ঐশ্বরিক চেতনা নানাভাবে বিস্তার লাভ করে । নদীর একাদিক শাখানদীতে বিভক্ত হওয়া থেকে উপনদীতে মিশে যাওয়া সবেতেই নদীর অস্তিত্বের মতোই উনিশ শতকে ধর্মীয় সমাজের ভাঙনেও সেই অলৌকিক ঈশ্বরের অবিকল্প পরশ নানাভাবে বিস্তার লাভ করে ।

ঈশ্বরের আরাধনা-উপাসনা-সাধনায় ধর্মপালনের সোপানে উন্নত জীবনের হাতছানিই সেখানে নানাভাবেই মূর্ত হয়ে উঠেছে । সেদিক থেকে ধর্মের ঐশ্বরিক অভিমুখটি ধর্মীয় সংস্কারের মধ্যেও নিঃস্ব হয়ে পড়েনি, বরং তার নিরাকার অস্তিত্বই আরও শিক্ষাশোভন পরিসরে উপলব্ধির গভীরতায় আবেদনক্ষম মনে হয়েছে । অন্যদিকে ধর্মীয় চেতনায় সংস্কারসাধনের পথটি সমাজের মানবিক আবেদনে সাড়া দিলেও তার ঐশ্বরিক গন্তব্যে ছিল লক্ষ্যাভিমুখী । একারণে ব্রাহ্মধর্মের প্রগতিশীল চেতনার সংস্কারমুখর ক্রমবিস্তারও মানবিক আদর্শে প্রাণিত হতে পারেনি । একাধিক ব্রাহ্মসমাজ গড়ে উঠলেও তার উপাসনায় মানবসেবার অভিমুখ রচিত হয়নি । অন্যদিকে উন্নত জীবনের হাতছানিতে বঙ্কিমচন্দ্রের অনুশীলন তত্ত্বেও দেবত্বের সংস্কার ও গরিমা বর্তমান । সেখানে শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের সুযোগ্য শিষ্য স্বামী বিবেকানন্দই ধর্মের অভিমুখটিই পরিবর্তন করে দিয়েছেন । গুরুতে যা ছিল প্রচ্ছন্ন, শিষ্যে তাই প্রকট হয়ে ওঠে ।

স্বামী বিবেকানন্দ তাঁর মানবিক আদর্শ পেয়েছিলেন স্বয়ং গুরুর কাছে থেকে । শ্রীরামকৃষ্ণের ‘যত মত, তত পথ’ ছিল তাঁর আদর্শের আধার । উনিশ শতকে এরূপ ধর্মীয় চেতনায় গণতন্ত্রের পাঠ ছিল অভূতপূর্ব । স্বামীজি সেই পাঠে সামিল হওয়ার অবকাশ পেয়েছিলেন কলেজজীবনেই । তখন তিনি ছিলেন নরেন্দ্রনাথ দত্ত, ডাকনাম বিলে । শ্রীরামকৃষ্ণের পরশ পাওয়ার পূর্বেই তাঁর ধর্মীয় ভাবনার উন্মেষ ঘটেছিল । প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, নরেন্দ্রনাথ জন্মেছিলেন এক ধর্মানুরাগী পরিবারে । তাঁর পিতামহ দুর্গাপ্রসাদ দত্ত বিশ-বাইশ বছর বয়সেই সন্ন্যাস নিয়েছিলেন । অন্যদিকে স্বামীজি ছোটবেলা থেকেই সাধু-সন্ন্যাসীর প্রতি তীব্র অনুরাগী ছিলেন । ধ্যান-ধ্যান খেলা থেকে ধর্মশাস্ত্র অধ্যয়ন সবেতেই তাঁর ধর্মীয় বোধের পরিচয় নিবিড় হয়ে আসে । সেদিক থেকে শ্রীরামকৃষ্ণে মিলিত হওয়ার জন্য যেন নরেন্দ্রনাথের জীবনে ক্ষেত্রপ্রস্তুত হয়েছিল । জেনারেল এসেম্ ব্লিজ ইনস্টিটিউটে (বর্তমানে স্কটিশ চার্চ কলেজ) পড়ার সময়ে একদিকে যেমন তিনি পাশ্চাত্য দর্শনের মাধ্যমে ধর্মীয় মননে সক্রিয় হওয়ার অবকাশ পেয়েছিলেন, অন্যদিকে ব্রাহ্মসমাজের উপাসনায় সামিল হয়ে প্রশান্তি লাভে সচেষ্ট হয়েছিলেন । অথচ কোথাও তিনি স্বস্তি পাননি । এই অস্বস্তিবোধই তাঁকে আরও ঐশ্বরিক চেতনায় উন্মুখ করে তুলেছিল ।

সেখানে ঈশ্বরের অস্তিত্ব নিয়ে পাশ্চাত্যের সংশয়বাদ ও অজ্ঞেয়বাদ তাঁকে ভাবিয়ে তুলেছিল । সর্বশক্তিমান ঈশ্বর যদি থাকেনই, তবে জগতে এত দুঃখকষ্ট কেন, মঙ্গলময় ঈশ্বরের জগতে এত অমঙ্গলের হাহাকার কীকারণে,এই সব প্রশ্ন তাঁকে মানসিকভাবে অস্থির করে তোলে । সময় গড়িয়ে চলে, কিন্তু প্রশ্ন অচল থেকে যায় । সেখানে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরও নীরবতা পালন করে । ওদিকে বিশ্বনাথ দত্তের অকালপ্রয়াণে পিতার অবর্তমানে সাংসারিক দায়ভারে বিপর্যস্ত নরেন্দ্রনাথ দারিদ্রের পীড়নে ঈশ্বরের অস্তিত্ব সম্পর্কে আরও তীব্র প্রশ্নবাণের সম্মুক্ষে নিজেকে সামিল করেছেন । তাঁর উপশমের নিদান দিয়েছিলেন সেই ইনস্টিউটের অধ্যক্ষ উইলিয়াম হেস্টি । ওয়ার্ডস্ ওয়ার্থের ‘একস্কারসন’ কবিতাটি ক্লাসে পড়াতে সেদিন অধ্যক্ষ দক্ষিণেশ্বরের শ্রীরামকৃষ্ণদেবের কথা জানিয়েছিলেন । নরেন্দ্রনাথ তাঁর সেই গুরুতে ঈশ্বরের গুরুত্ব অনুভব করেছিলেন । সেখানে ‘শিবজ্ঞানে জীবসেবা’র মধ্যে নরেন্দ্রনাথ মানবসেবার সোপানে ঈশ্বরসেবার আদর্শ খুঁজেপেয়েছিলেন । সেই মানবিক আদর্শে ‘নররূপে নারায়ণ’সেবাই ছিল তাঁর ঈশ্বরসাধনা, বহুরূপে মানুষের মধ্যে দেবত্বের পরশলাভই তাঁর মানবধর্মের সোপান । অথচ স্বামীজিকেই দেবতা বানানোর তীব্রতায় তাঁর মানবিক আদর্শকেই আমরা অমান্য করে চলেছি, ভাবা যায় !

লেখক — অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, সিধো-কানহো-বীরসা বিশ্ববিদ্যালয়

দ্বন্দ্ব দ্বেষের মাঝে, যে জন থাকে কাজে

সরকারি উদ্যোগে বইমেলাগুলির আকর্ষণ দিনকে দিন কমছে কেন

বিশ্বজিৎ সরকার

চারদিকেই খারাপ খবরের ভিড়।দুনিয়া ভাল নেই ,ভাল নেই দেশ ও রাজ্যের মানুষ । পেটিবুর্জোয়া তন্ত্রের ফাঁদে এখন ব্যক্তি জীবন।নিজে শোষিত, সামাজিক অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক সবদিক দিয়েই ব্যক্তি অবমাননার চরম নিদর্শন। আবার সেই ব্যক্তিই অন্যত্র শোষণকারীর ভূমিকায়।এই ব্যবস্থার বৃত্তে প্রতিনিয়ত বদলে যাচ্ছে দৃশ্যপট । এ দৃশ্যে আলো নেই,শুধুই অন্ধকারের মধ্যে সম্পদ আহরণের লোভনীয় কারিকুরির হাতছানি।সম্পদ আহরণের রাস্তায় শিক্ষা থেকে স্বাস্থ্যও। উন্নয়নই হোক আর সংস্কৃতিই হোক,হরণের মার্জিন কিন্তু থেকে যায়।এই যে মার্জিন,কাটমানি বা কমিশন তা এখন সর্বত্রগামী-মানে দালালরাজ। ‘দশে মিলে করি কাজ, হারি জিতি নাহি লাজ’ ভাবনা বিদায়।সর্বত্রই দাদাগিরি।গণমুখী সরকারি প্রকল্পে রাজনৌতিক আধিপত্যবাদ,ফলে মুখ থুবড়ে পড়ছে সেই সমস্ত প্রকল্প । সংকুচিত হচ্ছে সাধারণ মানুষের স্বাচ্ছন্দ্য পরিসর। কিন্তু এর মাঝেই গ্রামে ,গঞ্জে ,শহরের কিছু কিছু জায়গায় কিছু কিছু কাজ ঘটে চলে যা আমরা জানতে পারি না ,বা জেনেও চলতি হাওয়ার পথে তার বিপ্রতীপ অবস্থান বুঝতে পারি না বা চাই না। এমনই একটি ঘটনার প্রসঙ্গে আসি,খবর দিই একটি বইমেলার। না না বইমেলা নয়, বই উৎসবের খবর ।বইমেলা বই উৎসব হয় কি করে!

শোনা যাক সেই যৌথ প্রক্রিয়ার গল্প।এই বই উৎসব গত তিন বছর ধরে হয়ে চলেছে বাঁকুড়া জেলার বর্ধিষ্ণু গ্রাম বালসি গ্রামে। বাঁকুড়ার পাত্রসায়ের থেকে দক্ষিণে পাঁচ কিলোমিটার দূরে এই বালসি গ্রামের অবস্থান ।বাইশটি পাড়া নিয়ে এই বালসি গ্রাম । পশ্চিমবঙ্গের এত পাড়া নিয়ে গ্রাম আর সম্ভবত নেই।দক্ষিণে সামান্য গেলেই দ্বারকেশবর আর উত্তরে সামান্য দূরে দামোদর ।এই গ্রামেই ছিলেন প্রবাদ প্রতিম ডাক্তার স্বাধীনতা সংগ্রামী ধনপতি পাল ।দুলে বাগদি ডোম কায়েত মুসলিম ব্রাক্ষণ সব সম্প্রদায়ের মিলে মিশে বাস এখানে।পুরনো সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থার অনেক নিদর্শন এখনো এই গ্রামে বর্তমান । বাংলার বারো মাসের তেরো পার্বনের ধারা এখনো সতেজ বহমান । গত চার বছর আগে গ্রামের কিছু সংস্কৃতি মানুষ ভাবলেন আর পাঁচটা চলতি উৎসবের মধ্যে আর একটা উৎসবের সংযোজনের কথা ।তাঁদের মাথায় খেলে গেল বইমেলার ভাবনা।কেননা তাদের গ্রামের ছেলেরাও মোবাইলে বুঁদ। সাহিত্য সংস্কৃতির সাথে যাদের নাড়ির টান , শেকড়ের টানে পুজো বা পালা পার্বনে যাদের নিত্য উপস্থিতি গ্রামের এমন কয়েকজনের কাছে খবর যেতেই উদ্যোগি হয়ে উঠলেন তাঁরাও।হয়ে উঠলেন এই ভাবনার অন্যতম শরিক।তারপর সকলের মিলিত ভাবনা রূপ পেল গনউদ্যোগের আকার। কেন গনউদ্যোগ, তা জানা গেল মানুষের কথায় ,‘এটা গণউদ্যোগের ফসল ।গ্রামের মানুষের চাঁদায় এই বইমেলা।বালসি গ্রামের মানুষজন একেবারে স্ব-ইচ্ছায় এবং নিজেদের গাঁটের কড়ি খরচা করে এই মেলা শুরু করেছে’ ।যার যা সাধ্য সে তাই করেছে । গ্রামের দীন মজুরেরা এগিয়ে এসেছেন ,কেউ দিচ্ছেন চাঁদা, কেউ বা শ্রম। টোটো চালক প্রচার করছে মেলার খবর ।মেলা শেষে মেলার অবশেষ পরিস্কার করে দিচ্ছেন পাশের ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের কেউ কেউ ।প্রত্যেকেই দায়িত্ব ভাগ করে নিচ্ছেন।গ্রামবাসীদের এই উদ্যোগে সামিল হয়েছেন পাশের বালসী বামরে বাঁকিশোল পাত্রসায়ের কলেজের সংস্কৃতিমনস্ক শিক্ষক ও অধ্যাপকেরা। স্কুলের পড়ুয়াদের উপর নেয় সেবচ্ছাসেবকের ভার । সরকারি অনুকূল্যে যখন বইমালা গুলি ধুঁকছে তখন বালসি বইমেলার অন্য চেহারা, উৎসবের মেজাজ নিয়ে তার আত্মপ্রকাশ। আয়োজন ক্ষুদ্র , সামান্য জায়গাতে মাত্র ২০-২২ টি স্টলে তার উপস্থাপন কিন্তু মেলার প্রবাহ বা বইয়ের টানে মানুষের উজ্জবল উপস্থিতি। এখানে কোন আধিপত্যবাদ নেই ,আছে মিলিত দায় এবং দায়িত্ব । গ্রামের আনন্দযজ্ঞে নিজের কিছু contribution না থাকলে ভুমিচ্যুত অনাহুত ভাবনা,অন্যদিকে স্বাধিকার চলে যাওয়ার গ্রাম্যাভিমান।এই ভাবনা থেকেই বইমেলা হয়ে উঠছে উৎসব। তাই গ্রামের দুলে বাগদি থেকে শুরু করে এখানের ভূমিপুত্র ভারত সরকারের পররাষ্ট্র দপ্তরের গুরুত্বপূর্ণ পদাধিকারী মানুষেরও নিবিড় সম্পর্কের সেতুবন্ধন। এই মেলা উপলক্ষে প্রবাসী চাকুরীজীবী থেকে শুরু করে পরিযায়ী শ্রমিকের ঘরে আসআ। যারা আসতে পারেন না তাঁরাও এই মেলার অংশীদারি হয়ে সাধ্যমত অর্থ পাঠিয়ে যোগসূত্র গড়ে তোলেন মেলায়। ছোট ছোট ছেলে মেয়েদের উপচে পড়া ভিড় । গ্রামের সবচেয়ে প্রবীণ মানুষ সাহিত্যপ্রেমী লেখক ৯৫ বছরের গোপাল চন্দ্র পালের এই শীতের বিকেলেও নিত্য উপস্থিতি। বইমেলার মূল মঞ্চে থাকে গ্রামের বিভিন্ন শিল্পীদের বিচিত্রা নুষ্ঠান ।মেলার মঞ্চ হয়ে ওঠে আশপাশের বিভিন্ন বিদ্যালয়ের ছাত্র ছাত্রীদের প্রতিভা বিকাশের আসর। কোন তারকা সমাবেশ নয় স্থানীয় শিক্ষক এবং কলেজ অধ্যাপক ও আঞ্চলিক গবেষকরাই তুলে ধরছেন বই পড়ার উপযোগিতা ও বই পড়ার আগ্রহের কথা ।স্থানীয় হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক থেকে স্থানীয় কলেজের অধ্যাপক, লিটল ম্যাগাজিনের প্রবাসী সম্পাদক থেকে চূড়ান্ত সাহিত্য প্রেমী গ্রামের ছেলে পেশায় জেলার (Jailer)-ও ছুটে এসে দায়িত্বভার তুলে নিয়েছেন। আছে গ্রামের মজুর সম্প্রদায় থেকে উঠে আসা উদ্যোগি। গ্রামের এমন অনেক দিনমজুর আছেন যারা টাকা জমিয়ে রাখেন এই মেলার জন্য । তাঁদের কাছে গ্রামের আর পাঁচটা মেলার মতই এই মেলা, বাড়তি পাওনা বই। অনেকেই আছেন যারা মেলাতে আসছেন এবং তার ছেলের জন্য পাঁপড় আর ঝিলাপির সাথে একটা বই কিনে নিয়ে যাচ্ছেন । এমন দুর্লভ দৃশ্য দেখলে কিন্তু মনে আশা জাগে, চত্তে জাগে আনন্দের দোলা । বাঙালী মননের এই মরা ভূমে এই রকম না খবরের সংবাদগুলি চেতনার ঘাটে কিন্তু শঙ্খবাজিয়ে চলেছে । হয়ত আমাদের কানে আসে না। সরকারি উদ্যোগে জেলার অনেক বইমেলাগুলিতে যেখানে রাষ্ট্রের অঙ্গুলি হেলনে পাঠকের স্বতঃর্স্ফুতার টান সেখানে গনউদ্যোগে গড়ে ওঠা এই বাংলার বইমেলা কিন্তু যথেষ্ট তাৎপর্যবহ।

শব্দছক ৪০

রবি দাস

পাশাপাশি: ১. সূর্য্যকিরণ ৩. প্রধান মহিষী ৫. শকতি ৬. কম্পিত হওয়া ৭. সৈন্যসামন্ত ৯. কেবল বৃষ্টির জল পান করা পাখি ১০. সোচ্চার ১২. মহেশ্বর ১৪. রাজস্ব ১৫. মাহাত্ম্য ১৭. অ-ব্রাহ্মণ নয়টি জাতির একত্রে নাম ১৮. শূন্যতা

ওপর-নিচ: ১. লব্ধ ২. একচোখামি ৩. সপ্ততালের সব থেকে নিচেরটি ৪. শিশির ৬. অপক্ক কদলী ৮. শরীর, চেহারা ১১. নানা প্রকার ১২. আহার ১৩. থেমে থেমে চলা ১৬. দানকারী

সমাধান ৩৯ — পাশাপাশি: ১. মহিমা ৩. অপলক ৬. ধমনি ৭. গাল ৮. জবাব ১০. কেকা ১২. পদ ১৩. মতলব ১৫. শাজাহান ১৭. নব ২০. রিপু ২১. কাজল ২২. লাজ ২৪. রুধির ২৫. পরিতোষ ২৬. কদলী

ওপর-নিচ : ১. মন্ত্রজপ ২. মাধব ৩. অনিকেতন ৪. লগা ৫. কলকে ৯. বাদ ১১. কাল ১৩. মহাপুরুষ ১৪. বনজ ১৬. জারি ১৮. বলশালী ১৯. বিলাপ ২১. কারক ২৩. জরি

আজকের দিন

■ **১৯২২ —** ডায়াবেটিসের জন্য প্রথম মানবদেহে ইনসুলিনের প্রয়োগ।

■ **১৯৬৬ —** ভারত-পাকিস্তান শান্তি চুক্তি স্বাক্ষরের কাছাকাছি সময়ে তাসখন্দে ভারতের প্রধানমন্ত্রী লাল বাহাদুর শাস্ত্রীর মৃত্যু হয়।

■ **১৯৭২ —** পূর্ব পাকিস্তান আনুষ্ঠানিকভাবে নিজেদের নাম পরিবর্তন করে বাংলাদেশ রাখে।

জন্মদিন

রাহুল দ্রাবিড়

১৯৪৪ *বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ শিবু সোরেনের জন্মদিন।*

১৯৫৮ *বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ বাবুলাল মারান্ডির জন্মদিন।*

১৯৭৩ *বিশিষ্ট ক্রিকেট খেলোয়াড় রাহুল দ্রাবিড়ের জন্মদিন।*

চর্চাবাসর ৪৬

এখন যেখানে ভারতীয় জাদুঘর, ১৭৭২ সালে ওয়ারেন হেস্টিংসের নির্দেশে সেখানে একটি প্রাচীন বাড়িতে (সঙ্গে ছবি) তৈরি হয় সদর দেওয়ানি আদালত। সে কারণে সংলগ্ন রাস্তাটির নাম হয় সদর স্ট্রিট।

— কলমবীর

লেখা পাঠান

সময়োপযোগী উত্তর সম্পাদকীয় লেখা পাঠান। যে কোনও বিষয়ে আপনার মতামত বা অভিযোগ জানিয়ে পাঠান চিঠিপত্র। অবশ্যই Unicode-এ টাইপ করে পাঠাতে হবে।

email : dailyekdin1@gmail.com

প্রধানমন্ত্রীর সভা ঘিরেই ফের আলোচনায় সিঙ্গুর

বনস্পতি দে ● হুগলি

—ফাইল চিত্র।

কৃষিজমি রক্ষা আন্দোলনের আঁতুড়ঘর বলে পরিচিত সিঙ্গুর বাংলায় রাজনৈতিক পালাবদলের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিল বলে মনে করে থাকেন অনেকে। সিঙ্গুরে টাটাদের ন্যানো গাড়ি কারখানা নির্মাণের জন্য কৃষিজমি অধিগ্রহণের বিরুদ্ধে এক সময় গর্জে উঠেছিলেন এলাকার মানুষ। ধীরে ধীরে সেই আন্দোলন ছড়িয়ে পড়েছিল গোটা রাজ্যে। তার জেরে সিঙ্গুর থেকে কারখানা সরাতে বাধ্য হয়েছিল টাটারা। পরবর্তীকালে সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে সিঙ্গুরের অনিচ্ছুক কৃষকদের জমি ফিরিয়ে দেয় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকার। টাটাদের ফেলে যাওয়া সেই ন্যানো কারখানার জমিতেই আগামী ১৮ জানুয়ারি সভা করবেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। সেই মঞ্চ থেকেই জয়রামবাটি-পুরুলিয়া নতুন লোকাল ট্রেন-সহ কেন্দ্রীয় সরকারের বেশ কয়েকটি নতুন প্রকল্পের সূচনা করবেন মোদী। প্রধানমন্ত্রীর এই সভাকে ঘিরেই ফের আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে চলে এসেছে সিঙ্গুর।

আসন্ন বিধানসভা ভোটের আগে সিঙ্গুরের মাটি থেকে প্রধানমন্ত্রী কী বার্তা দেন, সেই দিকে তাকিয়ে রয়েছেন গোটা রাজ্যের মানুষ। তার প্রস্তুতিও শুরু হয়ে গিয়েছে পুরোদমে। রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞদের একাংশ মনে করছেন, অত্যন্ত ভেবেচিন্তেই প্রধানমন্ত্রীর সভাস্থল হিসেবে সিঙ্গুরকে বাছা হয়েছে। সমালোচকরা বলে থাকেন, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকারের সবথেকে বড় ব্যর্থতা হলো শিল্পে বড় কোনও বিনিয়োগ না আসা। কাকতালীয় হলেও সিঙ্গুর থেকে ন্যানো বিদায়ের পরে এ রাজ্যে আর বড় কোনও বিনিয়োগ আসেনি। ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পে কিছু বিনিয়োগ এলেও তৃণমূলের জমানায় এ রাজ্যে কোনও বড় কলকারখানা তৈরি হয়নি। রাজ্যের মানুষকে সেই বার্তা দিতেই প্রধানমন্ত্রী সিঙ্গুরকে বেছে নিয়েছেন বলে মনে করা হচ্ছে।

সম্ভবত, সিঙ্গুর থেকেই বিধানসভা ভোটের দামামা বাজাতে চাইছেন নরেন্দ্র মোদী। বিজেপি নেতাদের দাবি, তারা রাজ্যে ক্ষমতায় এলে সিঙ্গুরে শিল্পায়ন হবে। তাতে কর্মসংস্থানে গতি আসবে। সিঙ্গুরে দাঁড়িয়ে রাজ্যবাসীকে সেই বার্তাই দিতে চাইছেন প্রধানমন্ত্রী। বিজেপির হুগলি সাংগঠনিক জেলা সভাপতি গৌতম চট্টোপাধ্যায় বলেন, 'মানুষের স্বপ্ন ভেঙে দিয়েছে তৃণমূল কংগ্রেস। না শিল্প হলো, না কৃষি। প্রধানমন্ত্রী আসার একটাই উদ্দেশ্য, তিনি নিজে ঘুরে দেখুন। ২৬-এ আমরা টাটাকে ফিরিয়ে আনব। যে সিঙ্গুর থেকে তৃণমূলের শুরু হয়েছিল, সেই সিঙ্গুর থেকে তৃণমূলের পতন হবে।' যদিও তৃণমূলের বক্তব্য, বড় কারখানা না হলেও রাজ্যে ছোটবড় অনেক কারখানা হয়েছে। নতুন নতুন বিনিয়োগ আসছে।'

জেলা বিজেপি সূত্রে জানা গিয়েছে, ১৯ নম্বর জাতীয় সড়ক লাগোয়া সিঙ্গুরের সিংহের ভেড়ি মৌজায় প্রধানমন্ত্রীর সভা হবে। তার জন্য অনেকটা ফাঁকা জমি চিহ্নিত করেছেন বিজেপি নেতৃত্ব। প্রধানমন্ত্রীর সভাকে সফল করতে ইতিমধ্যেই কোমর বেঁধে নেমে পড়েছেন বিজেপি নেতারা। বুধবার সিঙ্গুরের লোহাপট্টিতে প্রধানমন্ত্রীর সভা নিয়ে বৈঠক করেন দলের শীর্ষ নেতারা। তার আগে বিজেপি নেতারা যেখানে সভা হবে, সেই জায়গাটি পরিদর্শন করেন। বিজেপির এক নেতা জানিয়েছেন, প্রধানমন্ত্রীর সভায় সিঙ্গুরে বহুসংখ্যক মানুষের জমায়েত হবে। সেটা ধরে নিয়েই সব ধরনের ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে। প্রধানমন্ত্রীর নিরাপত্তার দায়িত্বে থাকা এসপিজির আধিকারিকরা কয়েক দিনের মধ্যেই জায়গা পরিদর্শন করতে আসবেন। প্রধানমন্ত্রীর সফর ঘিরে উৎসুক সিঙ্গুরের মানুষ।

গোপালনগর মৌজার বাসিন্দা বলেন, 'প্রধানমন্ত্রী আসছেন ভালো কথা। তাঁর কাছে আমাদের একটাই প্রত্যাশা, এখানে শিল্প হোক। বেকার ছেলে-মেয়েরা কাজ পাক। সিঙ্গুরে শিল্প হলে অনেকে কাজ পেত। একটা চায়ের দোকান করেও আমরা পেট চালাতে পারতাম। আমরা চাই, সিঙ্গুরে শিল্প হোক।' স্থানীয় বাসিন্দা বলেন, 'আমরাও শিল্প চাই। কিন্তু প্রধানমন্ত্রী এখানে এলে কিংবা বিজেপি রাজ্যে ক্ষমতায় এলেই যে শিল্প হবে, এমনটা আমরা মনে করি না।' সিঙ্গুর শিল্প বাঁচাও কমিটির নেতা উদয়ন দাসের কটাক্ষ, 'প্রধানমন্ত্রীকে বলতে চাই, আপনি সঙ্গে করে আপনার রাজনৈতিক সহকর্মী রাজনাথ সিংহকে নিয়ে সিঙ্গুরে আসবেন। যে দিন সিঙ্গুরে শিল্পকে ধংস করা হয়, সেই দিন কেন রাজনাথ সিং এসেছিলেন, সেই ব্যাথা আমরা প্রধানমন্ত্রীর মুখ থেকে শুনতে চাই।'

শ্রীরামপুর সাংগঠনিক জেলার তৃণমূলের সভাপতি অরিন্দম গুঁই বলেন, 'তৃণমূল কখনও শিল্প বিরোধী নয়। মোদী সরকার দেশে সমস্ত কিছু বেসরকারিকরণ করে দিচ্ছে। প্রত্যেক নাগরিককে ১৫ লক্ষ টাকা দেওয়া থেকে শুরু করে বছরে লক্ষ লক্ষ বেকারের চাকরি, অনেক প্রতিশ্রুতি দিয়েই গিয়েছেন। তার তার বাস্তবায়ন হয়নি। সুতরাং বিজেপি নিজেরা আগে আয়নায় মুখ দেখুক।' ২০০৬ সালে বামফ্রন্ট সরকার শপথ নেবার পরে তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য রতন টাটার সঙ্গে ন্যানো গাড়ি তৈরির কারখানা স্থাপনের চুক্তি করেছিলেন। সিঙ্গুরে গোপালনগর বাজে মেলিয়া, বেড়াবেড়ি, সিংহের ভেড়ি ও খাসের ভেড়ি মৌজা এলাকায় এক হাজার একর জমি অধিগ্রহণ করা হয়েছিল। সেই কারখানা নির্মাণের কাজ যখন শুরু হয়, তখনই কিছু অনিচ্ছুক কৃষক বেঁকে বসেন। বহু ফসলি কৃষিজমি তারা শিল্পের জন্য দিতে রাজি ছিলেন না। তৎকালীন বিরোধী দলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সেই সব অনিচ্ছুক কৃষকদের সঙ্গে নিয়ে আন্দোলন শুরু করেন।

ন্যানো প্রকল্প এলাকা থেকে ৪০০ একর জমি অনিচ্ছুক কৃষকদের ফিরিয়ে দিতে হবে, এই দাবিতে আন্দোলন ভয়াবহ রূপ নেয়। সেই আন্দোলন দমাতে পুলিশের লাঠি, কাঁদানে গ্যাসের সেল, কৃষকদের গ্রেপ্তার, কোনও কিছুই বাদ যায়নি। জোর করে জমি কেড়ে নেওয়ার প্রতিবাদে ধর্মতলায় টানা ২১ দিন অনশন করেছিলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তারই মাঝে ন্যানো প্রকল্পের জমি থেকে উদ্ধার হয় তাপসী মালিকের পোড়া দেহ। ২০০৮ সালে সিঙ্গুর ছাড়ে টাটারা। প্রায় ১৮ বছর বাদে সেখানেই আবার পা রাখবেন নরেন্দ্র মোদী।

হাসপাতালে মা ক্যান্টিনে নিজে খেয়ে খাবারের মান যাচাই মন্ত্রীর

নিজস্ব প্রতিবেদন, কালনা: মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উদ্যোগে কালনা মহকুমা হাসপাতালে চালু হয়েছে পাঁচ টাকার বিনিময়ে মা ক্যান্টিন। বিভিন্ন দূর দূরান্ত থেকে আসা মানুষেরা ৫ টাকার বিনিময়ে দুপুরের খাবার খান প্রতিদিনই প্রায় তিনশোর ওপর মানুষ। কিন্তু অনেকেই খাবার নিয়ে ভাত নষ্ট করছেন। আর যা দেখেই ক্ষুব্ধ রাজ্যের মন্ত্রী স্বপন দেবনাথ।

শনিবার কালনা মহকুমা হাসপাতালের মা ক্যান্টিনের খাবারের লাইনে দাঁড়িয়ে খাবার নেন মন্ত্রী স্বপন দেবনাথ। তারপর নিজে সেই খাবার খেয়ে দেখেন। ডাল কেন এত পাতলা? পোস্তর তরকারিতে কেন এত কম পোস্ত? দায়িত্বপ্রাপ্ত স্বয়ংবর গোষ্ঠীর মহিলাদের কাছে সেই বিষয়ে জানতে চান তিনি। পরবর্তী সময় নিজে খাবার খেয়ে পাতা ফেলতে যাওয়ার সময় তিনি দেখেন, ডাস্টবিনে অতিরিক্ত পড়ে নষ্ট হচ্ছে ভাত। কেন নষ্ট করা হচ্ছে ভাত জিজ্ঞাসা করেন দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মীদের। অতিরিক্ত ভাত দেবেন না, লাগলে মানুষ পরে এসে নিয়ে যাবে সেই পরামর্শ দেন। মন্ত্রীর পাশাপাশি খাবার খাওয়ার জন্য যে সেড তৈরি করা হচ্ছে, সেই সেডেই আগামী দিনে খাবার সেখান থেকেই দেওয়ার কথা উল্লেখ করে দেন তিনি। দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মীদের দাবি, খাবারের মান উন্নত করা হবে, একই সঙ্গে ভাব যাতে নষ্ট না-হয় সেটিও দেখা হবে।

খুনে অভিযুক্ত ধৃত

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: দু'মাস আগে গুলি করে পাপড় বিক্রেতাকে খুনের অভিযোগে মূল অভিযুক্ত সাজিদ সর্দারকে গ্রেপ্তার করল কালিয়াচক থানার পুলিশ । জিতের কাছ থেকে উদ্ধার হয়েছে একটি পিস্তল।

শনিবার দুপুরে এব্যাপারে একটি সাংবাদিক বৈঠক করেন মালদার পুলিশ সুপার অভিজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি বলেন, ২৫ নভেম্বর রাতে কালিয়াচক থানার যদুপুর স্ট্যান্ডের কাছে দুষ্কৃতীদের গুলিতে খুন হন মহম্মদ আজহার মোমিন (৬০)। ওইদিন তিনি একটি মেলা থেকে পাপড় বিক্রি করে ফিরছিলেন। এই ঘটনায় প্রথমে মহম্মদ সরিফুল নামে একজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল। তার বাড়ি সুজাপুরের গয়েশবাড়ি এলাকায় । এরপর বিভিন্ন সূত্র ধরে তদন্ত চালিয়ে শুক্রবার রাতে সাজিদ সর্দারকে নামে মূল অভিযুক্তকে গয়েশবাড়ি এলাকা থেকে গ্রেপ্তার করা হয়। ধৃতের কাছ থেকে একটি সেভেন এমএম পিস্তল উদ্ধার করা হয়। খুনের সময় এই পিস্তলটি ব্যবহার করা হয়েছিল। এই ঘটনা পিছনে আর কেউ জড়িত রয়েছে কিনা সেটিও তদন্ত করে দেখা হচ্ছে।

আগ্নেয়াস্ত্র বিক্রি করতে এসে ধৃত খুনের মামলায় অভিযুক্ত

নিজস্ব প্রতিবেদন, গোবরডাঙা: আগ্নেয়াস্ত্র বিক্রি করতে এসে পুলিশের জালে গ্রেপ্তার খুনের মামলায় অভিযুক্ত। ধৃতের নাম অর্নিবান নাগ। বয়স ২৫। বাড়ি মসলন্দপুর এক নম্বর কলোনি। শুক্রবার রাতে গোপন সূত্রে খবর পেয়ে মসলন্দপুর ফাঁড়ির পুলিশ রামকৃষ্ণ স্মৃতি পাঠাগারের কাছে বাইপাস এলাকায় যুবককে আটক করে তল্লাশি চালিয়ে কাছ থেকে একটা দেশি আগ্নেয়াস্ত্র এবং একটা গুলি উদ্ধার করে।পুলিশের জেরার মুখে জানায় আগ্নেয়াস্ত্র বিক্রির উদ্দেশ্যে ঘোরাঘুরি করছিলেন।পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে ২০২২ সালে ত্রিকোণ প্রেমের জেরে একটি খুনের মামলায় অন্যতম উপযুক্ত অভিযুক্ত ছিলেন। ধৃতের বিরুদ্ধে অস্ত্র আইনে মামলার রুজু করে বারাসাত আদালতে তোলা হলে পুলিশ হেপাজতের নির্দেশ দেন

অনিয়মের অভিযোগে বন্ধ নার্সিংহোম

নিজস্ব প্রতিবেদন, জামালপুর: একাধিক অনিয়মের অভিযোগে নার্সিংহোম বন্ধের নির্দেশ দিল জেলা স্বাস্থ্য দপ্তর। পূর্ব বর্ধমান জেলার জামালপুর থানার অন্তর্গত কাড়ালাঘাট এলাকায় লাইফ কেয়ার নার্সিংহোম বন্ধ করে দিল জেলা স্বাস্থ্য দপ্তর।

সূত্র মারফত খবর, বেশ কিছুদিন ধরেই লাইসেন্স রিনিউ করেনি এই নার্সিংহোম। স্বাস্থ্য দপ্তরের বারবার নির্দেশ ছিল নার্সিংহোম বন্ধ করে দিতে হবে না হলে সঠিক কাগজপত্র দেখাতে হবে। গত ১৯ ডিসেম্বর ছিল শেষ তারিখ। তারপরও আজ পর্যন্ত নার্সিংহোমে রোগী ভর্তির কাজ চলছিল। শনিবার দুপুরে জেলা স্বাস্থ্য দপ্তরের তরফ থেকে পুলিশ ও জামালপুরের বিএমএইচও নার্সিংহোমে গিয়ে তালা ঝুলিয়ে দিয়ে চলে আসেন। এই মুহূর্তে তালা বন্ধ অবস্থায় পড়ে রয়েছে কাড়ালাঘাট এলাকার লাইফ কেয়ার নার্সিংহোম । ২০০৬ সালের ২৬ জুন তৎকালীন ক্রিড়া ও পরিবহন দপ্তরের মন্ত্রী সুভাষ চক্রবর্তী ঘটা করে উদ্বোধন করেছিলেন এই নার্সিংহোমের। তবে নার্সিংহোম বন্ধ হয়ে যাওয়ায় এই এলাকার মানুষজনের সমস্যা হবে বলে মনে করা হচ্ছে। জামালপুরের বিএমএইচও শঙ্খশুভ্র দাসের তরফ থেকে বলা হয়, ওই নার্সিংহোম টির একাধিক গাফিলতি ছিল। নার্সিংহোমের নানা ধরনের কাগজপত্রের গরমিল ছিল। তার সাথে সাথে নার্সিংহোমের স্টাফ সংখ্যাও কম ছিল। তারপরে স্বাস্থ্য দপ্তরের নির্দেশিকা অনুযায়ী নার্সিংহোমটি বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু প্রশ্ন উঠছে যে নার্সিংহোমে বর্ধমান মেডিক্যাল কলেজের গাইনো বিভাগের ডাক্তার সুপ্রতীক বসুর ও কামাল হোসেনের মতো ডাক্তাররা বসতেন এবং ওই নার্সিংহোমে সিজার করতেন। প্রশ্ন উঠছে তাহলে কেনই বা ওই নার্সিংহোমের এত কাগজের গরমিল ছিল। কাগজপত্র ছাড়াও একাধিক বেনিয়মের অভিযোগ উঠে আসছে ওই নার্সিংহোমের বিরুদ্ধে। শুক্রবার রাতেই নির্দেশিকা জারি করেছিল স্বাস্থ্য দপ্তর। তারপরে শনিবার দুপুরে পুলিশ ও বিএমএইচও গিয়ে নার্সিংহোমটি বন্ধ করে দেন। স্থানীয়দের দাবি, ওই নার্সিংহোমটি বন্ধ হয়ে যাওয়ায় বহু মানুষকে রোগী নিয়ে ছুটতে হবে বর্ধমান। কারণ এতদিন ওই নার্সিংহোম টিই তাদের একমাত্র ভরসা ছিল।

ফের কংগ্রেসে যোগদানে জনজোয়ারে ভাসলেন নুর

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: তৃণমূল ছেড়ে কংগ্রেসের যোগ দিয়ে মালদায় ফিরতেই যেন জনজোয়ারে ভেসে গেলেন প্রয়াত প্রাক্তন রেলমন্ত্রী গনিখান চৌধুরীর ভাগ্নি মৌসুম নুর। শনিবার দিল্লি থেকে কলকাতা হয়ে ট্রেনে করে মালদায় ফেরেন মৌসম। আর তাঁকে শুভেচ্ছা ও সংবর্ধনা জানাতেই জেলা কংগ্রেসের শতাধিক নেতাকর্মীরা, মালদা টাউন স্টেশনে হাজির হন। এত মানুষের ভিড় দেখে আবেগে আপ্লুত হয়ে পড়েন মৌসম নুর।

এদিন মৌসম নুরকে শুভেচ্ছা জানাতে মালদা টাউন স্টেশনে হাজির হন জেলা কংগ্রেসের সভাপতি তথা দক্ষিণ মালদা সাংসদ ইশাখান চৌধুরী। তাঁর সঙ্গে ছিলেন বিভিন্ন কেন্দ্রের দলের প্রাক্তন বিধায়ক থেকে অন্যান্য নেতাকর্মীরা। মৌসম দলে ফিরতে যেন নতুন করে কর্মী সমর্থকদের মধ্যে অক্সিজেন জোগাবে তা এক বাক্যে স্বীকার করে নিয়েছেন জেলা কংগ্রেস সভাপতি ইশাখান চৌধুরী।

এদিন মৌসম নুর বলেন, 'কে কোথায় প্রার্থী হবে তা ঠিক করবে দলের হাইকম্যান্ড। তবে আমি আমার পুরনো দলে ফিরতে পেরেছি এটাই আমার কাছে স্বস্তির। এত মানুষ যে আজকে আমাকে শুভেচ্ছা জানাতে এসেছে তা ভাবনাতেই ছিল না। কংগ্রেস ছাড়াটা আমার ভুল হয়েছিল। তবে এবার পরিবর্তনের সরকার আসবে, নতুন করে কংগ্রেস এখানে ঘুরে দাঁড়াবে।'

মৌসম মালদায় ফিরতে জেলা কংগ্রেস সভাপতি তথা দক্ষিণ মালদা সাংসদ এশাখান চৌধুরী বলেন, 'অনেকের কাছে জল্পনা ছিল গনিখানের কোতুয়ালি ভবন কেন এক হচ্ছে না। একদিকে তৃণমূল, একদিকে কংগ্রেস। কিন্তু সেই দূরত্বটা এবারে মিটিয়ে ফেলা হয়েছে। মৌসম কংগ্রেসে এসেছে। কোতয়ালির গনিখানের বাড়ি আবার এক হয়ে গিয়েছে। দলের নেতাকর্মীদের নতুন অক্সিজেন জোগাতে শুরু করেছে।'

উল্লেখ্য, গনিখান চৌধুরী কোতয়ালি ভবন প্রথম থেকেই কংগ্রেসি দুর্গ হিসাবেই পরিচিত। গনিখানের বোন রুবি নূর জেলা কংগ্রেসের সভাপতি তথা বিধায়ক ছিলেন। তাঁর মেয়ে হচ্ছে মৌসম। গণিখানের এক ভাই আবু হাসেম খান চৌধুরী দীর্ঘদিন ধরে দক্ষিণ মালদা লোকসভা কেন্দ্রের কংগ্রেস দলের সাংসদ হয়ে এসেছেন। তিনি অসুস্থ হওয়ার পর তার ছেলে ইশাখান চৌধুরী এখন দক্ষিণ মালদার সাংসদ। তবে গনিখানের এক ভাই আবু নাসের খান চৌধুরী তৃণমূলের একসময় বিধায়ক ছিলেন।

নাবালিকাকে ধর্ষণের অভিযোগে সহপাঠী গ্রেপ্তার

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: নাবালিকার সহপাঠীকেও শুক্রবার গভীর রাতে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য আটক করা হয়। হুগলির হিন্দমোটর কারখানায় নাবালিকাকে ধর্ষণের অভিযোগে দীপঙ্কর অধিকারী নামে এক যুবককে আগেই গ্রেপ্তার করে পুলিশ। এ বার ওই নাবালিকার এক সহপাঠীকে গ্রেপ্তার করল পুলিশ।

বৃহস্পতিবার রাতে বছর ১৬-র নাবালিকা টিউশন শেষ করে বাড়ি ফিরছিল তার সহপাঠীর সঙ্গে। সেই সময়ে তার পথ আটকান দীপঙ্কর অধিকারী এবং আরও দু'জন, অভিযোগ এমনটাই। শুধু তাই নয়, ওই নাবালিকা ও তার বন্ধু যখন রাস্তায় দাঁড়িয়ে কথা বলছিল, সেই সময়ে তাদের ছবি ও ভিডিয়ো তুলতে যায় দীপঙ্কর এবং তা সোশ্যাল মিডিয়ায় ছড়িয়ে দেওয়ার হুমকিও দেওয়া হয়, অভিযোগ এমনটাই। নিজেকে সিভিক ভলান্টিয়ার পরিচয় দেন দীপঙ্কর। বিভিন্ন ভাবে ওই নাবালিকা ও তার বন্ধুকে থানায় নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে বলে অভিযোগ।

নাবালিকার বন্ধুকে সেখান থেকে সরিয়ে দেওয়া হয় এবং একটি পরিত্যক্ত কারখানায় নিয়ে গিয়ে ওই নাবালিকাকে ধর্ষণ করা হয় বলে অভিযোগ। এর পরে ওই নাবালিকা ফোন করে তার পরিবারকে ঘটনাটির বিষয়ে জানায়। তার মা গিয়ে সেখান থেকে তাকে উদ্ধার করে বাড়ি নিয়ে যান এবং রাতেই পরিবারের তরফে উত্তরপাড়া থানায় অভিযোগ দায়ের করা হয়। সেখানে দীপঙ্কর-সহ আরও দু'জনের নামে অভিযোগ দায়ের করে নাবালিকার পরিবার। সেই অভিযোগের ভিত্তিতে দীপঙ্করকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ।

পুলিশ সূত্রে খবর, ধৃত দীপঙ্কর উত্তরপাড়া কাঁঠালবাগান বাজার এলাকার বাসিন্দা। সেখানে একটি ভাড়া বাড়িতে থাকেন তিনি। ঘটনার পরেই দীপঙ্করের বিরুদ্ধে ক্ষোভ উগরে দিয়েছেন স্থানীয়রা। এই যুবক এলাকায় নিজেকে যুব তৃণমূলের নেতা বলে পরিচয় দিতেন, অভিযোগ তাঁদের। এমনকী, অতীতে এক মাছ ব্যবসায়ীর কাছ থেকে জোর করে মাছ চাওয়ার অভিযোগও উঠেছিল। ঘটনাটির পরে থেকেই শুরু হয়েছে রাজনৈতিক চাপানউতর।

শুক্রবার বিজেপি নেতা ইন্দ্রনীল দত্ত বলেন, 'এই ঘটনা অত্যন্ত দুঃখজনক ও নিন্দনীয়। পুলিশ একজনকে গ্রেপ্তার করেছে। অন্যদের গ্রেপ্তার না করলে আমরা পথে নামব।' শুক্রবার তৃণমূলের হুগলি সাংগঠনিক জেলার যুব সভানেত্রী প্রিয়াঙ্কা অধিকারী বলেন, 'ওই যুবক (দীপঙ্কর) তৃণমূলের কোনও পদে নেই। দল তাঁকে কোনও পদ দেয়নি। তিনি তৃণমূলের কর্মীও নন। আইন আইনের পথে চলবে।' স্থানীয়দের অভিযোগ ছিল দীপঙ্করের সঙ্গে একাধিক তৃণমূল নেতার ছবি রয়েছে সোশ্যাল মিডিয়ায়। এই প্রসঙ্গে প্রিয়াঙ্কার পাল্টা দাবি, 'ছবি যে কেউ তুলতে পারেন। কার মনে কী রয়েছে, আমরা কী ভাবে বুঝব।' রাতেই সিপিএম-এর তরফে উত্তরপাড়া থানার সামনে বিক্ষোভ দেখানো হয়। তবে নাবালিকার পরিবারের তরফে এখনও কোনও মন্তব্য করা হয়নি। এই প্রসঙ্গে চন্দননগরের পুলিশ কমিশনার অমিত পি জাভালগি বলেন, 'আমরা উপযুক্ত ধারায় পদক্ষেপ করেছি। ধৃতদের মধ্যে একজন নাবালক। বয়স ১৭ বছর। তাকে জুভেনাইল কোর্টে পেশ করা হবে। আমরা মেডিক্যাল রিপোর্ট পেয়েছি।'

বিধায়কের জন্মদিন পালন

নিজস্ব প্রতিবেদন, লাউদোহা: চলতি মাসের শনিবার ছিল তৃণমূল বিধায়ক নরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর জন্মদিন । পাণ্ডবেশ্বর বিধানসভার পাণ্ডবেশ্বর ও দুর্গাপুর ফরিদপুর দুটি ব্লকের বিভিন্ন অঞ্চলে তৃণমূল কর্মীদের উদ্যোগে এদিন মহা উদ্দীপনার মধ্যে বিধায়কের জন্মদিন অনুষ্ঠান আয়োজন করা হয়। কেক কাটা মিষ্টি বিতরণের পাশাপাশি বিভিন্ন অনুষ্ঠানের ও আয়োজন করা হয়েছিল ।

এদিন দুর্গাপুর ফরিদপুর ব্লকের গোগলা অঞ্চল তৃণমূল কংগ্রেসের উদ্যোগে এদিন বিধায়কের জন্মদিন উপলক্ষে আয়োজন করা হয় বিশেষ অনুষ্ঠান । অনুষ্ঠানটি হয় মাধাইপুর গ্রামের তরুণ সমিতির ফুটবল মাঠে। সেখানে উপস্থিত ছিলেন বিধায়ক নরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী নিজে। দলীয় কর্মীদের অনুরোধে সেখানে জন্মদিনের কেক কাটেন তিনি।

স্বাস্থ্যসাথী কার্ড গরিবের বড় ভরসা, দুর্গাপুরে বললেন অভিনেতা পরমব্রত

নিজস্ব প্রতিবেদন, দুর্গাপুর: স্বাস্থ্যসাথী কার্ডকে গরিব মানুষের বড় ভরসা বলে মন্তব্য করলেন অভিনেতা পরমব্রত চট্টোপাধ্যায়। দুর্গাপুরে এক বেসরকারি হাসপাতালের ২৮ বছর পূর্তি উপলক্ষে আয়োজিত স্বাস্থ্য কার্নিভালের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে তিনি এই মন্তব্য করেন।পরমব্রত বলেন, স্বাস্থ্য সাথী কার্ডের মাধ্যমে বহু অসহায় ও দরিদ্র মানুষ আজ বিনামূল্যে উন্নত চিকিৎসার সুযোগ পাচ্ছেন, যা সাধারণ মানুষের কাছে বড় স্বস্তির বিষয়। তাঁর বক্তব্যে উঠে আসে, রাজ্যের এই স্বাস্থ্য প্রকল্প বহু পরিবারের জীবনে আশার আলো দেখিয়েছে।

তিনি আরও জানান, শিল্পাঞ্চল দুর্গাপুরের এই হাসপাতাল স্বাস্থ্য সাথী পরিষেবা সফলভাবে বাস্তবায়ন করে একটি দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে। হাসপাতালের এই উদ্যোগে এলাকার সাধারণ মানুষ উপকৃত হচ্ছেন বলেও তিনি উল্লেখ করেন।

মেদিনীপুরে বন্যপ্রাণ সচেতনতা র‍্যালি

নিজস্ব প্রতিবেদন, মেদিনীপুর: জঙ্গলমহলে হাতি-সহ বিভিন্ন পশুদের সংখ্যা ক্রমশ বাড়ছে। শনিবার মেদিনীপুরে একটি সাইকেল র‍্যালিতে অংশ নিয়ে একথা জানালেন মুখ্য বনপাল। বন্য প্রাণের সংখ্যা বৃদ্ধিতে আশার কথা শুনিয়েছেন জেলাশাসকও।

রাজ্য বন বিভাগ এবার বন্যপ্রাণ ও পরিবেশ রক্ষায় বিশেষ নজর দিয়েছে। জঙ্গলমহলবাসীর ঘরে ঘরে সেই বার্তা পৌঁছে দিতেই শনিবার সকালে এই সাইকেল র‍্যালির আয়োজন করে মেদিনীপুর বন বিভাগ। সাইকেল র‍্যালিতে অংশ নেন পশ্চিমাঞ্চল (ওয়েস্টার্ন সারকেল)-এর মুখ্য বনপাল (সিসিএফ) এস কুণাল ডিভাল, পশ্চিম মেদিনীপুরের জেলাশাসক বিজিন কৃষ্ণা,পুলিশ সুপার পলাশচন্দ্র ঢালী, মেদিনীপুর বনবিভাগের ডিএফও দীপক এম সহ পুলিশ, প্রশাসন ও বনদপ্তরের উচ্চপদস্থ আধিকারিকরা।

এদিন সকাল ৮টা নাগাদ মেদিনীপুর শহরের রাঙামাটিতে অবস্থিত রূপনারায়ণ

বনবিভাগের কার্যালয় থেকে সাইকেল র‍্যালি শুরু হয়। গোপগড়, গুড়গুড়িপাল, চাঁদড়া, কলসীভাঙা হয়ে ৩০ কিলোমিটার জঙ্গল পথ অতিক্রম করে শালবনির পিড়াকাটা রেঞ্জ অফিসে শেষ হয়। সাতসকালে কুয়াশাচ্ছন্ন রাজ্য সড়কে জেলাশাসক, পুলিশ সুপার সহ পুলিশ-প্রশাসনের উচ্চপদস্থ কর্তাদের সাইকেল চালানো দেখতে স্বাভাবিকভাবেই রাস্তার দুপাশে সাধারণ মানুষের ভিড় জমে। মুখ্য বনপাল কুনাল ডিভাল বলেন, পরিবেশ ও বন্যপ্রাণ সংরক্ষণের বার্তা দেওয়ার লক্ষ্যেই এই সাইকেল র‍্যালির আয়োজন করা হয়। আশার কথা হল, জঙ্গলমহলবাসী এমনিতেই এই বিষয়ে বেশ সচেতন। সেজন্যই ২০০৫ সালে যেখানে পশ্চিম মেদিনীপুর ও ঝাড়গ্রাম জেলায় হাতির সংখ্যা ছিল ৪০, এখন তা বেড়ে হয়েছে ২৪০টি।

শুধু হাতি নয়, নেকড়ে, শেয়াল সহ বেশিরভাগ বন্যপ্রাণীর সংখ্যাই বেড়েছে। এমনকি জঙ্গলমহল এলাকায় মাঝেমধ্যে রয়্যাল বেঙ্গল টাইগারও দেখা যাচ্ছে। এ থেকেই প্রমাণ হয়, এখানকার পরিবেশ বন্যপ্রাণীদের জন্য অনুকূল। তবে, জঙ্গলে আগুন লাগানোর বিষয়ে বনদপ্তর বেশ চিন্তিত। এ বিষয়ে কড়া ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে জানিয়েছেন সিসিএফ কুণাল ডিভাল। হাতি-মানুষের সংঘাত নিয়ে জেলাশাসক বিজিন কৃষ্ণা বলেন, বনদপ্তর সহ রাজ্য সরকার এ বিষয়ে উদ্যোগ নিয়েছে। আমরা সকলেই এই সংঘাত কমানোর চেষ্টা করছি। আমরা আশাবাদী, কিছু একটা পথ বের হবে।

চোরেদের এনার্জি, মমতা ব্যানার্জি: শুভেন্দু

নিজস্ব প্রতিবেদন, পুরুলিয়া: পুরুলিয়ার রঘুনাথপুর ২ নম্বর ব্লকের মৌতড়ে বিজেপির পরিবর্তন সংকল্প সভায় তৃণমূল ও মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের তীব্র সমালোচনা করলেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে আই প্যাক অফিসের তল্লাশিতে বাধা দেওয়ার অভিযোগ করলেন শুভেন্দু অধিকারী।

তিনি বলেন, দুর্নীতির ১৬ কোটি টাকা আই প্যাকের অ্যাকাউন্টে ঢুকেছিল। সেই সব ধামাচাপা দিতেই আইপ্যাকের অফিসে ইডি তল্লাশি ঘিরে দিনভর নাটক চলে। তল্লাশির মাঝে পৌঁছে যান মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। ফাইল হাতে নিয়ে বেরিয়ে যান মুখ্যমন্ত্রী। ইতিমধ্যেই সেই ঘটনায় কলকাতা হাইকোর্টে মামলা দায়ের করেছে ইডি। সেই ঘটনাকে ফৌজদারী অপরাধ বলেন শুভেন্দু অধিকারী।

শনিবার বিকেলে মৌতড়ের সভা থেকে শুভেন্দু আইপ্যাকের বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ তুলেছেন। এছাড়াও এদিন তিনি বলেন, কেন্দ্রীয় প্রকল্পের জল জীবন মিশনের ৮০০০ কোটি টাকা পেয়েছিল বাংলা, কিন্তু কোন কাজ হয়নি। তিনি বলেন, '২০২১ সালে এই প্রকল্পের বরাত পেয়েছিল একটি সংস্থা। ১৭০ কোটি টাকার বরাত পেয়েছিল তারা। কাকদ্বীপের একটি ব্যাঙ্ক থেকে তার মধ্যে ১৬কোটি টাকা আইপ্যাকের অ্যাকাউন্টে ট্রান্সফার করা হয়েছে বলে তিনি দাবি করেন। এছাড়াও এদিন তিনি বলেন আরজি কর ভুলে গেলে চলবে না। আপনাদের সামনেই অবস্থিত দুর্গাপুরের ঘটনা শুনেছেন তো। প্রতিদিন মা-বোনদের ইজ্জত লুঠ হচ্ছে এই বাংলায় আমরা এর বদলা চাই। আমরা এর বদল চাই। আর জি কর বিচার পাক।রামপুরহাটের আদিবাসী মেয়ের বিচার হয়নি। খগেন মুর্মুর রক্ত দেখেছেন। দেখেছেন আদিবাসী সাংসদের রক্ত। আপনারা এর বদলা চান তো। বলুন হ্যাঁ কি না। বদলা যদি চান তা হলে বদল আনতে হবে।'

'চোরেদের এনার্জি, মমতা ব্যানার্জি। পুরুলিয়ার প্রাক্তন মন্ত্রী শান্তিরাম মাহাত চোর,কয়লার লিস্টে আছে। আর লালার ডাইরিতে আছে। সুশান্তও চোর। শান্তিরাম মাহাতর রেট একটু কম ছিল মাত্র ৫লাখ মাসে। কিন্তু সুশান্ত মাহাতর রেট বেশি।তার ছিল প্রতিমাসে নয় লক্ষ।সব নলেজে আছে। তাই কথা দিয়ে গেলাম ভারতী জনতা পার্টিকে আনুন, মোদীজির ভাষায়, না খায়ুঙ্গা, না খানে দুঙ্গা। এরা যা লুঠ করেছে সব হিসাব হবে। আবার বড় বড় কথা বলে এরা। আবার জিতবে বাংলা। বাংলার ওপর হামলা মানবে না। আরে হামলা তো আপনারাই করেন। ২০২১ সালে নির্বাচনের গণনার পরে ৫৭ জন বিজেপি কর্মীকে খুন করেছেন। তার আগে এই পুরুলিয়া জেলায় কুমার ভাইদেরকে মেরে ঝুলিয়ে দেওয়ার কাজ করেছে এরা। হামলা হয়েছে হিন্দুদের ওপরে।' এরপরই কেন্দ্রীয় সরকারের একাধিক জনমুখী প্রকল্পের সুবিধা পেতে বিজেপি সরকার আনার আহ্বান জানান শুভেন্দু অধিকারী।

তিনি বলেন, 'মমতাকে নন্দীগ্রামে হারিয়েছি এবার ভবানীপুরে হারাব। আমি এখানে আসার আগে আমাকে বলা হল এখানে বিশেষ কিছু লোকজন আমাকে ঢোকার আগে কালো পতাকা দেখাবে। আমি গাড়ির কাচ নামিয়ে নামিয়ে এসেছি,আমি ভয় পাওয়ার লোক নই, আমি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে হারিয়েছি।'

দক্ষিণ দিনাজপুরের রেল-বিপ্লব

১৭ জানুয়ারি চালু হচ্ছে বালুরঘাট-বেঙ্গালুরু এক্সপ্রেস

নিজস্ব প্রতিবেদন, বালুরঘাট: রেল যোগাযোগের ক্ষেত্রে এক ঐতিহাসিক মুহূর্তের সাক্ষী হতে চলেছে দক্ষিণ দিনাজপুর। দীর্ঘ প্রতীক্ষার অবসান ঘটিয়ে আগামী ১৭ জানুয়ারি থেকে আনুষ্ঠানিক ভাবে যাত্রা শুরু করতে চলেছে বালুরঘাট-বেঙ্গালুরু সাপ্তাহিক এক্সপ্রেস। কেন্দ্রীয় শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী তথা বালুরঘাটের সাংসদ ডঃ সুকান্ত মজুমদারের দীর্ঘ লড়াই ও ধারাবাহিক প্রচেষ্টার ফসল হিসেবেই এই সাফল্য দেখছেন জেলাবাসী।

সূত্রের খবর, আগামী ১৭ জানুয়ারি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী মালদা সফরে আসছেন। সেখান থেকেই তিনি ভার্চুয়ালি এই নতুন ট্রেনটির সবুজ পতাকা দেখাবেন। ওই দিনই প্রধানমন্ত্রী দেশের প্রথম হাওড়া-কামাক্ষ্যা বন্দে ভারত স্লিপার এক্সপ্রেসের উদ্বোধন করবেন, যা পশ্চিমবঙ্গ ও উত্তর-পূর্ব ভারতের রেল মানচিত্রে এক নতুন অধ্যায় যুক্ত করবে।

উল্লেখ্য, বালুরঘাট থেকে সরাসরি বেঙ্গালুরুর স্যার এম বিশ্বেশ্বরায়া টার্মিনাল (এসএমভিটি) পর্যন্ত এই ট্রেনটি চালু হলে উপকৃত হবেন হাজার হাজার মানুষ। চিকিৎসা ও শিক্ষার জন্য দক্ষিণবঙ্গ বা উত্তরবঙ্গের বহু মানুষ প্রয়োজনে বেঙ্গালুরু যান। সরাসরি ট্রেন চালু হওয়ায় রোগী ও তাঁদের পরিবারের হয়রানি কমবে। বেঙ্গালুরুর আইটি সেক্টরে কর্মরত পেশাদার ও অভিবাসী শ্রমিকদের যাতায়াত অনেক সহজ হবে। বালুরঘাটের পাশাপাশি বেঙ্গালুরু-রাধিকাপুর এক্সপ্রেস চালুর বিষয়টিও বিবেচনাধীন, যা সীমান্ত এলাকার মানুষের জন্য বড় উপহার হতে চলেছে। সাংসদ সুকান্ত মজুমদার এই সাফল্যের কৃতিত্ব প্রধানমন্ত্রীকে দেওয়ার পাশাপাশি তৃণমূল কংগ্রেসের সমালোচনারও জবাব দিয়েছেন।

ডঃ সুকান্ত মজুমদার এই প্রকল্পকে 'যুগান্তকারী' আখ্যা দিয়ে জানিয়েছেন, 'এটি দক্ষিণ দিনাজপুরবাসীর দীর্ঘদিনের লালিত স্বপ্ন ছিল। প্রধানমন্ত্রী মোদী ও রেলমন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব আমাদের দাবিকে অগ্রাধিকার দিয়েছেন। এখন এই অঞ্চলের মানুষ সরাসরি দক্ষিণ ভারতের প্রযুক্তি, শিক্ষা ও উন্নত চিকিৎসা পরিষেবার নাগাল পাবেন।'

অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম উল্লেখ করে তিনি বলেন, রাজনীতি কেবল বাগাড়ম্বর নয়, বরং প্রতিশ্রুতি পূরণ করার মাধ্যমেই মানুষের বিশ্বাসযোগ্যতা অর্জন করতে হয়। উল্লেখ্য, এখন পর্যন্ত দক্ষিণ দিনাজপুরের বাসিন্দাদের দক্ষিণ ভারতে যেতে হলে কলকাতা বা শিলিগুড়ি হয়ে দীর্ঘ পথ অতিক্রম করতে হত। বালুরঘাট থেকে সরাসরি ট্রেন চালু হওয়া মানে সময়ের সাশ্রয় এবং যাতায়াতের ঝক্কি থেকে মুক্তি। ১৭ জানুয়ারির ওই মাহেন্দ্রক্ষণের অপেক্ষায় এখন প্রহর গুনছে গোটা জেলা।

দক্ষিণ দিনাজপুরে অভিষেকের পালটা হুঙ্কার বিপ্লব দেবের

নিজস্ব প্রতিবেদন, বালুরঘাট: ২০২৬-এর বিধানসভা নির্বাচনের নির্ঘণ্ট এখনও ঘোষণা করেনি নির্বাচন কমিশন। কিন্তু দক্ষিণ দিনাজপুরের হাড়কাঁপানো শীতকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে রাজনৈতিক উত্তাপ শুরু হয়ে গিয়েছে জেলাজুড়ে। তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের জেলা সফরের রেশ কাটতে না কাটতেই, মাত্র ৭২ ঘণ্টার ব্যবধানে পাল্টা আক্রমণ শানাল বিজেপি। ময়দানে নামলেন ত্রিপুরার প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তথা পশ্চিমবঙ্গের বিজেপি নির্বাচনী পর্যবেক্ষক বিপ্লব দেব।

শনিবার ভোর থেকেই পাতিরাম বাসস্ট্যান্ড ও বিজেপি পার্টি অফিস সংলগ্ন এলাকা গেরুয়া পতাকা ধারী সমর্থকদের লক্ষ্য করা যায়। জেলা বিজেপির ডাকে আয়োজিত এই জনসভায় যোগ দিতে জেলার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে সমর্থকরা ভিড় জমান। স্লোগান আর মিছিল কার্যত বুঝিয়ে দেয় 'টার্গেট ২৬'। জনসভায় কর্মীদের 'ভোট দাওয়াই' দিয়ে বিপ্লব দেব বলেন এখনই সময় কোমর বেঁধে নামার। প্রতিটি কর্মী অন্তত ১০ জনকে ফোন করে বিজেপির উন্নয়নের বার্তা দিন। বুথস্তর থেকে এই প্রচার শুরু করলেই বাংলায় পদ্ম ফোটা নিশ্চিত।

মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকারকে কড়া ভাষায় বিঁধে বিপ্লব দেব দাবি করেন, বর্তমান সরকারের দিন ফুরিয়ে এসেছে। তাঁর অভিযোগ, পতনের আগে এই সরকার হিতাহিত জ্ঞান হারিয়ে ভুল পথে হাঁটছে। সীমান্ত দিয়ে অনুপ্রবেশ, কয়লা পাচার থেকে শুরু করে নারী নিরাপত্তা ও তোলাবাজি, একাধিক ইস্যুতে রাজ্য প্রশাসনের ব্যর্থতা নিয়ে সরব হন তিনি। তাঁর প্রতিটি বাণের সঙ্গে জনতার করতালিতে মুখরিত হয় সভাস্থল।

জানা গিয়েছে, রাজনৈতিক কর্মসূচি শুরুর আগে এদিন এক মানবিক রূপও দেখা যায় প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীর। দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা বিজেপি সভাপতি স্বরূপ চৌধুরীর মাতৃবিয়োগের খবর পেয়ে তাঁর বাড়ি যান বিপ্লব দেব। প্রয়াত মাতৃদেবীর প্রতিকৃতিতে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করে শোকসন্তপ্ত পরিবারকে সমবেদনা জানান তিনি। উল্লেখ্য, তপন বিধানসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত পাতিরামের এই পরিবর্তন সংকল্প সভায় বিপ্লব দেবের পাশাপাশি উপস্থিত ছিলেন বালুরঘাটের বিধায়ক তথা বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ ডঃ অশোক কুমার লাহিড়ী, তপনের বিধায়ক বুধরাই টুডু, জেলা সাধারণ সম্পাদক বাপি সরকার, গৌতম রায় সহ জেলা বিজেপির একঝাঁক শীর্ষ নেতৃত্ব।

তবে সব কিছুর মাঝেই অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সফরের পরপরই বিজেপির এই পাল্টাপাল্টি কর্মসূচি বুঝিয়ে দিচ্ছে, আসন্ন নির্বাচনে দক্ষিণ দিনাজপুর অন্যতম প্রধান রণক্ষেত্র হতে চলেছে। কোনো পক্ষই যে এক ইঞ্চি জমিও বিনা যুদ্ধে ছাড়তে নারাজ, এদিনের সভা থেকেই তার স্পষ্ট ইঙ্গিত মিলেছে।

নাবালিকা ধর্ষণের অপরাধে আসামির যাবজ্জীবন কারাদণ্ড

নিজস্ব প্রতিবেদন, পুরুলিয়া: সময়টা ১৯ ডিসেম্বর, ২০২২। পুরুলিয়া জেলার জয়পুর থানার ঘটনা। রাত্রিবেলায় বাবা ও মা আত্মীয়ের বাড়িতে যাওয়ায় নাবালিকা মেয়েটি বাড়িতে একাই ছিল তার ছোট ভাইয়ের সঙ্গে। সেই সময় তার এক আত্মীয় মনোজ কুইরি তার ঘরে প্রবেশ করে ভয় দেখিয়ে তাকে ধর্ষণ করে।

উক্ত ঘটনায় নাবালিকার লিখিত অভিযোগের ভিত্তিতে মামলার তদন্ত শুরু করে জয়পুর থানার পুলিশ। মামলার দায়িত্বপ্রাপ্ত অফিসার সাব-ইন্সপেক্টর দীপঙ্কর বিশ্বাস তদন্ত শুরু করে, অত্যন্ত তৎপরতার সঙ্গে অভিযুক্ত মনোজ কুইরিকে গ্রেফতার করেন এবং নিখুঁত তদন্ত শেষে চার্জশীট জমা করেন। বিচার শেষে সম্প্রতি মামলার রায় বেরিয়েছে, এই ঘৃণ্য কাজের জন্য মহামান্য আদালত ১,০০,০০০ টাকা জরিমানা সহ আসামির যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত করেছেন অভিযুক্তকে।

দাঁড়িয়ে থাকা জেসিবিতে ধাক্কা ছোট গাড়ির, আহত চালক

নিজস্ব প্রতিবেদন, কাঁকসা: দাঁড়িয়ে থাকা জেসিবির পিছনে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ধাক্কা মারল একটি ছোট চার চাকা গাড়ি। দুর্ঘটনায় আহত হয় ছোট চারচাকা গাড়ির চালক। ঘটনাটি ঘটেছে শনিবার ভোর রাতে পানাগড় মোড়গ্রাম রাজ্য সড়কের ২ নম্বর কলোনি এলাকায়। দুর্ঘটনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে কাঁকসা থানার পুলিশ পৌঁছে আহত চালক কে উদ্ধার করে হাসপাতালে পাঠায়।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে জেসিবি গাড়ির চালক রাস্তার ধারে জেসিবি দাঁড় করিয়ে হোটেলে খাবার আনতে যায়। সেই সময় বীরভূমের দিক থেকে ছোট গাড়িটি পানাগড়ের দিকে আসার সময় নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে সজোরে জেসিবিতে ধাক্কা মারে। গাড়ির ভিতরে আটকে যায় গাড়ির চালক। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে কাঁকসা থানার পুলিশ পৌঁছে গুরুতর আহত অবস্থায় চালককে উদ্ধার করে হাসপাতালে পাঠায়। দুর্ঘটনার জেরে মোড়গ্রাম রাজ্য সড়কে যান চলাচল বন্ধ হয়ে পড়ে। কাঁকসা থানার পুলিশ আহত চালক কে উদ্ধার করে হাসপাতালে পাঠানোর পর দুর্ঘটনাগ্রস্থ ছোট গাড়ি ও জেসিবি আটক করে নিয়ে যায় ও রাজ্য সড়কে যান চলাচল স্বাভাবিক করে।

বিবেক যাত্রা নিয়ে সাংবাদিক সম্মেলনে বিজেপি

নিজস্ব প্রতিবেদন, আরামবাগ: আসন্ন 'বিবেক যাত্রা'কে সামনে রেখে শনিবার হুগলি জেলার আরামবাগে এক সাংবাদিক সম্মেলনের আয়োজন করল ভারতীয় জনতা পার্টি। দৌলতপুরে অবস্থিত বিজেপির আরামবাগ সাংগঠনিক জেলা কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত এই সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন দেব কৃষাণ মারু, বিজেপি যুব মোর্চার জাতীয় কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্য ও পশ্চিমবঙ্গের নির্বাচন সহ-ইনচার্জ। তাঁর সঙ্গে মঞ্চে ছিলেন আরামবাগের বিধায়ক মধুসূদন বাগ, বিজেপি নেতা সোমনাথ দাস, আরামবাগ পুর মণ্ডলের প্রাক্তন সভাপতি কার্তিক দত্ত-সহ জেলা ও মণ্ডল স্তরের অন্যান্য নেতৃত্ব।

সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে তৃণমূল কংগ্রেসের আইপ্যাক কাণ্ড প্রসঙ্গে দেব কৃষাণ মারু বলেন, এটি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিষয় এবং ইডির বিষয়। ইডি দেশের একটি সাংবিধানিক সংস্থা। দেশের গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় সাধারণ মানুষ ইডির উপর বিশ্বাস রাখে, তাই মমতাজিরও সেই বিশ্বাস রাখা উচিত। তিনি আরও বলেন, দেশে সুপ্রিম কোর্ট সহ একাধিক সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান রয়েছে। কারও যদি কোনও অসুবিধা বা আপত্তি থাকে, তবে সেখানে যাওয়ার পূর্ণ সুযোগ রয়েছে। ইডিকে রাজনৈতিক ভাবে ব্যবহার করা হচ্ছে, এই অভিযোগ প্রসঙ্গে তিনি স্পষ্ট ভাবে দাবি করেন, ইডিকে রাজনৈতিক অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করা হয় না। যারা এমন কথা বলছেন, তাঁরা মানুষকে বিভ্রান্ত করছেন এবং মিথ্যা বলছেন।

একইসঙ্গে তিনি তৃণমূল কংগ্রেসের বিরুদ্ধে তীব্র দুর্নীতির অভিযোগ তুলে বলেন, আজ রাজ্যজুড়ে তৃণমূল কংগ্রেস দুর্নীতিতে জর্জরিত। শিক্ষা থেকে শুরু করে নিয়োগ, উন্নয়ন প্রকল্প, সব ক্ষেত্রেই দুর্নীতির ছাপ স্পষ্ট। আরামবাগ মহকুমা প্রসঙ্গে আশাবাদী সুরে দেব কৃষাণ মারু দাবি করেন, আরামবাগ মহকুমার চারটি বিধানসভা কেন্দ্রেই আগামী নির্বাচনে বিজেপি জয়ী হবে। মানুষের মধ্যে পরিবর্তনের স্পষ্ট বার্তা রয়েছে।দ তাঁর বক্তব্য অনুযায়ী, 'বিবেক যাত্রা'র মাধ্যমে বিজেপি মানুষের কাছে পৌঁছে গিয়ে রাজ্যের বর্তমান পরিস্থিতি তুলে ধরবে এবং আগামী দিনে পশ্চিমবঙ্গেই বিজেপি সরকার গঠন করবে।

এসআইআর আতঙ্কে আত্মহত্যার অভিযোগ, মৃত্যু নিয়ে দায় ঠেলাঠেলি তৃণমূল-বিজেপির

নিজস্ব প্রতিবেদন, গোপালনগর: এসআইআর আতঙ্কে আত্মহত্যার অভিযোগ মৃত্যু নিয়ে দায় ঠেলাঠেলি তৃণমূল-বিজেপি। উত্তর ২৪ পরগনার গোপালনগর ১ নম্বর গ্রামপঞ্চায়েতের বেলেডাঙার বাসিন্দা বলাই দাস। গত শুক্রবার সকালে বিষ খেয়ে আত্মহত্যার চেষ্টা করেন। শুক্রবার রাতে কলকাতার একটি হাসপাতালে তাঁর মৃত্যু হয়।

পরিবারের দাবি, ২০০২ সালের ভোটার তালিকায় বলাইয়ের বাবা-মায়ের নাম থাকলেও তাঁর নাম নেই। সেই কারণের তাঁকে এআএইআরের হেয়ারিংয়ে ডাকা হয়েছিল। বৃহস্পতিবার হেয়ারিং থেকে বাড়ি ফিরে আতঙ্কিত হয়ে পড়েন। বাড়ির লোকেদের বলছিলেন, 'আমাদের সমস্ত সুযোগ সুবিধা বন্ধ হয়ে যাবে ডিটেশন ক্যাম্পে নেবে।' পরবর্তীতে শুক্রবার সকালে বিষ খেয়ে আত্মহত্যার চেষ্টা করেন। প্রাথমিক ভাবে তাঁকে বনগাঁ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে অবস্থার অবনতি হলে কলকাতায় নিয়ে যাওয়া হয়। রাতে হাসপাতালে মৃত্যু হয় বলাইয়ে।

পরিবারের দাবি, দিনমজুর বলাইয়ের পরিবারে কোনও অশান্তি ছিল না। এসআইআর আতঙ্কে তাঁর মৃত্যু হয়েছে। খবর পেয়ে শনিবার দুপুরের বলাইয়ের বাড়িতে যান বনগাঁ সাংগঠনিক জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি বিশ্বজিৎ দাস ও বনগাঁ পুরসভার চেয়ারম্যান-সহ তৃণমূলের প্রতিনিধি দল। বিশ্বজিতের দাবি, এসআইআর করে মানুষকে মৃত্যু মুখে ঠেলে দিচ্ছে বিজেপি। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী ও অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় পরিবারের পাশে আছে বলে জানিয়েছেন বিশ্বজিৎ। বনগাঁ সাংগঠনিক জেলা বিজেপির সভাপতি বিকাশ ঘোষের দাবি, এই মৃত্যু জন্য তৃণমূল দায়ী। তারা যদি আতঙ্ক তৈরি না করত এই ঘটনা ঘটত না। মানুষকে সিএএ করতে দিচ্ছে না। মানুষের মধ্যে আতঙ্ক তৈরি করছে তৃণমূল।

বাঁকুড়া সম্মিলনী মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে আগুন

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: আউটডোর পরিষেবা চলাকালীন আচমকা আগুন লাগার ঘটনায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ল বাঁকুড়া সম্মিলনী মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে। শনিবার বেলা বারোটার কিছু পরে হাসপাতালের এমআরআই বিভাগে আগুন লাগতে দেখা যায়, যার ফলে ধোঁয়ায় ঢেকে যায় গোটা এলাকা। পরিস্থিতি দেখে আতঙ্কিত হয়ে পড়েন আউটডোরে চিকিৎসা করাতে আসা রোগী ও তাঁদের পরিজনেরা। শুরু হয় ছোটাছুটি, ছড়িয়ে পড়ে আতঙ্ক। খবর পেয়ে হাসপাতালের চিকিৎসক, নার্স ও কর্মীরা দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছান। তাঁদের তৎপরতায় প্রাথমিকভাবে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনা হয়। পরে দমকল বাহিনীকেও খবর দেওয়া হলে একটি ইঞ্জিন এসে পৌঁছায় এবং পরিস্থিতি সম্পূর্ণভাবে নিয়ন্ত্রণে নেয়।

হাসপাতাল সূত্রে জানা গিয়েছে, ওই সময় এমআরআই বিভাগে রুটিন মেইনটেন্যান্সের কাজ চলছিল। সেই কাজ চলাকালীনই কোনও কারণে আগুন লাগে বলে প্রাথমিকভাবে অনুমান করা হচ্ছে।

একই ট্রাকের নম্বর প্লেট ৩! চালককে পুলিশের হাতে তুলে দিল জনতা

নিজস্ব প্রতিবেদন, দুর্গাপুর: দুর্গাপুরে তিন নম্বর প্লেট নিয়ে ধরা পড়ল পণ্যবাহী ট্রাক, উত্তেজনা গোল পার্ক এলাকায়। দুর্গাপুরের সগড়ভাঙা কলোনির গোল পার্ক এলাকায় শনিবার সকালে চাঞ্চল্য ছড়ায় একটি পণ্যবাহী ট্রাককে ঘিরে। অভিযোগ, একটি ট্রাকে ব্যবহার করা হচ্ছিল তিনটি নম্বর প্লেট, যার মধ্যে একটি বৈধ হলেও বাকি দুটি ছিল অবৈধ। ঘটনাটি ঘটে দুর্গাপুর পুরসভার ২৯ নম্বর ওয়ার্ডের গোল পার্ক সংলগ্ন এলাকায়। স্থানীয়দের অভিযোগ, ওই এলাকায় একাধিক কারখানা থাকায় নিয়মিত ভারী যান চলাচল হয় এবং পণ্যবাহী ট্রাকের বেপরোয়া গতি সাধারণ মানুষের নিরাপত্তার জন্য বড়সড় ঝুঁকি হয়ে উঠেছে।

শনিবার কলোনির স্থানীয় বাসিন্দা বিকাশ ঘটক লক্ষ্য করেন, ট্রাকের চালক একটি নম্বর প্লেট খুলে ভিন রাজ্যের অন্য একটি নম্বর প্লেট লাগাচ্ছেন। বিষয়টি সন্দেহজনক মনে হওয়ায় স্থানীয়রা ট্রাকটিকে ঘিরে ধরে চালককে হাতেনাতে আটক করেন। চালক পালানোর চেষ্টা করলে উত্তেজিত জনতা তাকে আটকে দেয়। স্থানীয়দের প্রশ্ন, একটি ট্রাক অথচ একাধিক নম্বর প্লেট, কী ভাবে সম্ভব? জিজ্ঞাসাবাদের সময় ট্রাক চালক ফাইন্যান্স সংক্রান্ত ঝামেলা এড়ানোর জন্য এই কাজ করেছেন বলে স্বীকার করেন বলে দাবি স্থানীয়দের।

খবর পেয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছয় কোকওভেন থানার পুলিশ এবং মুচিপাড়া সাব-ট্র্যাফিকের আধিকারিকরা। উত্তেজিত জনতার হাত থেকে ট্রাক চালককে উদ্ধার করে থানায় নিয়ে যাওয়া হয় এবং ট্রাকটি আটক করা হয়। এক ট্র্যাফিক আধিকারিক জানান, নম্বর প্লেট পরিবর্তন করা সম্পূর্ণ বেআইনি এবং এই ঘটনায় প্রয়োজনীয় আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

'উন্নয়নের পাঁচালি'তে রাজনৈতিক মানবিকতা

নিজস্ব প্রতিবেদন, শ্যামপুর: 'কিরে ছেলেরা ঠিকঠাক দেখাশোনা করছে তো?' নির্বাচনের আগে রাজ্যের শাসক দল তৃণমূল কংগ্রেসের ঘোষিত কর্মসূচি উন্নয়নের পাঁচালী নিয়ে হাওড়ার শ্যামপুর থানা এলাকার ডিঙা খোলা গ্রাম পঞ্চায়েতের বুথে বুথে ঘোরার পথে এ কথা সহকর্মী শিক্ষক ৭৫ বছর বয়সি অনাথ বন্ধু সামন্তের খোঁজখবর নিতে গিয়ে আবেগঘন হয়ে পড়লেন বিধায়ক। আর চোখ হারানো বন্ধু অনাথ বন্ধুকে দেখে সকলের অজ্ঞাতে চোখ মুছলেন খোদ বিধায়ক।

উল্লেখ্য, অনাথ বন্ধুবাবু শ্যামপুরের বিধায়ক ও প্রাক্তন শিক্ষক কালীপদ মণ্ডলের সহকর্মী ছিলেন। পরে অনাথ বন্ধুবাবু প্রাইমারিতে চাকরি করে অবসর নেন। দু'জনেই এখনও হরিহর আত্মা। অনাথ বন্ধু বাবুদের বাড়িতে বিভিন্ন সময়ে চড়ুইভাতির স্মৃতিচারণও উঠে এল 'উন্নয়নের পাঁচালি' কর্মসূচিতে গিয়ে। কিছুক্ষণ নস্টালজিক জনকেই নজর বন্দি করলেন ডিঙাখোলা এলাকার কৃষ্ণেন্দু পুরকাইত, শান্তি মাইতি, মন্দিরা মণ্ডলের মতো নেতৃত্ব। পরে এটিকে শুধু রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে দেখা উচিত নয় বলে মন্তব্য করলেন হাওড়া গ্রামীণ জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের অন্যতম সম্পাদক জুলফিকার আলী মোল্লা।

জানা গিয়েছে, অসুস্থতার জন্য চোখ হারিয়েছেন অনাথ বন্ধু বাবু। কিন্তু কালীপদ বাবুর কথা শুনেই জড়িয়ে ধরলেন। একদা বন্ধুর এই শারিরীক অবস্থা দেখে অলক্ষ্যে চোখ মুছলেন কালীপদবাবু। আর রাজনীতির মানবিকতা ফুটে উঠল এদিন।

ভারতের সিঁদুর অভিযানের পর সংবিধান বদলেছে পাকিস্তান

নয়াদিল্লি, ১০ জানুয়ারি: ভারতের সিঁদুর অভিযানের ফলেই পাকিস্তান নিজেদের সংবিধান বদলাতে বাধ্য হয়েছে। এমনটাই মনে করছেন ভারতের সেনা সর্বাধিনায়ক অনিল চৌহান। তাঁর মতে, ভারতের অভিযানের পরেই প্রতিরক্ষায় পাকিস্তানের বেহাল দশা সকলের সামনে চলে এসেছে। সেই ফাঁকফোকর ঢাকতেই ইসলামাবাদ তড়িঘড়ি নিজেদের সংবিধান সংশোধন করেছে। বস্তুত, অপারেশন সিঁদুরের আগে পাকিস্তানে সেনা সর্বাধিনায়কের মতো কোনও পদ ছিল না। সিঁদুর অভিযানের পর পরই সংবিধান সংশোধন করে ওই পদ তৈরি করে ইসলামাবাদ। সংবিধান সংশোধন বলতে সেই কথাই বোঝাতে চেয়েছেন জেনারেল চৌহান।

মহারাষ্ট্রের পুনেতে এক আলোচনাসভায় বক্তৃতার সময়ে ভারতের সেনা সর্বাধিনায়ক পদের গুরুত্বও বোঝান জেনারেল চৌহান। তিন বাহিনীর মধ্যে সমন্বয়ের ক্ষেত্রে এই পদ যে যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ, তা-ও বোঝান তিনি। একই সঙ্গে পাকিস্তানের খামতির কথাও তুলে ধরেন তিনি। এ প্রসঙ্গে শুধু অপারেশন সিঁদুরই নয়,

উরি এবং বালাকোটে হামলার পরে ভারতের জবাবের কথাও উল্লেখ করেন তিনি। অতীতের ওই অভিযানগুলির অভিজ্ঞতাও কৌশলগত ভাবে ভারতকে এগিয়ে রেখেছে বলে মনে করেন তিনি। জেনারেল চৌহান বলেন, 'সংবিধান সংশোধন-সহ পাকিস্তানে তাড়াহুড়ো করে যে পরিবর্তনগুলি করা হয়েছে, তা আসলে এটাই বুঝিয়ে দেয় যে অভিযানের সময়ে তাদের সব কিছু ঠিকঠাক ছিল না। এই অভিযানের পরে পাকিস্তান নিজেদের অনেক ত্রুটি এবং ঘাঁটতি খুঁজে পেয়েছে।'

পাকিস্তানের পার্লামেন্টে বিল পাশ করানো হয় এই পদ তৈরির জন্য জন্য। সে দেশের সংবিধানের ২৪৩ নম্বর ধারা সংশোধন করে বিল পাশ করানো হয়। ওই সংশোধনীর মাধ্যমেই পাকিস্তানের সশস্ত্র বাহিনীর তিন শাখার (স্থল, নৌ ও বায়ুসেনা) প্রধান হিসাবে 'চিফ অফ ডিফেন্স ফোর্সেস' পদ তৈরি করা হয়। সেই পদে বসানো হয় মুনিরকে।

পাকিস্তানে বর্তমানে সশস্ত্র বাহিনীর প্রধান বা সেনা সর্বাধিনায়ক (চিফ অফ ডিফেন্স ফোর্সেস) পদে রয়েছেন পাক সেনার ফিল্ড মার্শাল মুনির। সিঁদুর অভিযানের পরেই তাঁর এই পদোন্নতি হয়েছে। গত বছর ভারত-পাকিস্তান সংঘর্ষের সময়ে রাওয়ালপিন্ডিতে এমন কোনও পদেরই অস্তিত্ব ছিল না। মুনির তখন ছিলেন 'চিফ অফ আর্মি স্টাফ' (স্থলসেনা প্রধান)। অপারেশন সিঁদুরে ভারতের কাছে পর্যুদস্ত হওয়ার পরেই তড়িঘড়ি এই পদ তৈরি করে পাকিস্তান।

পথচারীদের ভিড়ে গাড়ি চালিয়ে ১৫ জনকে চাপা মত্ত চালকের, মৃত এক, সঙ্কটে চার

জয়পুর, ১০ জানুয়ারি: রাজস্থানের জয়পুরে মত্ত চালকের গাড়ির নীচে চাপা পড়লেন ১৫ জন। ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় এক জনের। আহত হয়েছেন ১৪ জন। তাঁদের উদ্ধার করে হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়েছে। আহতদের মধ্যে চার জনের অবস্থা সঙ্কটজনক বলে জানা গিয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী ভজনলাল শর্মা এই দুর্ঘটনায় মৃতের পরিবারের প্রতি সমবেদনা জানিয়েছেন।

আহতদের চিকিৎসার সব রকম ব্যবস্থা করার নির্দেশ দিয়েছেন জেলা প্রশাসনকে। আহতদের দেখতে হাসপাতালে যান রাজ্যের স্বাস্থ্যমন্ত্রী গজেন্দ্র সিং খিমসার। পুলিশ সূত্রে খবর, একটি অডি গাড়ি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে প্রথমে ডিভাইডারে ধাক্কা মারে। তার পর সেটি ফুটপাথে উঠে গিয়ে একের পর এক পথচারীকে চাপা দিতে দিতে এগিয়ে যায়। তার পর রাস্তার পাশে থাকা একটি

দোকানে ধাক্কা মেরে সেটিকে ৩০ মিটার হিঁচড়ে নিয়ে যায়। রাস্তার পাশে দাঁড় করানো বেশ কয়েকটি গাড়িও ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে বলে প্রত্যক্ষদর্শীরা জানিয়েছেন। তার পর সেই গাড়িটি একটি গাছে গিয়ে ধাক্কা মেরে থেমে যায়।

এই ঘটনায় হুলস্থুল পড়ে যায়। স্থানীয়েরাই আহতদের উদ্ধার করেন। খবর দেওয়া হয় পুলিশেও। পুলিশ জানিয়েছে, আহতদের মধ্যে রমেশ বৈরওয়া নামে এক ব্যক্তির মৃত্যু হয়েছে এই দুর্ঘটনায়। প্রাথমিক তদন্তে পুলিশ জানতে পেরেছে, গাড়িতে চার জন ছিলেন। প্রত্যেকেই ছিলেন মত্ত অবস্থায়। এই ঘটনার পরই তিন জন পালিয়ে যান। তবে স্থানীয়েরা এক জনকে ধরে পুলিশের হাতে তুলে দেন। ধৃতের নাম দীনেশ রনওয়ান। তিনি চুরুর বাসিন্দা। গাড়িটি চালাচ্ছিলেন দীনেশই, এমনটাই জানতে পেরেছে পুলিশ। তদন্তকারী এক আধিকারিক জানিয়েছেন, গাড়িটিকে বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। বাকি তিন অভিযুক্তের খোঁজে তল্লাশি চালানো হচ্ছে।

ওড়িশায় জরুরি অবতরণের সময় ভেঙে পড়ল বিমান, জখম অন্তত ৬

ভুবনেশ্বর, ১০ জানুয়ারি: জরুরি অবতরণের সময় ভেঙে পড়ল যাত্রিবাহী ছোট বিমান। শনিবার দুপুরে ওড়িশার রাউরকেলার অদূরে দুর্ঘটনাটি ঘটেছে। ঘটনায় আহত হয়েছেন চার যাত্রী-সহ ছয় জন। তাঁদের উদ্ধার করে হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে।

সংবাদসংস্থা পিটিআইয়ের প্রতিবেদন সূত্রে খবর, শনিবার রাউরকেলা থেকে ১০ কিলোমিটার দূরে জলদায় একটি বেসরকারি বিমানসংস্থার ছোট বিমান সি-২০৮ দুর্ঘটনার কবলে পড়ে। ন'টি আসনবিশিষ্ট ওই বিমানে চার জন যাত্রী এবং দু'জন ক্রু সদস্য ছিলেন। বিজু পট্টনায়ক আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের ডিরেক্টর প্রসন্ন প্রধান জানিয়েছেন, ইন্ডিয়া ওয়ান এয়ারলাইন্সের ওই বিমানটি ভুবনেশ্বর থেকে রাউরকেলার দিকে যাচ্ছিল। জানা গিয়েছে, অবতরণের কিছু ক্ষণ আগে বিমানে যান্ত্রিক ত্রুটি দেখা দিয়েছিল। বিপদ বুঝে 'মে ডে' কলও দেন পাইলট। কিন্তু জরুরি অবতরণের সময় বিমানটি ভেঙে পড়ে। ওড়িশার বাণিজ্য ও পরিবহণমন্ত্রী বিবি জেনা বলেন, 'ভুবনেশ্বর থেকে রাউরকেলাগামী ওই বিমানে মোট ছ'জন ছিলেন। তাঁরা আহত হয়েছেন। তবে কারও আঘাত গুরুতর নয়। আপাতত সকলের অবস্থা স্থিতিশীল।' খবর পেয়ে তড়িঘড়ি দুর্ঘটনাস্থলে পৌঁছোয় উদ্ধারকারী দল এবং দমকল। আহতদের উদ্ধার করে হাসপাতালে পাঠানো হয়। ইতিমধ্যে রাজ্য সরকারের তরফে বিষয়টি অসামরিক বিমান চলাচল দপ্তরের ডিরেক্টর জেনারেলকে জানানো হয়। কী ভাবে ওই দুর্ঘটনা ঘটল, খতিয়ে দেখা হচ্ছে তা-ও।

দক্ষিণ কোরিয়াকে হুঁশিয়ারি প্রশাসক কিম জংয়ের

পিয়ংইয়ং, ১০ জানুয়ারি: তাদের আকাশসীমায় দক্ষিণ কোরিয়ার ড্রোন ঢুকে পড়েছে। এই অভিযোগ তুলে দক্ষিণ কোরিয়াকে 'বড় মূল্য চোকানোর' হুঁশিয়ারি দিল উত্তর কোরিয়া। যদিও পিয়ংইয়ংয়ের এই অভিযোগ অস্বীকার করেছে সিওল। এক বিবৃতি জারি করে উত্তর কোরিয়ার সেনা দাবি করেছে, সীমান্তলাগোয়া একটি শহরে দক্ষিণ কোরিয়ার ড্রোন উড়তে দেখা গিয়েছে। তৎপরতার সঙ্গে সেনা সেই ড্রোনকে গুলি করে নামিয়েছে। ওই বিবৃতিতে আরও দাবি করা হয়েছে, ড্রোনে দু'টি ক্যামেরা লাগানো ছিল।

গাজায় ফের ইজরায়েলি হানা, নিহত ১৩

গাজা সিটি, ১০ জানুয়ারি: ডোনাল্ড ট্রাম্পের পৃষ্ঠপোষকতায় যুদ্ধবিরতি ঘোষণা হয়েছিল ঠিকই। কিন্তু তা টিকল না। প্যালেস্তাইনি ভূখণ্ডে আবার হামলা চালাল ইজরায়েলি। ইহুদি সেনার হামলায় গাজায় প্রাণ গেল ১৩ জনের। নিহতদের মধ্যে বছর তেরোর এক শিশু রয়েছে বলে জানিয়েছে গাজার স্বাস্থ্য দপ্তরের আধিকারিকেরা।

ঘটনাচক্রে, আগামী সপ্তাহেই গাজা শান্তি চুক্তি মেনে 'বোর্ড অফ পিস'-এর সদস্যদের নাম ঘোষণা করার কথা মার্কিন প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের। তার আগেই গাজায় হামলা ইজরায়েলের। যদিও বেঞ্জামিন নেতানিয়াহুর দেশের দাবি, গাজা থেকে ক্ষেপণাস্ত্র হামলা চালানোর চেষ্টা করেছিল হামাস। যদিও তা ব্যর্থ হয়। তার পরেই প্রত্যাঘাত করা হয় বলে দাবি করেছে ইজরায়েল। মাস তিনেক আগে ট্রাম্পের ২০ দফা শর্ত মেনে সংঘর্ষবিরতিতে রাজি হয় ইজরায়েল এবং হামাস। সেই সময় 'বোর্ড অফ পিস' নামে একটি উপদেষ্টা কমিটি গঠনের কথা বলেছিলেন ট্রাম্প। এই কমিটির কাজ পশ্চিম এশিয়ায়, বিশেষত ইজরায়েল এবং গাজায় কী ভাবে শান্তি ফেরানো যায়, তার জন্য কী কী পদক্ষেপ করা যেতে পারে,

প্রায় দেড় যুগ পর বরোদায় প্রত্যাবর্তন টিম ইন্ডিয়ার! কেমন হতে চলেছে টিম কম্বিনেশন?

নিজস্ব প্রতিবেদন: শহরের কোলাহল থেকে বেশ কিছুটা দূরেই বরোদার নতুন কোতাম্বি স্টেডিয়াম। আধুনিক সুযোগ-সুবিধায় ঠাসা এই মাঠ দীর্ঘদিন ধরেই আন্তর্জাতিক ক্রিকেট ফেরার অপেক্ষায় ছিল। অবশেষে সেই প্রতীক্ষার অবসান। টানা ষোলো বছর পর আবার আন্তর্জাতিক ম্যাচ আয়োজন করতে চলেছে গুজরাটের এই শহর। প্রতিপক্ষ নিউজিল্যান্ড, আর আশ্চর্যের বিষয়, ২০১০ সালে বরোদার রিলায়েন্স স্টেডিয়ামে শেষ যে আন্তর্জাতিক ম্যাচটি হয়েছিল, সেটিও ছিল ভারত বনাম নিউজিল্যান্ড। যেন ইতিহাস নিজেই ফিরে আসছে নতুন ঠিকানায়।

এক দশকেরও বেশি সময় পর বরোদায় নামছে টিম ইন্ডিয়া। ফলে শহরজুড়ে উন্মাদনা তুঙ্গে থাকাটাই স্বাভাবিক। মাঠের বাইরে থেকে শুরু করে স্টেডিয়ামের আশপাশ;সব জায়গাতেই ক্রিকেট নিয়ে আলোচনা। ভারতীয় শিবিরেও মেজাজ বেশ ফুরফুরে। বিরাট কোহলি, যশস্বী জয়সওয়ালরা অনেক আগেই বরোদায় পৌঁছে গিয়েছিলেন। ম্যাচের আগের দিন নেটে দীর্ঘক্ষণ প্র্যাকটিস করেন বিরাট। শুক্রবার দলের প্রায় সব সদস্যই শহরে এসে পৌঁছন।

বিকেল পাঁচটা থেকে মূল স্টেডিয়ামে ভারতের প্র্যাকটিস সেশন শুরু হয়। তবে বিরাট কিংবা রোহিত শর্মা, কেউই খুব বেশি সময় ব্যাটিং করেননি। মূলত হালকা অনুশীলন আর শরীর ঝালিয়ে নেওয়াতেই মন দেন সিনিয়র ক্রিকেটাররা। গোটা ট্রেনিং সেশনে ক্রিকেটারদের হাসিখুশি মেজাজেই দেখা যায়। বিশেষ করে রোহিত ও বিরাটকে একে অপরের সঙ্গে দীর্ঘক্ষণ আড্ডা দিতে দেখা যায়, যা দলের ইতিবাচক পরিবেশেরই ইঙ্গিত।

এই প্র্যাকটিসের মধ্যেই চোখে পড়ে একটি বিশেষ দৃশ্য। তরুণ ওপেনার যশস্বী জয়সওয়ালকে নিয়ে বেশ কিছুক্ষণ আলাদা করে সময় কাটান বিরাট কোহলি। দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে ওয়ানডে সিরিজে শুভমন গিল না-থাকায় রোহিতের সঙ্গে ওপেন করেছিলেন যশস্বী। যদিও প্রথম দু'টি ম্যাচে ভালো শুরু করেও ইনিংস বড় করতে পারেননি তিনি। শেষ ম্যাচে অবশ্য দুরন্ত সেঞ্চুরি হাঁকান। সেই অভিজ্ঞতার আলোকে বিরাট এদিন যশস্বীকে একাধিক বিষয় বুঝিয়ে দেন। ব্যাটিংয়ের টেকনিক, শট নির্বাচন কিংবা মানসিক প্রস্তুতি;সব মিলিয়ে যেন এক বিশেষ মাস্টারক্লাসই চলল।

নিউজিল্যান্ড সিরিজের মূল আকর্ষণ যে বিরাট কোহলি ও রোহিত শর্মা, তা নতুন করে বলার কিছু নেই। ঘরের মাঠে দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে সিরিজে দু'জনেই ছিলেন দুরন্ত ফর্মে। শুধু আন্তর্জাতিক ক্রিকেট নয়, সিরিজের আগে ঘরোয়া ক্রিকেটেও নিজেদের ঝালিয়ে নিয়েছেন তাঁরা। বিজয় হাজারে ট্রফিতে রান করেছেন দু'জনেই। 'রো-কো' ফর্মে থাকলে দলের বাকি ক্রিকেটারদের কাজ যে অনেকটাই সহজ হয়ে যায়, তা ভালো করেই জানে ভারতীয় শিবির।

টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের কথা মাথায় রেখে এই ওয়ানডে সিরিজে বিশ্রাম দেওয়া হয়েছে জশপ্রীত বুমরাকে। ফলে ওয়ানডে দলে ফিরেছেন মহম্মদ সিরাজ। বিজয় হাজারে ট্রফিতে দুর্দান্ত পারফরম্যান্সের সুবাদে অর্শদীপ সিংয়ের সঙ্গে সিরাজের জুটি দেখার সম্ভাবনাই বেশি। ঘরের মাঠে ভারত তিন স্পিনার নিয়ে নামতে পারে, রবীন্দ্র জাদেজা, কুলদীপ যাদবের সঙ্গে ওয়াশিংটন সুন্দর। হার্দিক পাণ্ডিয়া না-থাকায় পেসার অলরাউন্ডার হিসেবে নীতীশ রেড্ডির খেলার সম্ভাবনাও রয়েছে। যদিও চূড়ান্ত একাদশ এখনও ঠিক হয়নি। ম্যাচের আগের দিন শনিবার পিচ ও কন্ডিশন দেখেই শেষ সিদ্ধান্ত নেবে টিম ম্যানেজমেন্ট। এদিকে নিউজিল্যান্ড দলও অনুশীলন সেরে নিয়েছে।

গত বছর টেস্ট সিরিজে ভারতকে হোয়াইটওয়াশ করার স্মৃতি থাকলেও, ওয়ানডে সিরিজে সেসব টেনে আনতে নারাজ ব্রেসওয়েলরা। তবে তারা জানে, বিরাট-রোহিতদের থামাতে না পারলে ভারতের মাটিতে সিরিজ জেতা কার্যত অসম্ভব।

বেতন কাটছাঁট নিয়ে ভিন্ন মত ময়দানের দুই প্রধানের

নিজস্ব প্রতিবেদন: অবশেষে কেটেছে অনিশ্চয়তার কালো মেঘ। আগামী ১৪ ফেব্রুয়ারি থেকে শুরু হবে আইএসএল। বল গড়াবে ভারতীয় ফুটবলে। এই বছর কম ম্যাচ করে কোনওভাবে লিগ চালিয়ে যাওয়ার রাস্তা খুঁজে পেয়েছে ফেডারেশন। ক্লাবগুলির উপরই রয়েছে ম্যাচ আয়োজনের দায়িত্ব। এই অবস্থায় বেতন কমানোর জন্য ফুটবলারদের কাছে অনুরোধ করেছে একাধিক ক্লাব।

এই মরশুমে ছোট আকারে আইএসএল হচ্ছে। ফলে অনেক ক্লাবই ফুটবলারদের বেতন কমানোর কথা ভাবছে। এই বিষয়ে মোহনবাগানের বক্তব্য নিয়ে দেবাশিস দত্ত বলেন, খেলোয়াড়দের কি দোষ? তাদের কোনও দোষ নেই। এই বছর কম দেওয়া হলেও, সামনে মরশুমে যখন বেশি ম্যাচ খেলবে তখন কি বেশি বেতন দেবেন? আমরা একটা মরশুমের জন্য সই করায়। তবে দুর্ভাগ্য যে ফুটবল হয়নি। মোহনবাগান একমাত্র দল যারা প্র্যাক্টিস চালিয়ে গিয়েছে।

নাম না-করে ইস্টবেঙ্গলকেও খোঁচা দিয়ে রাখলেন তিনি। মোহনবাগান সভাপতি বলেন, 'ক্লাবেরাই ভারতবর্ষের ফুটবলে আসল ইনভেস্ট করে। তবে ক্লাবগুলির কোনও গুরুত্ব ছিল না, ভোটিং পাওয়ার ছিল না। কিন্তু তারাই ঢালে, এদিকে তাদের কোনও গুরুত্ব নেই। সমাধান সূত্র বের করে ক্লাবেরাই সব ঠিক করল। কোনও দুই একজন ক্লাব অবশ্য বলেছিল, 'এটা আমাদের কাজ নয়।' কিন্তু বাকি ক্লাবরা যা করতে পারল, একটা বড় নিদর্শন হয়ে থাকবে।'

ইস্টবেঙ্গল শীর্ষকর্তা দেবব্রত সরকার বলেন, 'ইস্টবেঙ্গলে কি প্রভাব পড়বে বলা যাচ্ছে না, আপাতত তো এইরকম কিছু নেই, কাল কি হবে কেউ বলতে পারে না। যারা ইনভেস্ট করে তাদের কথাও ভাবতে হয়। খেলোয়াড়দের কথাও ভাবতে হবে। যেহেতু টুর্নামেন্টে অর্ধেক ম্যাচ হবে, আমি শুনলাম ব্যাঙ্গালোর ফুটবলারদের বলেছে ২০ বেতন কমিয়ে খেলতে হবে, তারা নাকি রাজিও হয়েছে। গোয়াও নাকি একই পথ বেছে নেবে। যদি খেলোয়াড়েরা খুশি হয়ে রাজি হয় তা হলে ভালো।'

মালয়েশিয়া ওপেনের সেমিফাইনালে সিন্ধুর হার

কুয়ালালামপুর, ১০ জানুয়ারি: শনিবার মরশুমের উদ্বোধনী মালয়েশিয়া ওপেন সুপার ১০০০ -এর মহিলা একক সেমিফাইনালে চিনের ওয়াং ঝিইয়ের কাছে সরাসরি গেমে পরাজয়ের মাধ্যমে ভারতীয় শাটলার পিভি সিন্ধুর চিত্তাকর্ষক সাফল্যের সমাপ্তি ঘটে। অক্টোবর থেকে পায়ের চোট কাটিয়ে ফিরে আসার পর প্রথম টুর্নামেন্ট খেলতে নেমে, দুইবারের অলিম্পিক পদকজয়ী এই খেলোয়াড় বিশ্বের দ্বিতীয় নম্বর খেলোয়াড়ের বিরুদ্ধে চাপ ধরে রাখতে লড়াই করেছিলেন, কিন্তু ১৬-২১, ১৫-২১ ব্যবধানে হেরে যান। এই পরাজয়ের ফলে টুর্নামেন্টে ভারতের অভিযানও শেষ হয়ে যায়।

মহিলা আইপিএলে অবিশ্বাস্য জয় বেঙ্গালুরুর

মুম্বই, ১০ জানুয়ারি: শেষ চার বলে ১৮ রানের পেল কঠিন সমীকরণ মিলিয়ে দিয়ে দলকে জেতালেন দক্ষিণ আফ্রিকার ন্যাডিন ডি ক্লার্ক। এমন রুদ্ধশ্বাস সমাপ্তির দেখা মিলেছে ভারতের মহিলা প্রিমিয়ার লিগের চতুর্থ আসরের উদ্বোধনী ম্যাচে। গতবারের চ্যাম্পিয়ন মুম্বই ইন্ডিয়ান্সকে ৩ উইকেট হারিয়ে শিরোপা পুনরুদ্ধারের অভিযান শুরু করেছে রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু।

নভি মুম্বইয়ে শুক্রবার রাতে মুম্বই ইন্ডিয়ান্সের দেওয়া ১৫৫ রানের লক্ষ্য তাড়ায় শেষ ওভারে বেঙ্গালুরুর প্রয়োজন ছিল ১৮ রান, হাতে উইকেট ৩টি। এই অবস্থায় দলকে জেতালেন ডি ক্লার্ক। বীরোচিত ব্যাটিংয়ের আগে বল হাতেও দলের সফলতম বোলার ডি ক্লার্কই।

চার ওভারে ২৬ রানে ৪ উইকেট নেন দক্ষিণ আফ্রিকার এই পেস বোলিং অলরাউন্ডার। পরে ৭ চার ও ২ ছক্কায় ৪৪ বলে অপরাজিত ৬৩ রানের ইনিংস খেলে ম্যাচের সেরা হয়েছেন তিনি।

বোলিং ও ব্যাটিং, দুটিই তার টি-টোয়েন্টি কেরিয়ার সেরা পারফরম্যান্স।

বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন

৯৮৩১৯১৯৭৯১

TENDER

E- Tenders are invited by the Prodhan, Raghunathpur Gram Panchayat (Under Tehatta- I Panchayat Samity), Vill + P.O.- Raghunathpur, Nadia. **NIET No.19/15th CFC (Tied) 2025-26, Memo No. RGP/04, and 20/15th CFC (UnTied) 2025- 2026 Memo No.RGP/05, Dt.09.01.2026** visit **www.wb-tenders.gov.in.** Last date of submission 24.01.2026 upto 6 p.m. And sealed tender **NIT No.18, Memo No RGP/03,** Last date of application **19.01.2026 up to 4p.m.**

Sd/- Prodhan,
Raghunathpur Gram Panchayat.

E-TENDER

E- Tenders invited by the Prodhan, Pipulbaria Gram Panchayat (Under Karimpur-I Panchayat Samity), Pipulbaria, Nadia. **NIET No. 11/15TH C.F.C (TIED)/PGP/2025-26**. Last date of submission **18.01.2026 up to 4p.m** For details contact to the office or visit **www.wbtenders.gov.in**

Sd/- Prodhan,
Pipulbaria Gram Panchayat.

e-Tender Notice

N.I.e-T. No: 47/2025-2026/APAS, vide Memo No.: 66/Bh-I Block, dated 07/01/2026 (Details: http://wbtenders.gov.in).

Sd/- Block Development Officer
Bharatpur-I B.D.O, Murshidabad

BHADURA HARIDAS GRAM PANCHAYET
Diamond Harbour-II Dev.Block. Vill-Pana, P.O-Panarhat, P.S-Ramnagar, Dist-South 24 PGS. Pin-743504, E-Mail:-Pradhan.bharidas @gmail.com

Notice of Inviting E-Tender.

E-Tenders are invited by the undersigned for :- 1. BHGP/E-TENDER/2025-2026/28 Date-06/01/2026 **Tender ID 2026_ZPHD_983892_1**, 2. BHGP/E-TENDER/2025-2026/29 Date-09/01/2026 **Tender ID 2026_ZPHD_985978_1,** 3. BHGP/E-TENDER/2025-2026/30 Date-09/01/2026 **Tender ID 2026_ZPHD_985994_1** Have been invited. Contact the office of the u/s & Visit **www.wbtenders.gov.in** for Details. Last Date of applicaton is **14/01/2026 05.10 P.M , 21/01/2026 11.00 A.M & 11.05 A.M.**

Sd/-Pradhan
Bhadura Haridas.G.P

SARATCHANDRA GRAM PANCHAYAT
Bagnan-II Development Block
Mellock, Bagnan, Howrah
Notice Inviting e-Tender

NIT No. WB/HZP/SARATCHANDRA GP/NIET-18/2025-26 (3rd Call), Sl. 1-2, WB/HZP/SARATCHANDRA GP/NIET-19/2025-26 (3rd Call), Sl. 1-5, WB/HZP/SARATCHANDRA GP/NIET-23/2025-26 (2nd Call), Sl. 1-3, WB/HZP/SARATCHANDRA GP/NIET-24/2025-26 (3rd Call), Sl. 1-6, WB/HZP/SARATCHANDRA GP/NIET-30/2025-26 (3rd Call), Sl. 1-3, WB/HZP/SARATCHANDRA GP/NIET-32/2025-26 (2nd Call), Sl. 1-4, Date-10.01.2026. Bid Submission Start Date : **11.01.2026 from 12:00 Noon.** Bid Submission End Date : **17.01.2026 up to 11:00 AM.** Technical Bid Opening Date : **19.01.2026 at 11:00 AM.** For details information visit website: **https://tenders.wb.gov.in**

Sd/-
Pradhan
Saratchandra Gram Panchayat

Abridge Tender Notice
NIT NO-WB/PM/CHP/EO/NIT_28/2025-26

E-Tenders are hereby invited by Executive Officer on behalf of Chandipur Panchayat Samity. Last Date of submission of tender is on **16th January, 2026 up to 17:00 hrs.** All other details will be available in **www.wbtenders.gov.in** or in the office notice board during office hours up to maintain date.

Sd/-
Executive Officer
Chandipur Panchayat Samity

Nabastha-I Gram Panchayat
Ausha, Nabastha, Purba Bardhaman
Notice Inviting e-Tender

e-Tenders are invited from Reputed & Bonafied Tenderer vide **Memo No.: 12/N1GP (NIT No.: WB/BWN/N1. G.P./NIT-02/2025-26), Date-08/01/2026** for 03 nos. scheme under **15th CFC Fund.** Bid Submission Start Date: **10/01/2026 from 10:00 AM.** Bid Submission Closing Date: **24/01/2026 up to 10:00 AM.** Bid Opening Date (Technical): **27/01/2026 at 12:00 PM.** For details visit **www.wbtenders.gov.in** & undersigned GP Office.

Sd/-
Prodhan
Nabastha-I Gram Panchayat

Basudevpur Gram Panchayat
Basudevpur, Shankarpur, Daspur, Paschim Medinipur, 721211
NOTICE INVITING E-TENDER 1st Call
WBPMID/BASU/GP/NIT-08/25-26, Memo No.- 42, Date- 08.01.2026

Tender Throught inviting by the under singned from the bonafide and experienced contractor, Registred engineers co-opp socities & lobaur co-opp socities having credential of similar type of work at Basudevpur Gram Panchayat Under Daspur-I Panchayat Samiti. Bid Submission Start Date : **10/01/2026**. Bid Submission End Date: **22/01/2026** and Bid Opening Date: **26/01/2026.** For Details Please Visit website **http://wbtenders.gov.in**

Sd/-
Pradhan
Basudevpur Gram Panchayat

Durgapur Municipal Corporation
City Centre, Durgapur - 713216, Dist.- Paschim Bardhaman
Notice Inviting e-Tender

1) Name of the Work : Fixing of Grill at Ranapratap St. no mid of 27 & 29 Sanskrit Mancha, within Ward No.-10 under DMC
e-Tender No. : WBDMC/W/557(APAS) of 25-26
Tender ID : 2026_MAD_5007385_1 ● Est. Amt: Rs. 1,25,734.00

2) Name of the Work : Supply and installation of steel tubular pole with LED street light fittings for illumination at the Park in between street no.-3A/1, 3A/3 SEPCO, within Ward No.-05
e-Tender No. : WBDMC/W/321(APAS) of 25-26(2nd Call)
Tender ID : 2026_MAD_5007403_1 ● Est. Amt: Rs. 1,20,556.00

3) Name of the Work : Supply and installation of steel tubular pole with LED street light fittings for illumination at the Park in front of street no.-3, SEPCO, within Ward No.-05
e-Tender No. : WBDMC/W/321(APAS) of 25-26(2nd Call)
Tender ID : 2026_MAD_5007403_2 ● Est. Amt: Rs. 2,30,040.00

4) Name of the Work : Supply and installation of steel tubular pole with LED street light fittings for illumination at the Park in front of street no.-9A/3, SEPCO, within Ward No.-05
e-Tender No. : WBDMC/W/321(APAS) of 25-26(2nd Call)
Tender ID : 2026_MAD_5007403_3 ● Est. Amt: Rs. 1,81,941.00

5) Name of the Work : Supply and installation of steel tubular pole with LED street light fittings for illumination at the Durga Puja Maidan, SEPCO within Ward No.-05
e-Tender No. : WBDMC/W/321(APAS) of 25-26(2nd Call)
Tender ID : 2026_MAD_5007403_4 ● Est. Amt: Rs. 2,29,651.00

Last Date : **17.01.2026 upto 09.00 a.m.**
For details: **tenders.wb.gov.in**

Sd/-
Executive Engineer, DMC

Printed and Published by **Krishnanand Singh** on behalf of **Narsingha Broadcasting Pvt. Ltd.** Printed at **LS.Publication, 4, Canal West Road, Kolkata 700015** and Published at **1, Old Court House Corner, 3rd Floor, Room no. 306(S), Tobacco House, Kolkata- 700001 RNI No. WBBEN/2006/17404,** Phone: 033-4001 9663 email- dailyekdin1@gmail.com **Editor: Santosh Kumar Singh**

নরসিংহ ব্রডকাস্টিং প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে কৃষ্ণানন্দ সিং কর্তৃক ১, ওল্ড কোর্ট হাউস কর্ণার, ৪র্থ তল, রুম নম্বর ৩০৬ (এস), টোবাকো হাউস, কলকাতা-৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত ও এলএস পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, ৪ ক্যানাল ওয়েস্ট রোড, কলকাতা-৭০০০১৫ থেকে মুদ্রিত।
RNI No. WBBEN/2006/17404, ফোন: ০৩৩-৪০০১ ৯৬৬৩, ইমেল: dailyekdin1@gmail.com **সম্পাদক: সন্তোষ কুমার সিং**

একদিন নবপত্রিকা

বিবেকানন্দের সংগীত চিন্তা

শুভেন্দু চ্যাটার্জী

স্বামী বিবেকানন্দের উল্লেখযোগ্য গুণ হল তিনি ছিলেন সুগায়ক, সংগীতের প্রতি তাঁর নিষ্ঠা অনুরাগ ও পারদর্শিতা সর্বজনবিদিত।স্বামী সারদানন্দ তাঁর সম্বন্ধে উল্লেখ করেছেন ‘ সুরেন্দ্রনাথ মিত্রের বাড়িতে শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের সঙ্গে বিবেকানন্দের যখন সাক্ষাৎ তথা প্রথম মিলন হয় তখন স্বামীজি দু চারটি বাংলা গান মাত্র শিক্ষা করেছেন। কিন্তু এ কথা অতীব সত্য যে বিবেকানন্দ তারও অনেক আগে থেকেই ব্রাহ্ম সমাজে অনেকগুলি ব্রহ্ম সংগীত শিক্ষা করেছেন তখন সতীর্থদের অনুরোধে তাকে মাঝে মাঝে বাংলা গান গেয়ে শোনাতে হতো। Life of Swami Vivekananda নামক গ্রন্থে উল্লেখিত আছে মাঝে মাঝেই জেনারেল অ্যাসেম্বলি ইন্সটিটিউশনের ছাত্ররা বিবেকানন্দের চারিদিকে জমায়েত হতো এবং তাকে বলতো একটা গান শোনাতে। আনন্দ সহকারে স্বামী বিবেকানন্দ তাদের গান শোনাতেন। ড.কালিদাস নাগ বসুমতি পত্রিকায় উল্লেখ করেছেন ১৮৭৯ থেকেই ১৬ বছরের নরেন্দ্রনাথ ব্রাহ্মসমাজাদি, নানা ধর্ম সম্প্রদায়ে যাতায়াত শুরু করেন। তারপর তিনি ব্রাহ্মসমাজে যাতায়াত ও মেলামেশা করার পূর্বেই বেনী উস্তাদের কাছে উচ্চাঙ্গ হিন্দুস্তানি গানের মত বাংলা গানও কিছু কিছু শিক্ষা করেছিলেন। ব্রাহ্মসমাজে মেলামেশার জন্য শ্রদ্ধেয় কেশব চন্দ্র সেন, শিবনাথ শাস্ত্রী ,কৃষ্ণ কুমার মিত্র, আনন্দমোহন বসু, চিরঞ্জীব শর্মা সংগীত শিল্পী দীনেন্দ্রনাথ ঠাকুরের পিতা দীপেন্দ্রনাথ ঠাকুর, কুঞ্জবিহারী দেব প্রভৃতির সাথে বিবেকানন্দের পরিচয় ঘটে। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সাথে বিবেকানন্দের পরিচয় ছিল। বিবেকানন্দ অনেক রবীন্দ্র সংগীত গাইতেন।

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের পৌত্র দীপেন্দ্রনাথ ছিলেন বিবেকানন্দের সহপাঠী। অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর জোড়াসাঁকোর ধারে নামক গ্রন্থে লিখেছেন ‘ বিবেকানন্দ দিপু দাদার সহপাঠি ছিলেন। তখন দুজনেই পড়তেন কলেজে। আমাদের বাড়িতে বিবেকানন্দ এলে দিপু দাদা বলতেন কে হে নরেন? বলে ছুটে এসে দেখা করতেন। এতই ছিল হৃদ্যতা ও ভালোবাসা’। প্রমথনাথ বসু বিবেকানন্দের কন্ঠ ও গীতি মাধুর্যের উল্লেখ করে বলেছেন ‘ স্বয়ং পরমহংস দেব নরেন্দ্র এই সুকন্ঠের সংগীতে একদিন মুগ্ধ হইয়া ভাবাবিষ্ট ও সমাধিষ্ঠ হইয়াছিলেন এবং ক্ষেত্রী রাজসভাতেও তিনি দরবারি, ইমন কল্যাণ ও বাগেশ্রী আলাপ করিয়া ও মৃদঙ্গ বাজাইয়া সকলকে মুগ্ধ করিয়াছিলেন’তিনি আরো লিখিয়া ছিলেন ‘ তিনি যেমন গাইতে পারিতেন তেমনি সুন্দর নাচিতেও পারতেন। প্রাচীন গ্রীকদের মধ্যে বিরোচিত কলা বলিয়া নৃত্য বিদ্যার খুব আদর ছিল এবং ধর্মসভা দিন সময় নৃত্যাদি অনুষ্ঠিত হইতো। নরেন্দ্র স্বাভাবিক কলানুরাগবশত নৃত্য কালে অঙ্গ সঞ্চালনের মাধুর্যে সকলের হৃদয় আকর্ষণ করিতে পারতেন, আর সেই সঙ্গে যদি সংগীতটি উচ্চ ভাববেন যোগ হতো তাহলে ভাবে প্রেরণায় নৃত্য সৌষ্ঠব আরো বর্ধিত হতো। এ বিষয়ে তিনি ঠিক গ্রিকদের মত ছিলেন। আর শৈশব সৌন্দর্য অনুরাগী স্বয়ং ও সুন্দর দর্শন তাহার উপর বহিসৌন্দর্যের সহিত অন্তর সৌন্দর্যের সম্বন্ধবে তা সুতরাং তাহার সুকন্ঠের সুধাস্রাবী সংগীত ও তৎসহ ললিত বপুর তরঙ্গায়িত ভঙ্গি যুগপৎ শ্রোতা ও দর্শকের প্রাণ হরণ করিত’।

স্বামীজিকে যখন জিজ্ঞেস করা হয় বিলাতি সংগীত কেমন? স্বামীজি উত্তরে বলেন খুব ভালো হার্মনির চূড়ান্ত যা আমাদের মোটেই নেই। তবে আমাদের অনভ্যস্ত কানে বড় ভালো লাগেনা। আমারও ধারণা ছিল যে ওরা কেবল শেয়ালের ডাক ডাকে। যখন বেশ মন দিয়ে শুনতে আর বুঝতে লাগলুম তখন অবাক হলুম। শুনতে শুনতে মোহিত হয়ে যেতাম। সকল আর্টের তাই।একবার চোখ বুলিয়ে গেলে একটি খুব উৎকৃষ্ট ছবির কিছু বুঝতে পারা যায় না। আমাদের দেশের যথার্থ সংগীত কেবল কীর্তনে আর ধ্রুপদে আছে।.....

ঝিঁঝিঁ পোকার রব খুব ভালো লাগে। সাঁওতালেরাও তাদের মিউজিক খুব উৎকৃষ্ট বলে জানে। সংগীত বিদ্যা তিনি শিক্ষা করেছিলেন সাম্প্রদায়িক সংকীর্ণতার ঊর্ধ্বে উঠে হিন্দু ও মুসলিম উভয় সঙ্গীত শিল্পীদের কাছ থেকে। পদাবলী কীর্তন সহজিয়া গান, বাউল গান, রামায়ণ গান, ঝুমুর ,দরজা হাফ আখড়া, কথকথা, শ্যামা সংগীত বাংলা টপ্পা ও টপ খেয়াল প্রভৃতি গীতাশ্রেণী তখনকার শিক্ষিত ও সাধারণ সমাজে এনেছিল এক জাগরণ ও আলোড়ন। রামপ্রসাদ, কমলাকান্ত কবিদের গানও তিনি গাইতেন। বিবেকানন্দের পরিবারেও সঙ্গীত চর্চা হতো। প্রমথ নাথ বসু ‘স্বামী বিবেকানন্দ’ নামক গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন ‘ সঙ্গীতাদি কলাবিদ্যার প্রতি তাহার পিতা- মাতা উভয়েরই বিশেষ অনুরাগ ছিল। স্বামীজি বলতেন তাহার পিতার সুকন্ঠ ছিলেন এবং নিধু বাবুর টপ্পা প্রভৃতি গাইতে পারিতেন। তাহার মাতা ভুবনেশ্বরী বৈষ্ণব ভিক্ষুক ও রাতভিখারি দিগের ভজন গান একবার মাত্র শুনিয়াই সুর, তাল, লয়ের সহিত আয়ত্ত করিতে পারতেন।... সর্বাপেক্ষা তাহার প্রতি বার বিকাশ হইয়াছিল সংগীতে। তিনি আর শৈশব সংগীত প্রিয় ছিলেন; অতি অল্প বয়সেই সংগীত চর্চায় মনোনিবেশ করিয়া যতদিন পর্যন্ত না উৎকৃষ্ট গায়ক বলিয়া লোকের নিকট পরিচিত হইয়াছিলেন ততদিন অধ্যবসায়ের সহিত সংগীত শিক্ষা করিয়াছিলেন। শিক্ষা ও সাধনা গুণে উহার ও উৎকর্ষ লাভ করিয়াছিল। (পৃষ্ঠা ৫৭)।

বিবেকানন্দের পিতা-মাতা পুত্রের সংগীতপ্রতিভার সম্বন্ধে। তাই যেখানেই সংগীত অনুষ্ঠান হতো তারা বিবেকানন্দকে নিয়ে যেতেন সেখানকার গান শোনার জন্য। বিবেকানন্দের স্মরণশক্তি ছিল অসাধারণ এবং তার কন্ঠ ছিল সুমিষ্ট। তাই যে কোন গান একবার শুনলেই তুমি তা অবিকল ভাবে পরিবেশন করতে পারতেন। তাই তার পিতা বিবেকানন্দকে বিশুদ্ধ সংগীত শিক্ষা দিতে মনস্থ করলেন এবং তার ব্যবস্থাও করলেন। প্রমোদনাথ বসু ‘স্বামী বিবেকানন্দ’ নামক গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন ‘প্রবেশিকা শ্রেণীতে পাঠের সময় হইতেই তিনি রীতিমতো গীতবাদ্যের চর্চা আরম্ভ করেন। সুপ্রসিদ্ধ সংগীত বিশারদ আহমদ খাঁর শিষ্য বেনী গুপ্ত নামে একজন উস্তাদের নিকট তিনি সংগীত শাস্ত্র শিক্ষা করিয়াছিলেন। ইনি কন্ঠ যন্ত্র উভয়বিদ সংগীতেই পারদর্শী ছিলেন। বিশ্বনাথ বাবু বাল্যাবধি পুত্রের সঙ্গীত প্রিয়তা লক্ষ্য করিয়াছিলেন এবং উপযুক্ত শিক্ষা না পাইলে উহাতে সন্মুখ অধিকার জন্মে না জানিয়া ইচ্ছা করিয়াছিলেন যে নরেন্দ্র ওস্তাদের নিকট হইতে রাগ রাগিনী শিক্ষা করেন ও তার লয় সম্বন্ধে বিধি মতো উপদেশ প্রাপ্ত হন তাল অনুসারে নরেন্দ্র চার- পাঁচ বছর ধরিয়া ওই উস্তাদের নিকট সংগীত শিক্ষা করিয়াছিলেন। তিনি বাজাইতেও বেশ শিখিয়াছিলেন কিন্তু সঙ্গীতেই তাহার বিশেষ দক্ষতা প্রকাশ পাইয়াছিল। যেখানে যাইতেন সেখানেই গান গাইতে অনুরোধ হইলে, সকলেই তাহাকে ওস্তাদের ন্যয় খাতির যত্ন করিত এবং সঙ্গীত সম্বন্ধে তাহাকে একটি অথরিটি বলিয়া গণ্য করিত। দেশীয় সংগীতের সহিত পাশ্চাত্য সংগীতের তুলনা দ্বারা তিনি সংগীত বিদ্যা সম্বন্ধে অনেক নতুন তথ্য সংগ্রহ করিয়াছিলেন এবং উক্ত শাস্ত্রের একজন অভিজ্ঞ সমালোচক হইয়া দাঁড়াইয়া ছিলেন। এমনকি কোন দরিদ্র সঙ্গীত পুস্তক প্রকাশক কে তাহার পুস্তক বিক্রয়ের সুবিধা হইবে বলিয়া তিনি ভারতীয় সঙ্গীত তথ্য সম্বন্ধে একটি প্রকাণ্ড মুখবন্ধ লিখিয়া দিয়াছিলেন এবং শেষে নিজে কয়েকটি সুন্দর সুন্দর রচনা করিয়াছিলেন। সংগীত গুরু তাহার প্রতিব দর্শনে মুগ্ধ হইয়া অন্যান্য শিষ্য অপেক্ষা তাকে অনেক অনেক বিষয় শিক্ষা দিয়েছিলেন এবং তাহার দ্বারা নিজের মুখোজ্জ্বল হইবে জানিয়া তাহাকে শিখাইবার জন্য প্রাণপণ যত্ন করেছেন নরেন্দ্র তাহার নিকট অনেক হিন্দি উর্দু এবং ফার্সি গানও শিখিয়েছিলেন।’(পৃষ্ঠা ৭৩) কিন্তু স্বামী বিবেকানন্দের মেজ ভাই মহেন্দ্রনাথ দত্ত উল্লেখ করেছেন স্বামীজি উচ্চাঙ্গের সংগীত শিক্ষা গ্রহণ করেছিলেন বেনিউজ তাদের কাছে কিন্তু এই বেনি ওস্তাদ ছিলেন বৈরাগী অর্থাৎ তার পদবী ছিল দাস।

অর্থাৎ যখন প্রবেশিকা পরীক্ষা তিনি দেন তখন থেকেই তিনি সংগীত তবলা পাকোয়াজ চরম বাদ্য এসরাজ সেতার প্রকৃতি বাদ্যযন্ত্র ভালোভাবে বাজাতে পারতেন। ডক্টর ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত উল্লেখ করেছেন তিনি তার মায়ের কাছে শুনেছিলেন কাশির ঘোষাল নামে বিবেকানন্দের আরেকজন সঙ্গীকে বলেছিল। ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত আরো বলেছেন বিবেকানন্দ একজন শাস্ত্রীয় সংগীত সম্বন্ধে দক্ষ ছিলেন। তার পিতা তাকে উৎসাহ প্রদান করতেন। গরিব্রাজক হিসেবে স্বামী বিবেকানন্দ দাক্ষিণাত্যের সর্বত্র ভ্রমণ করেছিলেন। দাক্ষিণাত্য যেখানেই গিয়েছেন সেখানকার সংগীত তিনি শুনেছেন অনুভব করেছেন বিশেষ করে হিন্দুস্থানী উচ্চাঙ্গ সংগীত তাকে বিশেষভাবে আকর্ষণ করেছিল। ১৮৯৩ সালে ৩১ মে তিনি ভারত ভূমি ত্যাগ করেন চিকাগো ধর্মসভায় যোগদান করার জন্য। কিন্তু সংগীত সাধনায় তিনি নিজেকে সর্বদা নিয়োজিত রেখেছেন। ১৮৯৯ খ্রিস্টাব্দে নীলাম্বর বাবুর বাগানে একটি সঙ্গীত অনুষ্ঠান হয় সেখানে বিবেকানন্দ উপস্থিত ছিলেন। প্রমথনাথ বসু উল্লেখ করেছেন ক্ষ্ম রাম নাম কীর্তননান্তে স্বামীজি পূর্বের ন্যায় গাইতে লাগলেন সীতাপতি রামচন্দ্র রঘুপতি রঘু রাই। বাদক ভালো ছিল না বলিয়া স্বামীজীর যেন রসভঙ্গ হইতে লাগিল। অনন্তর স্বামী সারদানন্দ কে গাইতে অনুমতি করিয়া নিজেই পাখোরাজ ধরিলেন। স্বামী সারদানন্দ প্রথমত স্বামীজি রচিত সৃষ্টি বিষয়ক এক রূপ অরূপ নাম বরণ গানটি গাইলেন। মৃদঙ্গের স্নিগ্ধ গম্ভীর নির্ভযে গঙ্গা যেন উথলিয়া উঠিল....ক্ষ্মস্বামীজি কীর্তন গান খুব পছন্দ করতেন তিনি এক জায়গায় বলেছেন ক্ষ্ম সত্য কারের সঙ্গীতাকে একমাত্র কীর্তনে মাথুর বিরহ প্রকৃতি রচনাবলীতে। স্বামী বিবেকানন্দ কয়েকটি সঙ্গীত রচনা করেছিলেন তিনি আরাত্রিক ভজন হিসেবে রচনা করেছিলেন খন্ডন ভব বন্ধন জগ বন্ধন বন্দি তোমায় সংগীতটি তিনটি তালের ত্রিবেণী সঙ্গম। ১৮৯১ সালে খেত্রী রাজ্যের একজন বাইজির গান তাকে মুগ্ধ করেছিল গানটি ছিল অন্ধ কবি সুরদাসের’ প্রভু মেরো অওগুণ চিতনা ধরো সমদর্শী হ্যায় নাম তুমারো। স্বয়ং রামকৃষ্ণও বিবেকানন্দের সংগীতের প্রশংসা করতেন তিনি বলেছিলেন নরেনের মধ্যে আঠারোটা শক্তি খেলা করছে। বিবেকানন্দের সংগীত জীবন ও সঙ্গীতের প্রতি শ্রদ্ধা ভারতীয় সংগীত অনুশীলনের ধারায় একটি অনস্বীকার্য অবদান।